ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 1 October, 2023 ■ আগরতলা ১ অক্টোবর ২০২৩ ইং ■ ১৩ আশ্বিন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দিল্লিতে সংকল্প সপ্তাহের সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী

সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া ১০০টি গ্রাম চিহ্নিত করে রাজ্যগুলিকে উন্নয়নের পরামর্শ

নতুন দিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ নুতন দিল্লিতে ভারত মন্ডপমে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্লকগুলির জন্য সপ্তাহ ব্যাপী ''সংকল্প সপ্তাহ''-এর সূচনা করেছেন। এই অনুষ্ঠানে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্লকগুলির কর্মসূচি সংক্রান্ত পোর্টালের সূচনাও করেন তিনি। এছাড়াও এসংক্রান্ত একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে ব্লক পর্যায়ের তিন আধিকারিকের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

উত্তরপ্রদেশের বেরিলির বাহেরির স্কুল শিক্ষক শ্রীমতী রঞ্জনা আগরওয়ালকে প্রধানমন্ত্রী জিজ্ঞেস করেন তাঁর ব্লকে অনুষ্ঠিত চিন্তন শিবিরে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা কোনটি ছিল। শ্রীমতী আগরওয়াল জানান, সর্বস্তরে উন্নয়নমূলক কর্মসূচির বাস্তবায়ন এবং একটি অভিন্ন মঞ্চে সংশ্লিষ্ট সকলের উপস্থিতির মাধ্যমে সরকারি প্রকল্পগুলি জনআন্দোলনে পরিণত হয়েছে। বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষাদানের পদ্ধতির পরিবর্তন সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী আগরওয়াল জানান, চিরাচরিত শিক্ষাদানের পদ্ধতির পরিবর্তে এখন বিভিন্ন কর্মসূচি ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়। বর্তমানে শিশুসভা, সঙ্গীত শিক্ষার আসর, খেলাধুলো এবং শারীরিক প্রশিক্ষণের মত বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। তিনি স্মার্ট ক্লাসরুম এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে জানান, ছাত্র-ছাত্রীরা এর ফলে লাভবান হচ্ছে। তাঁর জেলার ২ হাজার ৫০০টি স্কুলের সবকটিতেই স্মার্ট ক্লাসরুম তৈরি হওয়ার কথা তিনি জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিকশিত ভারতের মূল শর্তগুলির মধ্যে উন্নতমানের শিশুশিক্ষা অন্যতম। শিক্ষকদের অধ্যাবসায়ে তিনি আপ্লুত। নিজেকে উৎসর্গ করার মাধ্যমে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয়।

জম্মু-কাশ্মীরের পুঞ্চের মানকোটের পশু চিকিৎসক ডাঃ সাজিদ আহমেদ জানান, যাযাবর উপজাতি গোষ্ঠীভুক্ত লোকেরা পশুপালনে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হন। তাঁদের সমস্যার সমাধানে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সেগুলিও তিনি উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর অভিজ্ঞতা বলার সময় শ্রী মোদী জানতে চান, শ্রেণীকক্ষে অর্জিত জ্ঞানের সঙ্গে বাস্তবে কাজ করার ক্ষেত্রে পার্থক্য কতটা থাকে। পশু চিকিৎসক জানান, শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন আঞ্চলিক সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয় না। তিনি ফুট অ্যান্ড মাউথ ডিজিজের টিকাকরণ কর্মসূচির কথা উল্লেখ করেন। এই কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে সফলভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী গুজ্জরদের সঙ্গে তাঁর নৈকট্যের কথা উল্লেখ করে বলেন, এই জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষেরা কোন এক সময় কচ্ছ অঞ্চলে বসবাস করতেন।

মেঘালয়ের গারো অঞ্চলের নঘের রেসুবেলপাড়ার জুনিয়ার গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক শ্রী মিকেহেনচার্ড মোমিনের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় প্রধানমন্ত্রী জানতে চান, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের প্রতিকূল আবহাওয়ায় যে সমস্যাগুলি দেখা দেয় সেগুলির মোকাবিলা করার জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। শ্রী মোমিন জানান, ওইসব অঞ্চলের জন্য অত্যাবশ্যক পণ্য সামগ্রী সংগ্রহ করা হয়। একাজে তদারকির জন্য একটি দল গঠন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী পিএম আবাস (গ্রামীণ) যোজনায় সংশ্লিষ্ট এলাকার কথা বিবেচনা করে বাড়ি তৈরির নক্সা এবং নির্মাণশৈলির ফলে গুণগত পরিবর্তনের বিষয়ে জানতে চান। শ্রী মোমিন জানান, এর ফলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে এই প্রকল্প বাস্তবায়নে যথেষ্ট সুবিধা হয়েছে। ওই এলাকায় কাজু চাষের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে উৎপাদিত ফসলের বাজারজাতকরণের প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে শ্রী মোমিন বলেন, এই অঞ্চলে যে কাজু উৎপাদিত হয়, তার গুণমান ভাল থাকায় সেই কাজু দেশের সর্বত্র সরবরাহ করা হয়। মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইনের মাধ্যমে গঠিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে কাজু চাষে উৎসাহিত করা হচ্ছে। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে তাঁদের এলাকায় আরও কাজু প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট গড়ে তোলার আবেদন জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ওই অঞ্চলে সঙ্গীতচর্চার প্রতি মানুষের আগ্রহ দেখে তিনি আপ্লুত। তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলা ও ব্লক কর্মসূচিতে গ্রামপঞ্চায়েতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন, এই ভারত মন্ডপমে আজ যাঁরা জড়ো হয়েছেন, তাঁরা প্রত্যন্ত অঞ্চলের উন্নয়ন নিয়ে কাজ করেন। এই একই জায়গায় মাত্র এক মাস আগে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দিক নির্দেশনার জন্য আলোচনা হয়েছে। তিনি তৃণমূল স্তরের পরিবর্তনের কান্ডারীদের স্বাগত জানিয়ে বলেন, 'আমার জন্য এই ধরনের অনুষ্ঠান জি-২০-র থেকে কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়'।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লোকম্যান তিলক - কামাখ্যা এক্সপ্রেস আগরতলা থেকে সরাসরি মুম্বাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরো সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে লোকমান্য তিলক-কামাখ্যা এক্সপ্রেস আগরতলা পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেছেন। আজ সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানালেন পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। সাথে এদিন তিনি দুর্গোৎসবে ত্রিপুরাবাসীকে সুখবর দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

তাঁর কথায়, নরেন্দ্র মোদী সারা দেশে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করার উপর জোর দিয়েছেন। কিছু দিন পূর্বে তিনি কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষবের কাছে মুম্বাই পর্যন্ত ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। কারণ, নিত্যদিন রাজ্যে থেকে বহু মানুষ চিকিৎসা,পড়াশুনা, চাকুরী ও ভ্রমণের জন্য মুম্বাইয়ে যাতায়াত করে থাকেন। আগরতলা থেকে মুম্বাই পর্যন্ত ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থা করা হলে তাতে সাধারণ মানুষের সুবিধা হবে। গতকাল রেলমন্ত্রকের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারকে নতুন রেলসংযোগের করার সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে।

এদিন শ্রী চৌধুরী বলেন , লোকমান্য কামাখ্যা তিলক সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস ট্রেনটির চলাচল ত্রিপুরার আগরতলা পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়েছে। গুয়াহাটি ও আগরতলার মধ্যে আমবাসা, ধর্মনগর, বদরপুর, নিউ হাফলং, লামডিং, হোজাই ও চাপরমুখ স্টেশনে স্টপেজ দেওয়া হবে। এই ট্রেনগুলির পরিষেবা উত্তর পূর্বাঞ্চলের দূরবর্তী এলাকাগুলিকে মুম্বাই ও সেকেন্দ্রাবাদের সাথে সংযুক্ত করবে।

এদিন তিনি আরো বলেন , লোকমান্য কামাখ্যা তিলক এক্সপ্রেস আগরতলা স্টেশন থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৬তা নাগাদ রওনা দিবে এবং লোকমান্য তিলক স্টেশনে শনিবার বিকেল ০৪.১৫ মিনিটে পৌঁছবে। লোকমান্য তিলক-কামাখ্যা এক্সপ্রেস চাল হলে ট্রেনে চেপে বহু পর্যটক ত্রিপুরায় আসবেন বলে আশা ব্যক্ত করেন তিনি।

সাংবাদিক সম্মেলনে পরিবহণ মন্ত্রী আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সারাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। ২০১৮ সালের পর প্রধানমন্ত্রী রাজ্যকে হীরা মডেল দেওয়ার ঘোষনা করেছিলেন। এই হীরা মডেলের উপর দাঁড়িয়েই রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়েছে। রাজ্য সরকারও উন্নত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। তিনি জানান, রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলেই বর্তমানে রাজ্য থেকে ১১টি এক্সপ্রেস ট্রেন দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে চলাচল করছে। এছাড়াও পাঁচটি লোকাল ট্রেন রাজ্যে চালু রয়েছে।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে নানা অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর।। আগামী ২ অক্টোবর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রাজ্যে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে। আগরতলায় সার্কিট হাউস সংলগ মূর্তি প্রাঙ্গণে সকাল ৮টা ৪৫ মিনিটে গান্ধী মূর্তিতে মাল্যদান করে জাতির জনকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী সান্তনা চাকমা। পরিবেশন করা হবে রামধুন, ভজন ও ভক্তিমূলক সংগীত। উপস্থিত অতিথিগণও পুপার্ঘ্য অর্পণ করে মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন।

গান্ধীঘাটে ৮টা ৫৭ মিনিটে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী সান্তনা চাকমা। শ্রীমতি চাকমা এবং উপস্থিত

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশনের ২য় বর্ষপূর্তি

মোদির সুস্থ ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যেই সরকার কাজ করছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যের প্রান্তিক এলাকার জনগণের কাছে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। স্বাস্থ্য পরিষেবার মান উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। চিকিৎসা পরিষেবার সামগ্রিক উন্নয়নে সরকার অত্যন্ত সংবেদনশীল। রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতালগুলিতে রেফারেল রোগীর চাপ কমাতে জেলা হাসপাতালগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আজ আগরতলার প্র'াভবনে আয়ুমান ভারত - প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার ৫ম বর্ষপূর্তি ও আয়ুমান ভারত ডিজিটাল মিশনের ২য় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্বপ হলো সুস্থ ভারত গড়ে তোলা। প্রধানমন্ত্রীর স্বপকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্পসারণ ও পরিকাঠামোর উন্নয়নে প্রয়াস নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আর্থিকভাবে দুর্বল অংশের মানুষের কল্যাণে দেশব্যাপী আয়ুমান ভারত - প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা চালু করেছেন। আয়ুমান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার শুরু থেকে ২০২৩ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত ত্রিপুরায় ১৩,৪০, ১৭২টি আয়ুমান কার্ড ইস্যু করা হয়েছে, যা রাজ্যের সুবিধাভোগীর ৯৬.১৭ শতাংশ। রাজ্যের ২,৫৪, ৫১১ জন সুবিধাভোগী এই প্রকল্পে চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছেন। এরমধ্যে ৩,৯৯৩ জন বহির্রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে পরিষেবা পেয়েছেন। এই প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের জন্য ত্রিপুরা ভারত সরকার থেকে চারবার শংসাপত্র পেয়েছে। এই কর্মসূচিতে রাজ্যের ১২৯টি সরকারি হাসপাতাল এবং ৪টি বেসরকারি হাসপাতাল তালিকাভুক্ত রয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ২০২১ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর আয়ুমান ভারত ডিজিটোল মিশনের সূচনা হয়। এই মিশনের অন্যতম বিষয় হলো আয়ুমান ভারত হেলথ অ্যাকাউন্ট নম্বর বা আভা নম্বর। রাজ্যে এখন পর্যন্ত ৫,৩৭,৬৭১টি আভা কার্ড ইস্যু করা হয়েছে। তিনি বলেন, আয়ুমান ভারত - প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় যে সমস্ত পরিবার আওতাভুক্ত হতে পারেনি তাদের জন্য রাজ্য সরকার মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা - ২০২৩ নামে একটি নতুন প্রকল্প চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে। এজন্য চলতি অর্থবছরের বাজেটে ৫৯ কোটি টাকা সংস্থান রাখা হয়েছে। স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক আয়ুমান ভবঃ অভিযান কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। রাজ্য সরকারও আয়ুমান ভবঃ কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে গত ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে ২ অক্টোবর, ২০২৩ পর্যন্ত সেবা পক্ষকাল কর্মসূচি

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মথার ডাকা ১২ ঘন্টার বন্ধ

রেল, রাস্তা অবরোধ উদ্ধার তাজা বোমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা / চড়িলাম, ৩০ সেপ্টেম্বর।। শনিবার ত্রিপুরায় ১২ঘন্টা এডিসি বনধের ডাক দিয়েছিল তিপ্রামথা দল। জনজাতিদের গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের দাবিকে সামনে রেখে এদিন ত্রিপুরার এডিসি এলাকার বিভিন্ন জায়গায় সকাল থেকেই বনধকে সফল করতে তিপ্রাসা কর্মীরা পিকেটিং শুরু করে। যদিও সরকারী তরফে এই বনধকে মান্যতা দেয়নি রাজ্য সরকার। তবে এদিন জাতীয় সড়কের বিভিন্ন জায়গায় পিকেটিং এর ফলে যান চলাচল প্রায় স্তব্ধ ছিল। ট্রেন লাইনে পিকেটিং এর ফলে বন্ধ ছিল লোকাল ট্রেন চলাচল। এদিন এডিসি এলাকায় সরকার অধীনস্থ বিভিন্ন দপ্তর স্বাভাবিকভাবেই চলবে বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে রাজ্য সরকার। সকাল থেকে শান্তিপূর্ণভাবে বনধ চললেও শেষ মুহূর্তে বড়মুড়া পাহাড়ে বোমা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।

তিপ্রা মথার ডাকা ১২ ঘন্টার এডিসি বনধে পিকেটিং স্থান থেকে তাজা বোমা উদ্ধারের ঘটনায় গোটা এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শনিবার। এদিন বনধ চলাকালীন সময়ে বড়মুড়া পাহাড়ে বনধ এর পিকেটিং সংলগ্ন এলাকায় একটি তাজা বোমা উদ্ধার হয়েছে। আর তাতেই গোটা এলাকা জুড়ে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ঘটনার খবর

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

টিএসআর সিইওর তুঘলকি কান্ড !

গেইটে তালা ঝুলিয়ে আবাসিকদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর।। তুঘলকি কাণ্ড টিএসআর -এর পঞ্চম বাহিনীর সিইও -র। উনার এক নির্দেশ ঘিরে আবাসিকদের মধ্যে সমস্যা দেখা দেয়। আর এই জটিলতার জেরে শনিবার কোয়াটার কমপ্লেক্সে প্রবেশের গেইটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখায় আবাসনে থাকা বাহিনীর পরিবারের সদস্যারা।

তাদের বক্তব্য দীর্ঘ বছর যাবত বাধারঘাট সিদ্ধি আশ্রম স্থিত ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস এর পঞ্চম বাহিনীর কোয়াটারে থাকছেন তারা। মাঝে কোয়াটার রিপেয়ারিং-র জন্য অনেকেই বাইরে ভাড়া ছিলেন। সেই সময় কোয়াটারের ভাড়াও তারা প্রদান

করেছেন। আচমকা টিএসআর পঞ্চম বাহিনীর সিইও -এক নির্দেশ জারি করে বলেছেন অবিলম্বে আবাসিকদের আবাস ছেড়ে দিতে হবে। আর এতেই ক্ষোভ জানায় আবাসনে থাকা বাহিনীর পরিবারের সদস্যারা। তাদের বক্তব্য এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে সিইও- কে। তিনি অফিস তৈরি করবেন বলে জানিয়েছেন। কিন্তু এই নির্দেশের ফলে তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। প্রত্যেকের সন্তান রয়েছে। পরিবারের কর্তা বাহীনীতে কর্মরত থাকায় বেশীর ভাগ সময় থাকেন বাইরে। তাই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবী জানান তারা। পরিবর্তে সিইও- জানান তাদের তিন বছর হয়ে গেছে তাই কোয়াটার ছেড়ে দিতে হবে। এর মধ্যে দ্বিতীয় নোটিশ প্রদানও করা হয়। তৃতীয় নোটিশ দেওয়ার পর বেতন কাটার কড়া বার্তা দেন। এদিকে ডিজি-র গোচরে বিষয়টি নিয়েছেন আবাসনের সদস্যরা। তাদের দাবি এই কোয়াটারে তাদের থাকতে দিতে হবে। এই দাবিতে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখান টি এস আর বাহীনীতে কর্মরতদের পরিবারের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শহরকে যানজট মুক্ত করতে উচ্ছেদ অভিযানে নামল নিগম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর।। রাস্তার দুইপাশে সরকারি জায়গায় অবৈধভাবে গড়ে তোলা দোকানপাট ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছে আগরতলা পুর নিগম ।আজ সকালে বড়জলা বাজার এলাকায় জবরদখলে থাকা দোকানগুলি গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, পূর্ব নির্ধারিত ঘোষণা অনুযায়ী আজ থেকে শুরু হয়েছে পুর নিগমের উচ্ছেদ অভিযান। দূর্গাপুজোয় আগরতলা শহরকে যানজটমুক্ত করার জন্য এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

এদিন আগরতলা মেয়র দীপক মজুমদার জানিয়েছেন, রাস্তার দুই পাশে সরকারি জায়গায় বেআইনিভাবে দোকানপাট গড়ে তোলা হয়েছে। বেআইনি দখলদারদের আগেই নির্মাণ ভেঙে ফেলার বা সরিয়ে নেওয়ার জন্য বেশ কয়েকবার বলা হয়েছিল। কিন্তু অনেকেই তাতে কর্নপাত করেননি। তাই থেকে দূগাপুজো পর্যন্ত বেআইনিভাবে দখল করে রাখা জায়গা মুক্ত করা হবে।

এদিন তিনি আরও জানিয়েছেন, আগরতলা শহরে যেসব জায়গায় নো পাকিং জোন রয়েছে সেই সব এলাকায় বাইক, গাড়ি রাখা হলে মালিকের বিরুদ্ধে পুর নিগমের পক্ষ থেকে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৬৯ ■ সংখ্যা ৩৪৭ ■ ১ অক্টোবর ২০২৩ইং ■ ১৩ আশ্বিন ■ রবিবার ■ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

মোদি যেন যন্ত্রমানব

দেশের বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনেও প্রচারের অন্যতম মুখ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। স্বাভাবিক কারণেই বিধানসভা নির্বাচন নিয়া চরম ব্যস্ত প্রধানমন্ত্রী। ২০২৪ লোকসভার আগে শেষ বিধানসভা নির্বাচন। বলা ভালো, চলতি বছরের শেষে যে পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন হইতে চলিয়াছে সেটা লোকসভার সেমিফাইনাল। বিজেপির জন্য কোথাও ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের লড়াই, কোথাও সরকার পরিবর্তনের লড়াই। আর এই লড়াইয়ে কংগ্রেসকে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়িতে নারাজ কেন্দ্রের শাসকদল।সেমিফাইনালের এই মহারণে তাই নিজেদের 'ব্রহ্মাস্ত্র' নরেন্দ্র মোদিকে পুরোদস্তুর ব্যবহার করিতে চাইছে গেরুয়া শিবির। বিধানসভা নির্বাচনগুলিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিই যে বিজেপির মুখ, সেটা আগেই স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে বিজেপি। এবার প্রধানমন্ত্রী পুরোপুরি নামিয়া গেলেন প্রচারের কাজে। ৬ দিনে দেশের ৪ রাজ্যে ৮টি আলাদা আলাদা কর্মসূচিতে অংশ নিবেন মোদি। সে তেলেঙ্গানার জনসভা হোক বা ছত্তিশগড়ের শোভাযাত্রা। আগামী ৬ দিন মোদি কার্যত যন্ত্রের মতো রাজ্যে রাজ্যে ঘুরিবেন।শনিবার থেকেই শুরু হইয়াছে দেশের চার ভোটমুখী রাজ্যে প্রধানমন্ত্রীর মেগা নির্বাচনী সফর। চলিবে আগামী বুধবার পর্যন্ত। শনিবার ছত্তিশগড়ের বিলাসপুরে 'পরিবর্তন যাত্রা'র পর কলেজ গ্রাউন্ডে 'পরিবর্তন মহাসঙ্কল্প' সভায় বক্তৃতা করেন মোদি। রবিবার তেলঙ্গানার মেহবুবনগরে একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধনের পাশাপাশি হায়দরবাদে সভা করিবেন তিনি। ২ অক্টোবর মোদী যাইবেন বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশে। গোয়ালিয়রে একটি সভা করিবার পর চলিয়া যাইবেন কংগ্রেস শাসিত রাজস্থানে। সেদিনই চিতৌরগড়ে প্রচার কর্মসূচি আছে প্রধানমন্ত্রীর।আসলে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং তেলেঙ্গানা চার রাজ্যেই বিজেপি এবার কঠিন লড়াইয়ের মুখে। ছত্তিশগড় ও রাজস্থানে কংগ্রেস ক্ষমতায়। মধ্যপ্রদেশে আবার দীর্ঘ প্রতিষ্ঠানবিরোধিতার সঙ্গে লড়িতে হইতেছে বিজেপিকে। আবার তেলেঙ্গানায় মূল লড়াই কংগ্রেস এবং বিআরএসের। তবে বিজেপি সেরাজ্যে ভাল ফল করিবে বলিয়া আশা প্রধানমন্ত্রীর। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে যে কোন মূল্যে ৬টি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি যাহাতে ভালো ফলাফল করিতে পারে সেই লক্ষ্যেই কোমর বাধিয়া ময়দানে নামিতে প্রস্তুত প্রধানমন্ত্রীর সহ বিজেপির শীর্ষস্থানীয় নেতারা।

ইন্দোরে মেট্রো ট্রেনের ট্রায়াল রান শনিবার, উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান

ইন্দোর, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : দেশের সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন শহর ইন্দোর এখন মেট্রো সিটিতে পরিণত হতে চলেছে। শনিবার বিকেলে মেট্রো ট্রেনের ট্রায়াল রান হবে। মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বিকেল ৫ টায় শহরের গান্ধীনগর মেট্রো ডিপোতে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে ইন্দোর মেট্রো ট্রায়াল রানের পতাকা যাত্রা শুরু করবেন। এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি থাকবেন নগরোন্নয়ন ও আবাসন মন্ত্রী ভূপেন্দ্র সিং।

জনসংযোগ আধিকারিক মহিপাল অজয় জানিয়েছেন, ইন্দোরে মেট্রো ট্রেনের ট্রায়াল রান হবে ৬ কিলোমিটার। মুখ্যমন্ত্রী চৌহান ট্রেনটিকে ফ্ল্যাগ অফ করবেন এবং ভ্রমণ করবেন। গান্ধীনগর ডিপোতে তৈরি গম্বুজে ছয় হাজার সাধারণ মানুষের পাশাপাশি বিভিন্ন সংগঠন, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য মানুষ অংশ নেবেন। মেট্রো ট্রেনে তিনটি কোচ থাকবে। এর মোট যাত্রী ধারণক্ষমতা হবে ৯০০ জন। ভবিষ্যতে, ইন্দোরে ২৫টি মেট্রো ট্রেন চলবে, যা প্রায় সাত লক্ষ যাত্রী বহন করবে।

স্থানীয় সাংসদ শঙ্কর লালওয়ানি ইন্দোরের জনগণকে উপস্থিত হয়ে এই অনুষ্ঠানটিতে দেখার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেছেন, এটি আমাদের জন্য গর্বের বিষয় যে রাজ্যে প্রথম আমাদের শহরে মেট্রো চালু হতে চলেছে। তিনি বলেন, ইন্দোরে নতুন ইতিহাস লেখা হচ্ছে। এই ইতিহাসের সাক্ষী হতে হবে সবাইকে।

এছাড়াও শনিবার বিকেল ৫টা থেকে রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী চৌহান ইন্দোরে আয়োজিত একাধিক কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। তিনি এখানে মেট্রো ট্রায়াল রানের পতাকা উন্মোচন করবেন। এরপর তিনি লাভকুশ মোড়ে আয়োজিত উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন ও ভূমিপূজা অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। একইভাবে মুখ্যমন্ত্রী চৌহান নন্দনগরে আইটিআই ভবন এবং মা কঙ্কেশ্বরী মহাবিদ্যালয়ের উদ্বোধন করবেন। এরপর তিনি এমওজি লাইনে অবস্থিত রেডক্রস সোসাইটি পরিচালিত হাসপাতালের উদ্বোধন, প্রতিবন্ধীদের সুবিধার্থে ল্যাপটপ বিতরণ, রেট্রোফিটিং স্কুটার বিতরণ এবং অ্যানিস্মার্ট ক্লাসের উদ্বোধনে অংশ নেবেন। মুখ্যমন্ত্রী এখানে পিপলিয়ানায় আন্তর্জাতিক সুইমিং পুলেরও উদ্বোধন করবেন। এরপর ইন্দোর থেকে ভোপালের উদ্দেশে রওনা হবেন তিনি।

সোমালিয়ায় চায়ের দোকানে আত্মঘাতী হামলা, নিহত সাতজন

মোগাদিশু, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে চায়ের দোকানে আত্মঘাতী হামলায় অন্তত সাতজন প্রাণ হারিয়েছেন। এই চায়ের দোকানটি রাষ্ট্রপতি ভবনের কাছে। পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে স্থানীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

খবরে বলা হয়েছে, সোমালিয়ার রাজধানীতে একটি চায়ের দোকানে আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী বিস্ফোরণ ঘটায়। এ হামলায় অন্তত সাতজন নিহত হয়েছেন। পুলিশের মুখপাত্র সাদিক দুদিশে জানিয়েছেন, শুক্রবার মধ্য সোমালিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের কাছে একটি চায়ের দোকানে বিস্ফোরণ ঘটে। নিহতরা সবাই চা পান করে সময় কাটাচ্ছিলেন। এই দোকানে প্রায়ই সোমালি নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা এবং বিশিষ্ট নাগরিকরা চা পান করতে আসেন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে আল-কায়েদা-সংশ্লিষ্ট আল-শাবাব গ্রুপ হামলার দায় স্বীকার করেছে।

নিম্নচাপের জেরে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে, হাওয়া বদলের সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গে

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : নিম্নচাপের দরুন শনিবার বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই। এদিন সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার। বৃষ্টির জেরে কমবে তাপমাত্রা এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও মঙ্গলবার থেকে হাওয়া বদলের সম্ভাবনা।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, মায়ানমার উপকূলে পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্ত বর্তমানে নিম্নচাপের রূপ নিয়েছে। এর অভিমুখ উত্তর ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গ উপকূল। ফলে শনিবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

বিদ্যাসাগরের দোহাই

বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ একটা মজার কথা বলেছেন: কাক যেমন কোকিলের ছানা পালন করে, বিধাতা তেমনই "বঙ্গভূমির প্রতি বিদ্যাসাগরকে মানুষ করিবার ভার দিয়াছিলেন"। "চারিত্রপূজা"-র ওই প্রবন্ধে কবি বাঙালিদের বিস্তর গাল দিয়েছেন। ধন্দে পড়েছেন, কোন বদখেয়ালে বিধাতা চার কোটি বাঙালির মধ্যে বিদ্যাসাগরের মতো "দুই-একজন মানুষ" গড়ে বসেন।

তবু কাক বেচারাই তো কোকিলকে "মানুষ" করে। বিদ্যাসাগরের বিরল মনুষ্যত্ব বঙ্গভূমিতেই লালিত, তার ছাপ যাবে কোথায়? আছে তাঁর ধুতি-চাদর-চটিতে, আধুনিক বাংলা ভাষা সৃষ্টিতে তাঁর অবদানে, বাংলার ছেলেমেয়েদের (হ্যাঁ, মেয়েদেরও) শিক্ষার জন্য তাঁর জীবনভর প্রয়াসে। অথচ ধুতি-চাদর আঁকড়ে থাকার এই জেদে রবীন্দ্রনাথ পাচ্ছেন এক অন্তরস্থ সাহেবিয়ানা "অনুকরণগত সাদৃশ্য" নয়, চরিত্রগত। সেই সাহেবিয়ানাই তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে বাঙালি পরিচয়কে তুলে ধরতে।

মোট কথা, তাঁকে নিয়ে আইডেন্টিটি পলিটিক্স চলবে না। দু'শো বছর আগের যুগসন্ধিতে পাশাপাশি গড়ে উঠেছিল ভারতীয় উদ্যোগে নতুন পাশ্চাত্য বিদ্যাচর্চার জন্য হিন্দু কলেজ আর সাহেবি উদ্যোগে সাবেক প্রাচ্য বিদ্যাচর্চার জন্য সংস্কৃত কলেজ। নামেই ফাঁস, দুটোই সোনার পাথরবাটি। সংস্কৃত ভাষা হিন্দু পরিচিতি কি রক্ষা করবে বিজাতীয় কলেজ? কলেজি সাহেবি বিদ্যাই বা ঠাঁই পাবে কোথায়?

শিক্ষা-সংস্কৃতির এই আবর্তে বিদ্যাসাগর ঝাঁপ দিলেন। ছাত্রাবস্থায় সংস্কৃত কলেজে যেটুকু ইংরেজি পড়া যেত পড়লেন, তার পর পড়লেন শিক্ষক রেখে। অধ্যক্ষ হয়ে চাঞ্চল্যকর "নোটস"-এ সুপারিশ করলেন, সংস্কৃতের সব ছাত্রকে ইংরেজি শিখতে হবে। সেই বক্তব্য বিস্তারে লিখলেন কাশীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ব্যালেন্টাইন সাহেবের সমীক্ষার জবাবে। ব্যালেন্টাইনের মতে সংস্কৃতের ছাত্রদের ইংরেজি শেখাতে হবে সাবধানে মেপে মেপে, নইলে প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য বিদ্যার ঠোকাঠুকিতে তারা ভেবে বসবে সত্য দু'রকম। জ্ঞানের এই দ্বিত্ব বিদ্যাসাগর মানতে পারেননি; দৃঢ় ভাবে বলেছেন সত্য সত্যই, তার খাতিরে কখনও বা প্রাচ্য বিদ্যা ত্যাগ করে নব্য পাশ্চাত্য বিদ্যাকে অধিষ্ঠিত করতে হবে। আক্ষেপ করেছেন, প্রাচীন শাস্ত্রে যদি আধুনিক বিজ্ঞানের লেশমাত্র তত্ত্ব মেলে, কিছু লোকে বিজ্ঞান অস্বীকার করে শাস্ত্রবচনকে আরও আঁকড়ে ধরবে। আজকের ভারতে কথাটা বড়ই প্রাসঙ্গিক।

মাঝেমধ্যে বিদ্যাসাগর বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন যেমন বেদান্ত আর সাংখ্যদর্শনকে সোজাসুজি বলেছেন ভুল বা মিথ্যা। বলেছেন, পাশ্চাত্য দর্শন পড়া উচিত ভারতীয় দর্শনের ভুল ধরার জন্য। সেই সঙ্গে বলেছেন, প্রাচীন সংস্কৃত গণিতশাস্ত্রের বদলে পড়া উচিত আধুনিক পাশ্চাত্য গণিত আর বিজ্ঞান ঠিক যেমন রামমোহন লাটসাহেব আমহার্স্টের কাছে সওয়াল করেছিলেন ত্রিশ বছর আগে। আমহার্স্ট রামমোহনের পরামর্শ ফেলে স্থাপন করলেন সংস্কৃত কলেজ। সেই বিদ্যায়তনেই রামমোহনের স্বপ্নপূরণ করলেন বিদ্যাসাগর, স্থানমাহাত্ম্যে যোগ হল সংস্কৃত উত্তরাধিকারের মহত্তম অংশ। বাদ গেল রামমোহনের চর্চিত ফারসি ভাষা ও সাহিত্য, বাদ থেকেই গেল পরবর্তীকালে। এই অপ্রাপ্তির বিষময় ফল আজও আমরা দেশ জুড়ে ভোগ করছি।

ওই একটি ব্যতিক্রম বাদে আমাদের আফসোস থাকতে পারে যে স্বাধীন ভারতের শিক্ষানীতিতে বিদ্যাসাগরের ভাবনা কখনওই স্বীকৃত হয়নি। রবীন্দ্রনাথের অতি-স্বকীয় চিন্তা বরং গোড়ায় খানিক হয়েছিল, শান্তিনিকেতনের দৃষ্টান্তে এবং শিক্ষা নিয়ে তাঁর বহু রচনার দরুন। শিক্ষাদর্শ নিয়ে বিদ্যাসাগর বিশেষ লেখেননি। তাঁর প্রচেষ্টায় স্থাপিত বিদ্যালয়গুলি কিছু সরকারি, বাকিগুলিও সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত, শান্তিনিকেতনের মতো বিপ্রতীপে নয়। যে শিক্ষা- কাঠামোর মধ্যে তিনি কাজ করেছেন (আর কিছুটা গড়ে তুলেছেন) তা আজও টিকে আছে। কিন্তু তাঁর যে পাঠপ্রকল্প আর মূল্যবোধ, বৌদ্ধিক ও মানবিক আদর্শ, তা বিস্মৃতপ্রায়।

কী ছিল সেই পাঠপ্রকল্প? ১৮৫২-র "নোটস"-এ তিনি বলছেন, সংস্কৃত ছাত্রেরা ইংরেজি পড়বে যাতে তারা ভাল করে বাংলা লিখতে শেখে। ব্যালেন্টাইনের জবাবি চিঠিতে অনুপ্রাণিত হয়ে লিখছেন, বঙ্গবাসীরা শিক্ষার জন্য আকুল।

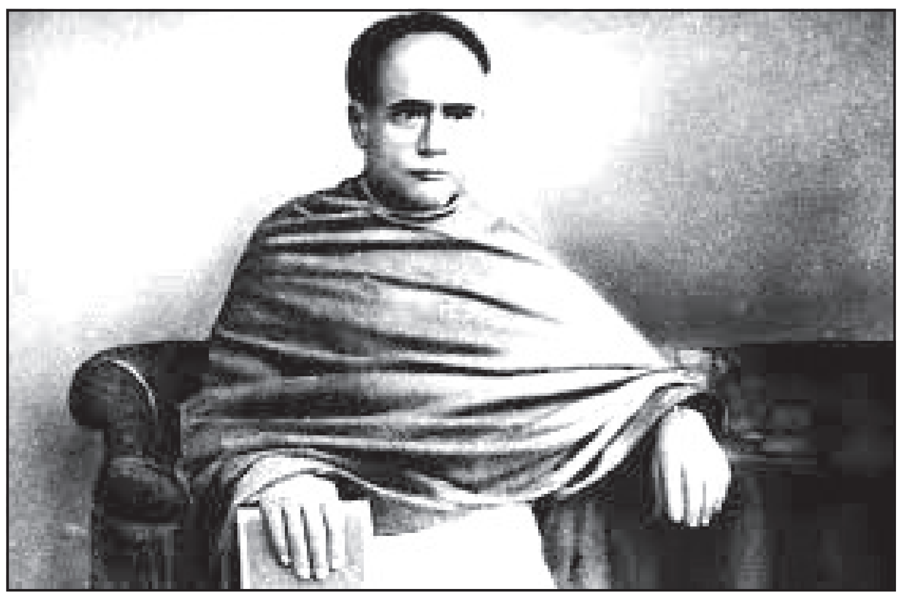

সেই চাহিদা মেটাতে সাবেক পণ্ডিতদের অগ্রাহ্য করে রাজ্য জুড়ে নতুন ধাঁচের বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠা হোক, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপাদান নিয়ে বাংলা পাঠ্যপুস্তক লেখা হোক। তাঁর নতুন পাঠ্যক্রমের ছাত্রেরা হবে তার উপযুক্ত শিক্ষক। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বিদ্যাসাগরের "প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা"। আধুনিক বাংলার কাঠামো গড়ায় তাঁর অবদান বিশাল ও মৌলিক: বাক্যগঠন আর পদক্রম থেকে শুরু করে যতিচিহ্নের ব্যবহার, যুক্তাক্ষরের রূপ, মুদ্রণবিধি কী নয়? সেই সঙ্গে বাংলা ভাষার চর্চা ও প্রসারেও তাঁর যুগান্তকারী ভূমিকা। মধুসূদন বা বঙ্কিম যে অর্থে সাহিত্যিক, বিদ্যাসাগর তা নন। বাংলা ভাষার ইতিহাসে তাঁর অতুল কীর্তি ভাষাটাকে সিস্টেমিক গুরুত্ব দেওয়া, ব্যবহারিক ভাবে সমৃদ্ধ করে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বত্র স্থায়ী ভূমিকার উপযোগী করা। এই কাজের সবচেয়ে ফলপ্রসূ মাধ্যম অবশ্যই শিক্ষা: শান্তিনিকেতনের মতো ব্যতিক্রমী কেন্দ্র নয়, সাধারণ সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা।

বিদ্যাসাগরের কীর্তির একটা আপাত স্ববিরোধ আছে। এক দিকে তিনি প্রতিষ্ঠানবিরোধী, আপসহীন সংস্কারক ও উদ্ভাবক। কিন্তু সেই উদ্ভাবন তিনি স্থাপন করতে চান একটা নৈর্ব্যক্তিক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মধ্যে: একটা-দুটো স্কুল গড়ে নয়, সরকারপুষ্ট স্কুলব্যবস্থায়; দু'-এক জন বিধবাকে আশ্রয় দিয়ে নয়, বিধবাবিবাহ আইন পাশ করিয়ে। তিনি বুঝেছিলেন, কোনও ব্যবস্থা স্থায়ী করতে চাই এমন পোক্ত ভিত। আধুনিক এস্টাব্লিশমেন্ট তখন সবে দানা বাঁধতে শুরু করেছে, তার পর দুই শতকে অমানবিক দৈত্যাকার ধারণ করেছে। বিদ্যাসাগরের শিক্ষা-পরিকল্পনায় সমাজ আর প্রতিষ্ঠানের মেলবন্ধনের প্রতিশ্রুতি ছিল, সেটাও আমরা হেলায় হারিয়েছি। তাই আজ তিনি প্রবল ভাবে প্রাসঙ্গিক, কারণ ভারতে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দুর্বল করার, ভেঙে ফেলার, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর করায়ত্ত করার অভিযান চলছে। সমান প্রাসঙ্গিক তাঁর কর্মকাণ্ডের আর এক গুণ ধর্ম-নির্লিপ্ততা (ধর্মনিরপেক্ষতা নয়)। তাঁর শিক্ষাসূচিতে নীতিশিক্ষার স্থান আছে, ধর্মশিক্ষার নেই। বিধবাবিবাহ আন্দোলনে তিনি সনাতন হিন্দু শিবিরকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন, ভোগ করেছিলেন অশেষ অপমান (আজকের ভাষায় ট্রোলিং), এমনকি শারীরিক আক্রমণ। তিনি নিজে কিন্তু বিধবাবিবাহকে ধর্মীয় কর্তব্য হিসাবে দেখেননি। কেবল বাস্তববুদ্ধিতে বুঝেছিলেন, ধর্মীয় বিধান না মিললে সমাজ ব্যাপারটা মানবে না, আইনও পাশ হবে না। তাই তিনি রাতভর গ্রন্থাগারে পুঁথি ঘেঁটেছেন, পরাশর শাস্ত্রে অনুকূল বিধান পাওয়ার ইউরেকা-মুহূর্ত পর্যন্ত।

ধর্ম যদি না হয়, কী ছিল তাঁর চালিকাশক্তি? এর উত্তরও রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন: ছিল দয়া। এই দয়া দুর্বল স্নায়ুর মন-ভেজা আবেগ নয়, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "নিঃসংকোচ বলিষ্ঠ মনুষ্যত্ব"। ধর্মীয় অনুপান ছাড়া নির্ভেজাল মনুষ্যত্ব পালন সহজ নয়। ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় বিশ্ব জুড়ে বিশ্বমানবের অশেষ উপকার সাধিত হয়। আবার বহু ক্ষেত্রে সেই মানবসেবা ধর্মীয় গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকে, বাকি মানবজাতির জোটে ঔদাসীন্য বা বিদ্বেষ। বিদ্যাসাগর যেমন স্বহস্তে কলেরা-আক্রান্ত দলিত নারীর সেবা করেছিলেন, মুসলমান সম্প্রদায়কে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিলেন, জনজাতিকে কাছে টেনেছিলেন, তেমন করার তাগিদ থাকে না; বরং অপরত্বে দেগে-দেওয়া এই গোষ্ঠীগুলিকে প্রাণে হোক ভাতে হোক মারার প্রবণতা জন্মায়। শেষ এক বার রবীন্দ্রনাথের শরণ নিই: "এই চরিত্ররচনার প্রতিভা কোনো সাম্প্রদায়িক শাস্ত্র মানিয়া চলে না। ...যাঁহারা যথার্থ মনুষ্য, তাঁহাদের শাস্ত্র তাঁহাদের অন্তরের মধ্যে, অথচ বিশ্বব্যাপী মনুষ্যত্বের সমস্ত নিত্যবিধানগুলির সঙ্গে সে-শাস্ত্র আপনি মিলিয়া যায়।"

ইউরোপীয় রেনেসাঁসের এক বিশিষ্ট গোষ্ঠী ছিলেন শিক্ষাব্রতী পণ্ডিতের দল। এঁদের মূল বিদ্যাক্ষেত্র ভাষা ও পাঠচর্চা। অনেকে প্রশাসন বা রাজনীতিতেও যোগ দিতেন, অনেকে দিতেন না; কিন্তু স্রেফ মেধা ও বিদ্যার জোরে এঁদের অনেকে সমাজে ও ধর্মীয় অনুশাসনে প্রভাবশালী ছিলেন। ধর্মবোধ ও নীতিজ্ঞানকে এঁরা যুক্তি ও মনুষ্যত্বের ব্যাপক পরিসরে মুক্তি দিয়েছিলেন। এই বিদ্বানদের হিউমানিস্ট বলা হয়। শব্দটার উতত্তি এক বিশেষ ঐতিহাসিক সূত্রে, কিন্তু অবধারিত ভাবে তাতে সঞ্চার হয়েছে "হিউমান" শব্দের বৃহত্তর মনুষ্যত্বের ব্যঞ্জনা। উনিশ শতকের বাংলায় নতুন নৈতিক ও সামাজিক চেতনা বিলক্ষণ সেই হিউমানিস্ট ধাঁচে। বিদ্যাসাগর তার উজ্জ্বলতম প্রাণপুরুষ।

শত চেষ্টা সত্ত্বেও নবজাগরণের উত্তরাধিকার আমরা পুরোপুরি বিকিয়ে দিতে পারিনি। যেটুকু বাকি, বিদ্যাসাগরের দোহাইয়ে সেটুকু ধরে রাখলে আমাদেরই মঙ্গল।

যেভাবে মাপা হলো পৃথিবীর ওজন

উচ্ছ্বাস তৌসিফ

পৃথিবীর ওজন কত? কৌতূহলী প্রশ্ন বটে। যাঁরা একটু বিজ্ঞান সচেতন, তাঁরা জানেন, প্রশ্নটা বলে আসলে ওজন বোঝানো হচ্ছে না। জানতে চাওয়া হচ্ছে ভর। সঠিক প্রশ্নটা তাই হবে, পৃথিবীর ভর কত? গুগল করলেই পাওয়া যাবে উত্তর। ৫.৯৭২×১০^{২৪} কেজি।

এখন আসল প্রশ্নটা। কৌতূহলী হলে নিশ্চয়ই আপনার মাথায় এসেছে। পৃথিবীর এই ভর (বা চলতি ভাষায় 'ওজন') মাপা হলো কীভাবে? মজা করে কেউ কেউ বলতেই পারেন, একটা বিশাল পাল্লায় পৃথিবীটাকে বসিয়ে মেপে ফেললেই তো হয়, নাকি! তা, অমন দুষ্টবুদ্ধি আপনার আগেও আরও অনেকের মাথায়ই এসেছে। এই যেমন ১৯ শতকের একটা মজার ছবির কথাই ধরুন। সিনাগগ নামের একটি বিখ্যাত বইতে এর বিষয়বস্তুর উল্লেখ আছে। বইটার লেখক গ্রিক সভ্যতার পড়ন্ত বেলার অন্যতম সেরা গণিতজ্ঞ প্যাপাস অব আলেকজান্দ্রিয়া। তিনি আর্কিমিডিসের একটা উক্তি তুলে ধরেছেন, সে অনুযায়ী ১৯ শতকের এই দুষ্ট (কিংবা হয়তো সিরিয়াসই, কে জানে!) ছবি। যেখানে দেখা যাচ্ছে, একটা সি-স রাইডের এক পাশে বসে আছেন আর্কিমিডিস, অন্য পাশে পৃথিবীটা রাখা। (সি-স রাইড মানে, পার্কে ঢেঁকির মতো যে রাইড থাকে। দুপাশে দুজন বসতে পারেন। যাঁর ভর বেশি, তার পাশটা নেমে যায়। হালকা ভরের মানুষটি উঠে যান ওপরের দিকে।)

"আমাকে যথেষ্ট বড় একটা লিভার দাও, একটা ফালক্রাম দাও ওটাকে বসানোর জন্য, আমি পৃথিবীটাকে তার কক্ষপথ থেকে সরিয়ে দেব।' পৃথিবীর দিকটা নেমে গেছে নিচে ভরের জন্য। সঙ্গে আর্কিমিডিসের উক্তি, 'আমাকে যথেষ্ট বড় একটা লিভার (এক্ষেত্রে তক্তা) দাও, একটা ফালক্রাম দাও ওটাকে বসানোর জন্য, আমি পৃথিবীটাকে তার কক্ষপথ থেকে সরিয়ে দেব।' মানুষটা আর্কিমিডিস বলে কথা। এই বিজ্ঞানী সত্যি সত্যিই পৃথিবীটাকে আড় দিয়ে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে দেখতেই পারতেন। বিজ্ঞানীদের মন-মেজাজের তো কোনো ঠিক নেই!

বলা বাহুল্য, এভাবে পৃথিবীর ওজন মাপা যায়নি। এই চেষ্টাটা প্রথম করেছেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী হেনরি ক্যাভেন্ডিস। ১৭৯৮ সালে তিনি পৃথিবীর ওজন মাপার এই পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেন।

বিজ্ঞানীদের কথা ভাবলেই আপনার মাথায় যে ছবি ফুটে ওঠে, গোমড়া মুখ, অসামাজিকতার মধ্যে ক্যাভেন্ডিসকে সহজেই বসানো যায়। যদিও বর্তমানে বিজ্ঞানীরা ওরকম মুখ গোমড়া করে থাকেন না। আজকের বিজ্ঞানীরা ইউটিউবে ভিডিও বানান, বই লেখেন, রসিকতাও করেন। তবে ক্যাভেন্ডিস যেহেতু সেই চিরায়ত 'বিজ্ঞানী' ধারণার মূর্ত প্রতীক, কথিত আছে, তাঁর কাপড়-চোপড়ের ধাঁচ ছিল তাঁর কালের চেয়ে ৫০ বছর পুরোনো। অসামাজিক ধরনের ছিলেন, নারীদের ভয় পেতেন। পড়শিরা যেন না দেখে, সেজন্য হাঁটতে বের হতেন রাতের বেলা। ধনী মানুষ ছিলেন। নিজের ভৃত্যদের সঙ্গে যেন দেখা না হয়, সে জন্য তাঁর আলাদা সিঁড়িও ছিল!

সে কালের বেশিরভাগ বিজ্ঞানীর মতোই ক্যাভেন্ডিস ছিলেন ধনী। নিজ খরচেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারতেন। নিজের বাসাকেই বানিয়ে নিয়েছিলেন গবেষণাগার। তাঁর প্রায় ১০০ বছর আগে স্যার আইজ্যাক নিউটন মহাকর্ষ সূত্র প্রকাশ করে গেছেন। সেই সূত্রটা আমাদের পরিচিত। সূত্রটায় যে দুটো বস্তুর মধ্যকার মহাকর্ষ বল মাপতে চাওয়া হয়, তাদের ভর ও মহাকর্ষীয় ধ্রুবক গুণ করতে হয়। তারপর বস্তু দুটোর দূরত্বের বর্গ দিয়ে ভাগ করে দিলেই হলো। কেল্লাফতে!

ঘটনা হলো, নিউটন কিন্তু নিজে এই মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের মান বের করার কোনো চেষ্টা করেননি। পৃথিবীর ভরও মাপতে চাননি। ১৭ শতকে এসে বিজ্ঞানীদের এই কৌতূহল মাথাচাড়া দেয়। তখন নানা জন নানাভাবে এ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন। কেউ কেউ প্রস্তাব করেন, ভর মাপার জন্য ঘনত্ব মাপা যেতে পারে।

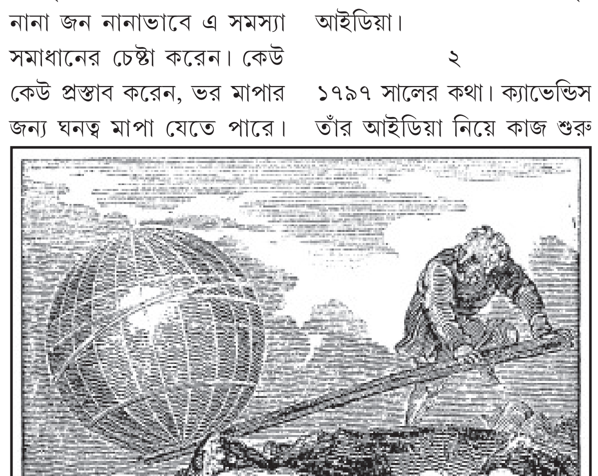

১৭৭২ সালে রয়্যাল সোসাইটি রীতিমতো 'কমিটি অব অ্যাট্রাকশন' বা আকর্ষণ পরিষদ গঠন করে। তাদের কাজ, পৃথিবীর আকর্ষণ ও ঘনত্ব পরিমাপ করা। এ সময় একটা প্রস্তাব আসে, খুব সুষম গঠনের একটা পাহাড়ের ওপর পেন্ডুলাম দুলিয়ে ওটার ওপর মাধ্যাকর্ষণের টান পরিমাপ করা যেতে পারে। যদিও এই প্রভাব হবে খুব সামান্য। সেই পরিষদ কিন্তু তাতে দমে যায়নি। ক্যাভেন্ডিসও সেই দলে ছিলেন। তাঁরা স্কটল্যান্ডের বিশাল এক পর্বতের ওপর এরকম পেন্ডুলাম দুলিয়ে হিসাব করে দেখলেন, পৃথিবীর ঘনত্ব পানির সাড়ে ৪ গুণ। (এটা সঠিক হিসাব নয়।) ক্যাভেন্ডিস দেখলেন, এই পরীক্ষায় এমন কিছু অনুমানের ওপর নির্ভর করা হয়েছে, যেগুলোর কোনো যৌক্তিক ভিত্তি নেই। কাজেই, তিনি বুঝলেন, এভাবে হবে না।

বয়স বাড়ছে। ক্যাভেন্ডিস ভাবছেন কী করা যায়। মেঘে মেঘে হোক কিংবা সমুদ্রে পানি গড়িয়ে হোক, ক্যাভেন্ডিসের বয়স যখন ৬৭, তখন তাঁর মাথায় চমৎকার এক আইডিয়া এল। বিজ্ঞানের ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আইডিয়া।

২

১৭৯৭ সালের কথা। ক্যাভেন্ডিস তাঁর আইডিয়া নিয়ে কাজ শুরু করলেন। এক বন্ধু ভূতত্ত্ববিদ রেভারেন্ড (পাদ্রী) জন মিচেলতাঁকে একটা টরসন ব্যালেন্স দিয়েছিলেন। জিনিসটা তাঁর কাজের জন্য যথেষ্ট ছিল না। ক্যাভেন্ডিস সেটাকে একটু ঠিকঠাক করে নিলেন প্রথমে।

এখন কথা হলো, টরসন ব্যালেন্স জিনিসটা কী? এই যন্ত্রে ৬ ফুট দৈর্ঘ্যের একটা কাঠের দণ্ড ছিল। আড়াআড়িভাবে দণ্ডটাকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল একটা তার দিয়ে। এই দণ্ডের দুই প্রান্তে যুক্ত ছিল ২ ইঞ্চি ব্যাসের ০.৭৩ কেজি ভরের দুটো সীসার বল। তারপর তিনি ছবির মতো করে ছোট বল দুটোর সঙ্গে দুটো বড় সীসার বল বিপরীতভাবে দুপাশে আটকে দিলেন। এই বল দুটোর ব্যাস ১২ ইঞ্চি, ভর ১৫৮ কেজির মতো।

এখানে আইডিয়াটা হলো, বল দুটোর পারস্পরিক আকর্ষণের কারণে সুতোটা সামান্য মোচড় খাবে। এরকম দুটো সাধারণ বস্তুর মধ্যকার মহাকর্ষ বল আসলে অতি অতি সামান্য। কিন্তু বল দুটোর মধ্যকার আকর্ষণ বল পরিমাপ করা সম্ভব।

ক্যাভেন্ডিস দিন-রাত এই পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে আকর্ষণ বল মাপলেন। বস্তু দুটোর ভর তিনি জানেন, জানেন এদের দূরত্ব। এর মাধ্যমে সহজেই হিসাব করে মহাকর্ষীয় ধ্রুবক, ও-এর মান বের করে ফেলা সম্ভব।

ব্যস! এখান থেকে এবারে শুধু আরেকটি সূত্রে ও-এর মান বসানোর অপেক্ষা। সূত্রটি হয়তো অনেকেরই পরিচিত। এই সূত্রে বসিয়ে পৃথিবীর ভর বা ঘনত্ব হিসাব করেছেন মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের অনেক শিক্ষার্থী। সূত্রটির একদম খুঁটিনাটি ব্যাখ্যায় আমরা যাব না। তবে আগ্রহীরা সূত্রটি দেখে নিতে পারেন

এখানে ও মহাকর্ষীয় ধ্রুবক, পৃথিবীর ব্যাস, ত্মহাকর্ষীয় ত্বরণ বা আকর্ষণ, ত্রথন্ঠতপৃথিবীর ঘনত্ব। (কেউ হয়তো জিজ্ঞাসা করতেই পারেন, পৃথিবীর ব্যাস কীভাবে মাপা হলো? সে জন্য এই লেখাটি পড়তে পারেনপৃথিবী কত বড়)

এবারে দুটো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বলা প্রয়োজন। এক, ক্যাভেন্ডিস ঠিক ভর নয়, মেপেছিলেন পৃথিবীর ঘনত্ব। (সূত্রের একদম ডানের অংশটিতে 'ত্রথন্ঠতপৃথিবীর ঘনত্ব বোঝাচ্ছে।) ৫৭ পৃষ্ঠার যে গবেষণাপত্র তিনি প্রকাশ করেন, এর শিরোনাম ছিল 'এক্সপেরিমেন্টস টু ডিটারমাইন দ্য ডেনসিটি অব দি আর্থ'। এ গবেষণাপত্রে এই ঘনত্বের মান ছিল। সেই সঙ্গে ছিল মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের মান। ক্যাভেন্ডিস মেপে দেখেছিলেন, পৃথিবীর ঘনত্ব পানির চেয়ে ৫.৪৮ গুণ বেশি। বর্তমানে আমরা জানি, এটা আসলে ৫.৫২ হবে। সে কালে ক্যাভেন্ডিস এত কাছাকাছি গিয়েছিলেন, এটা রীতিমতো বিস্ময়কর!

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো, ক্যাভেন্ডিসের এই পরীক্ষাটিকে পরে বিজ্ঞানীরা আরও উন্নত করেছেন, আরও ভালোভাবে করে দেখেছেন। মহাকর্ষীয় ধ্রুবক, ও-এর মান এই বিজ্ঞানীর পরীক্ষা থেকে আদর্শ হিসাবে গৃহীত হয়নি, হয়েছে আরও ৭৫ বছর পরে এসে। একটা কারণ তো আগেই বললাম, তিনি বিষয়টাকে পৃথিবীর ঘনত্বের পরিমাপ হিসেবে প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় কারণ, ৫৭ পৃষ্ঠার সেই গবেষণাপত্রে তিনি এই পরীক্ষার নাম দিয়েছিলেন 'ওয়েইং দ্য ওয়ার্ল্ড', যার অর্থ বিশ্বের ওজন পরিমাপ। রিচার্ড ফাইনম্যান তাঁর ক্যারেক্টার অব ফিজিক্যাল ল বইতে লিখেছেন, পরীক্ষাটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'ওয়েইং দ্য আর্থ' বা পৃথিবীর ওজন পরিমাপ।

ফাইনম্যানের ভাষায়

ক্যাভেন্ডিস তাঁর এ পরীক্ষার নাম দিয়েছিলেন 'পৃথিবীর ওজন মাপা'। আজকের দিনের যত্নশীল ও খুঁতখুঁতে শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা শিক্ষার্থীদের এটা বলতে দিই না। আমাদের বলতে হয় 'পৃথিবীর ভর পরিমাপ'। ভরকে ওজন বলার চিরায়ত রীতি যে ক্যাভেন্ডিসের মতো চিরায়ত ঘরানার মানুষ অনুসরণ করবেন, তা আর বলতে! সে যাইহোক, বর্তমানে অবশ্য এ পরীক্ষাটিকে শুধুই মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের মান নির্ণয়ের পরীক্ষা হিসাবে দেখা হয়। বিজ্ঞানীরা বলেন, ক্যাভেন্ডিসের পরীক্ষা। সে যাই হোক, তাঁর এ পরীক্ষার মাধ্যমেই প্রথম জানা গিয়েছিল, আমাদের পায়ের নিচের গোলকটি কতটা ভারী। সে জন্য বিজ্ঞানের ইতিহাসে হেনরি ক্যাভেন্ডিস আজও স্মরণীয় হয়ে আছেন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে সরকারি হাসপাতালের ভিতর ঢুকে রাতে দাপিয়ে বেড়াল দুষ্কৃতী

বীরভূম, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : শুক্রবার রাতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ভিতর ঢুকে দাপিয়ে বেড়াল এক দুষ্কৃতী। চিকিৎসক, নার্সদের আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে রাতে ঢুকে পড়ে সিসিইউর কেবিনে। যাকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক ছড়ায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। প্রশ্ন ওঠে ওখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে।

গভীর রাতে হাসপাতালের সহকারী সুপার ঈশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে হানিফ শেখ নামে ওই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করা হয়। উল্লেখ্য ভাদু শেখ খুনের মামলায় রামপুরহাট ভাঁড়শালা মোড়ের এই হানিফ শেখকে আটক করেছিল পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। শুক্রবার রাত সাড়ে নটা নাগাদ এক যুবক জোর করে সিসিইউতে ঢুকে তাঁর রোগীর সঙ্গে কথা বলতে চান। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায়, নির্দিষ্ট সময়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে রোগীর আত্মীয়দের ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়। হানিফ শেখকে বাধা দিলে তিনি হুমকি দেন। কর্তব্যরত নার্সরা জানান, "আমরা সে সময় ওয়ার্ডের দায়িত্বে থাকা চিকিৎসককে ডাকতে যাই। এসে দেখি ওই ব্যক্তি সিসিইউয়ের ভিতরে ঢুকে তাঁর রোগীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। আমরা তৎক্ষণাৎ তাঁকে বাইরে যেতে বলি। কারণ তিনি স্বাস্থ্যবিধি না মেনে ঢুকেছেন।" নার্সদের দাবি, "ওই যুবক মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। আমরা আপত্তি জানালে নিজের জামার নিচে থাকা আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে হুমকি দেন। আমরা ভয়ে পিছিয়ে আসি। বাইরে এসেও ওই ব্যক্তি হুমকি দিতে থাকেন। বলেন, তিনি স্থানীয় যুবক। বাইরের জগৎ তাঁর হাতে চলে।" বেশ কিছুক্ষণ সিসিইউয়ের সামনে এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁকে সরিয়ে নিয়ে যায়। সহকারী সুপার ঈশ্বর চট্টোপাধ্যায় জানান, "ওই ওয়ার্ডে থাকা জুনিয়র চিকিৎসকের কাছে অভিযোগ পেয়ে রাতেই আমরা রামপুরহাট থানায় লিখিতভাবে জানায়।" পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে. মৌখিক অভিযোগ পেয়েই হানিফকে হাসপাতাল চত্বর থেকে রাতেই আটক করা হয়। অভিযোগের পরে তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র আইন-সহ অন্যান্য ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। এদিকে শুক্রবারের রাতের ঘটনায় আতঙ্কিত মেডিক্যাল কলেজের নার্স থেকে জুনিয়র চিকিৎসকরা।

ফেসবুক লাইভে এসে দলীয় কর্মীদের মনোবল বৃদ্ধির চেষ্টা অভিষেকের

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ফেসবুক লাইভে এসে দলীয় কর্মীদের মনোবল বৃদ্ধির "স্ট্যাটেজি" নিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার তথ্য-পরিসংখ্যান দিয়ে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন তিনি।

এদিনের ফেসবুক লাইভে এসে অভিষেক বলেন, "বাংলার প্রাপ্য আদায়ের জন্য তৃণমূলের তরফে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। বাংলার মানুষের দাবি আদায়ের জন্য আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মানুষকে কথা দিলে তার বাস্তবায়নে আমরা বদ্ধপরিকর। বাংলার মানুষকে বলব দৃঢ় মনোভাব রাখুন...

কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকারকে কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতী সাধারণ সম্পাদক। তিনি বলেন, "২ ও ৩ অক্টোবর আন্দোলন হবেই। কারও ক্ষমতা থাকলে আটকে দেখাক। দিল্লিতে যদি বাংলার একটা মানুষের গায়ে হাত পড়ে, শ্রমিক-কৃষকদের উপর যদি আঁচড়ও পড়ে, তার জবাব কী ভাবে দিতে হয় দেখেবেন। মানুষ এর জবাব দেবেন। তৃণমূলকে দুর্বল ভেবে লাভ নেই। তৃণমূলকে আঘাত করলে তা আরও বাড়বে। বাংলার প্রাপ্য টাকা আমরা আদায় করে ছাড়ব।"

আমাদের সনাতন হিন্দু সংস্কৃতিকে আঘাত হানছেন মমতা, অভিযোগ শুভেন্দুর

পূর্ব মেদিনীপুর, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : আমাদের সনাতন হিন্দু সংস্কৃতিকে, হাজার হাজার বছরের প্রথাকে সরকারি ক্ষমতায় নষ্ট করে দিতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার এই ভাষাতেই মন্তব্য করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

শুভেন্দুবাবু কাঁথিতে পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের এক সমাবেশে বলেন, পুজোর একটা নির্ঘন্ট থাকে। নবরাত্রি বলুন, পুষ্পাঞ্জলি বলুন সব কিছু হবে শাস্ত্রমতে। মমতা ব্যানার্জির ওটা থেকেই সরে গেছেন। হাইজ্যাক করেছেন দুর্গাপুজোকে। এতে শাস্ত্রীয় রীতিনীতি বিপন্ন হয়েছে।

পিতৃপক্ষ, মাতৃপক্ষ বলে একটা প্রথা আছে। কোন পক্ষে কীধরণের কাজ হয়, তার একটা নির্দিষ্ট বিধি আছে। এসব কিছুই মানা হচ্ছে না। পিতৃপক্ষে শুভ কাজ হয় না। এই সময়টায় অনেকে গয়ায় গিয়ে পূর্বপুরুষদের আত্মার শান্তি কামনা করেন। গত তিন বছর ধরে মমতা ব্যানার্জি পুজোর উদ্বোধন করছেন। এই তো কাগজে পড়ছিলাম, এবার মন্ত্রীদের পুজোর উদ্বোধন হবে ১১ তারিখ। এই প্রবণতা প্রতিটি ক্ষেত্রে বিপজ্জনক।

বাংলাদেশে ছাপা লক্ষাধিক জাল টাকা মিলল মুর্শিদাবাদে, ধৃত এক

মুর্শিদাবাদ, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বাংলাদেশে ছাপা লক্ষাধিক জাল টাকা-সহ পুলিশের জালে ধরা পড়ল এক পাচারকারী। গ্রেফতার করা হয়েছে নুর ইসলাম শেখ নামে ২৩ বছরের এক যুবককে। ধৃতের বাড়ি সুতি থানারই হারুয়া গ্রামে বলে জানিয়েছে পুলিশ। শনিবার আদালতে তুলে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

মালদহের বৈষ্ণবনগর থেকে বিপুল পরিমাণ জাল নোট মুর্শিদাবাদের সুতিতে হাত বদল করার আগেই ধরা পড়ল যুবক। তার কাছে তল্লাশি চালিয়ে মোট ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার ভারতীয় জাল নোট উদ্ধার হয়েছে। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইছে পুলিশ। সন্দেহ করা হচ্ছে বড় কোনও চক্র জড়িত রয়েছে।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার বিকেলে পুলিশের একটি দল ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর বাসুদেবপুর পিল্কি মোড় এলাকায় অভিযান চালায়। তখনই এক যুবককে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে তাকে আটক করে পুলিশ। ওই যুবকের সঙ্গে থাকা ব্যাগে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ জাল নোট। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতের কাছে সব ৫০০ টাকার জালনোট ছিল।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, মালদহ থেকে হাতবদল করে মুর্শিদাবাদে ঢুকলেও প্রকৃত পক্ষে ওই জাল নোট এসেছে বাংলাদেশ থেকে। সেখানকার চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার কোনও একটি ছাপাখানায় তৈরি হয়েছিল ওই জাল টাকা।

ধৃত যুবক বৈষ্ণবনগর থেকে ওই জাল নোটগুলো সুতির এক বাসিন্দার হাতে তুলে দিতে যাচ্ছিল। শনিবার ধৃত যুবককে সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানিয়ে জঙ্গিপুর আদালতে তোলে পুলিশ। এই ঘটনা নিয়ে জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার আনন্দ রায় বলেন, "সন্দেহজনক নোট-সহ এক জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিস্তারিত তদন্ত চলছে।"

গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে সোমবার কম মেট্রো চলবে শহরে

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : সোমবার ২ অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন। গান্ধী জয়ন্তীতে সরকারি ছুটি থাকায় সোমবার অনেক কম মেট্রো চলবে শহরে। দক্ষিণেশ্বর-কবি সুভাষ লাইনে ও সল্টলেক সেক্টর ফাইভ-শিয়ালদহ লাইনে উভয় রুটেই অনেক কম মেট্রো পরিষেবা পাওয়া যাবে। সাধারণ দিনগুলিতে দক্ষিণেশ্বর-কবি সুভাষ লাইনে ২৮৮টি মেট্রো পরিষেবা চালু থাকে। আগামী সোমবার তা কমে যাবে ২৩৪টি পরিষেবায়। আপ-ডাউন মিলিয়ে ২৩৪টি মেট্রো ছুটবে ওই দিনে।

একইসঙ্গে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো লাইনেও অনেক কম মেট্রো চলাচল করবে। সাধারণ দিনগুলিতে যেখানে আপ-ডাউন মিলিয়ে ১০৬টি মেট্রো চলাচল করে সেক্টর ফাইভ-শিয়ালদহ স্টেশনে, সেখানে ৯০টি মেট্রো চালানো হবে আগামী রবিবার। জোকা-তারাতলা রুটে কোনও মেট্রো চলবে না ওই দিন।

দক্ষিণেশ্বর-কবি সুভাষ লাইনে আপ ও ডাউন উভয় দিকেই ১১৭টি করে মেট্রো পরিষেবা চালু থাকবে সারাদিনে। অন্যদিকে ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রো লাইনে আপ ও ডাউনে ৪৫টি করে মেট্রো পরিষেবা পাওয়া যাবে। তবে প্রথম মেট্রো ও শেষ মেট্রোর সময়ের ক্ষেত্রে কোনও বদল হবে না। দক্ষিণেশ্বর-কবি সুভাষ ও সেক্টর ফাইভ-শিয়ালদহ উভয় রুটেই স্বাভাবিক সময়সূচি অনুযায়ীই প্রথম মেট্রো ও শেষ মেট্রো চলবে। সকালে দমদম থেকে কবি সুভাষের দিকে প্রথম মেট্রো ছাড়বে ৬টা ৫০ মিনিটে, দক্ষিণেশ্বর থেকে ছাড়বে সকাল ৭টায়। অন্যদিকে, কবি সুভাষ থেকে প্রথম মেট্রো ছাড়বে ৬ টা ৫০ মিনিটে এবং দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বরের দিকে প্রথম ট্রেন ছাড়বে ৬টা ৫৫ মিনিটে।

একইরকমভাবে শেষ মেট্রো দক্ষিণেশ্বর থেকে ছাড়বে রাত ৯টা ২৮ মিনিটে ও কবি সুভাষ (দক্ষিণেশ্বরগামী) থেকে ছাড়বে রাত সাড়ে ৯টায়। দমদম থেকে কবি সুভাষের দিকে শেষ মেট্রো রাত ৯টা ৪০ মিনিটে। কবি সুভাষ থেকে দমদমগামী শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত ৯টা ৪০ মিনিটে।

ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো লাইনেও শিয়ালদা থেকে প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল ৬টা ৫৫ মিনিটে এবং সেক্টর ফাইভ থেকে ছাড়বে সকাল ৭টায়। অন্যদিকে শেষ মেট্রো শিয়ালদহ থেকে ছাড়বে রাত ৯টা ৩৫ মিনিটে এবং সেক্টর ফাইভ থেকে ছাড়বে রাত ৯টা ৪০ মিনিটে। প্রথম মেট্রো ও শেষ মেট্রোর সময়সূচিতে কোনও বদল না করা হলেও, মাঝে অনেকগুলি মেট্রোই চলবে না। সেক্ষেত্রে দু'টি মেট্রো পরিষেবার মাঝের ব্যবধানও বাড়বে।

চাঁদপুরে যুবতীর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় কেরালায় ধৃত গ্রেফতার দুষ্কর্মের পাণ্ডা

পূর্ব মেদিনীপুর, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : চাঁদপুরে যুবতীর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় কেরালা থেকে গ্রেফতার হয়েছে দুষ্কর্মের পাণ্ডা। ধৃতের নাম তাপস জানা। সে মন্দারমণি উপকূল থানার সটিলাপুর গ্রামের বাসিন্দা।

সূত্রের খবর, মৃতদেহ উদ্ধারের পর তাপস কেরালা গিয়ে আত্মগোপন করে। সূত্র মারফত খবর পেয়ে মন্দারমণি থানার পুলিশের একটি টিম কেরালা গিয়ে তাপসকে গ্রেফতার করে অন্তর্বর্তী হেফাজতে মন্দারমণি নিয়ে আসে। খুনের ঘটনার শনিবার তাপসকে কাঁথি আদালতে হাজির করবে পুলিশ।

কর্মসূত্রে তাপস দীর্ঘদিন কলকাতার দমদমে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকত। ক্যাব (বাইক) চালানোর কাজ করত। পাশেই ঘর ভাড়া নিয়ে থাকত বারাকপুরের বাসিন্দা প্রলয় দাস। এই প্রলয় তার দাদার শ্যালিকা নদিয়ার তাহেরপুরের বাসিন্দা লাবণী দাসের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলে।

প্রায় ৮ বছর ধরে সম্পর্ক চলে। লাবণী বিউটি পার্লারে কাজ শিখতে যাওয়ার নাম করে প্রলয়ের ঘরে এসে থাকত। তবে কয়েকমাস ধরে প্রলয় লাবণীর সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করে। তারপরেই খুনের পরিকল্পনা করা হয় বলে বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। খুন মন্দারমণিতে করা হয়েছিল নাকি অন্য কোথাও খুনের পর প্রমাণ লোপাটের জন্যে সমুদ্রের পাড়ে নিয়ে এসে দেহ ফেলা হয়েছিল তা জানতে জেরা চালাচ্ছে পুলিশ। তবে এই চাঁদপুর দেহ ফেলার পিছনে কেরালা থেকে ধৃত তাপসের পরিকল্পনা বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। তবে আগেই ঘটনার মূল অভিযুক্ত প্রলয় ও তার এক বন্ধুকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

নিউটাউনের একটি পুকুরে দুই নিখোঁজ বালকের মৃতদেহ উদ্ধার

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : শনিবার সাতসকালে খাস পুকুর থেকে দুই বালকের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে ছড়াল চাঞ্চল্য। ঘটনা হাতিয়ারা মাঝের পাড়ার। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইকো পার্ক থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার দুপুর থেকে নিখোঁজ ছিল দুই বালক। পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি করলেও সন্ধান মেলেনি মহম্মদ সোহেব (৭) ও রমজান আলির (১০)। হাতিয়ারা পীর সাহেব মোড়ে এক বাড়িতে ভাড়া থাকত তাদের পরিবার।

দুই নাবালকের একজনের বাড়ি নারকেলডাঙা এলাকায় এবং অন্যজনের বাড়ি লেকটাউন থানার দক্ষিণদাঁড়ি এলাকায়। রাতে ইকো পার্ক থানায় পরিবারের পক্ষ থেকে দুই বালকের নিখোঁজ হওয়ার খবর দেওয়া হয়। রাতে পুলিশের পক্ষ থেকে এলাকায় খোঁজ চালানো হলেও খোঁজ মেলেনি তাদের।

শনিবার সকালে নিউটাউনের হাতিয়ারা মাঝের পাড়ার একটি পুকুরে দু'টি দেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয়রা। তারা খবর দেয় ইকো পার্ক থানায়। ইকো পার্ক থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পুকুর থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। কীভাবে ওই দুই বালকের মৃত্যু হয়েছে, তা তদন্ত করে দেখছে ইকো পার্ক থানার পুলিশ।

প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধানের মায়ের হত্যা কাণ্ডের কিনারা সাত দিনে

উত্তর ২৪ পরগনা, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : চুরি করতে ঢুকে নজরে পড়ায় খুন। দত্তপুকুরে প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধানের মায়ের হত্যা কাণ্ডের কিনারা করল পুলিশ। এই ঘটনায় পুলিশের জালে ইলেকট্রিক মিস্ত্রি। খুনের পর সে প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধানের আরও ৫ লক্ষ টাকা দাবি করে বলেই জানিয়েছে পুলিশ।

গত ২৪ সেপ্টেম্বর দত্তপুকুরে তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান দেবযানী সর্দার মা মেয়ের বাড়িতে এসে খুন হন। পূর্ব মেদিনীপুরের মেচেদার বাসিন্দা বেবি রানি সর্দারের সদ্যই অস্ত্রোপচার হয়। বিশ্রাম নিতে মেয়ের বাড়িতে এসেই অঘটন। রক্তাক্ত অবস্থায় বিছানা থেকে দেহ উদ্ধার হয় তাঁর। সেই সময় ওই বৃদ্ধার পাশেই শুয়েছিলেন তাঁর নাতনি। সে-ই ছিল এই খুনের ঘটনার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ একটি মোবাইল উদ্ধার করে। সেটি অভিযুক্তরই।

শনিবার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিশ্বচাঁদ ঠাকুর জানান, দত্তপুকুরে প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধানের মেয়ের বাড়ির ছাদের দরজা দিয়ে অভিযুক্ত বাড়িতে ঢোকে। মূলত চুরি করার পরিকল্পনাই ছিল তার। তবে তাকে বাড়িতে ঢুকতে দেখে ফেলেন ওই বৃদ্ধা। সে কারণে হাতে থাকা ভারী কোনও বস্তু দিয়ে ওই বৃদ্ধার মুখ থেঁতলে দেয় সে। নাতনির পাশে শুয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বৃদ্ধার। শুধু খুনই নয়, খুনের পর ৫ লক্ষ টাকা প্রাক্তন প্রধানের কাছ থেকে চেয়েছিল অভিযুক্ত।

জানা গিয়েছে, ধৃত অনুপ দাস পেশায় ইলেকট্রিক মিস্ত্রি। আগেও প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়িতে কাজ করেছে সে। সেই সময় মোটের উপর রেইকি করেছিল অভিযুক্ত। তবে অনুপ একাই গোটা অপারেশন চালিয়েছে নাকি এই ঘটনার নেপথ্যে আরও কেউ জড়িত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ হেফাজতে নিয়ে অভিযুক্তকে জেরা করে আরও তথ্য সামনে আসবে বলেই মনে করছেন তদন্তকারীরা।

জামালদহে বজ্রপাতে মৃত ব্যক্তি, আহত আরও এক

জামালদহ, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : মেখলিগঞ্জ ব্লকের উছলপুকুরি গ্রামের ছোবারবাড়ি এলাকায় বজ্রপাতে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। ঘটনায় আরও এক ব্যক্তি আহত হন। প্রাথমিক চিকিৎসার পরে সেই আহত ব্যক্তিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে বাড়ির পাশের মাঠে গবাদি পশুর জন্য ঘাস সংগ্রহের জন্য গিয়েছিলেন সুরেশ চন্দ্র বর্মন (৫৮)। পাশেই পাট ছাড়ানোর কাজে ব্যস্ত ছিলেন ওনার প্রতিবেশী সুজন বর্মন (৬১)। সকাল থেকেই বৃষ্টি হচ্ছিল এলাকায়। হঠাৎই বজ্রপাত হয়। ঘটনাস্থলেই মাটিতে পড়ে যান দুজনেই। স্থানীয় লোকজন তাঁদের দুজনকেই উদ্ধার করে তড়িঘড়ি জামালদহ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক সুরেশ চন্দ্র বর্মনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অপরদিকে সুজন বর্মন এর অবস্থার উন্নতি হলে, ওনাকে প্রাথমিক চিকিৎসার পরে ছেড়ে দেওয়া হয়।

পুলওয়ামা এবং অনন্তনাগে দুটি সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটি ধ্বংস নিরাপত্তা বাহিনীর

পুলওয়ামা, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স) : শনিবার নিরাপত্তা বাহিনী জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা এবং অনন্তনাগ জেলায় সন্ত্রাসবাদীদের দুটি ঘাঁটিতে অভিযান চালিয়ে তা ধ্বংস করেছে।

নিরাপত্তা বাহিনীর এক আধিকারিক জানিয়েছেন, নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে বাহিনী অভিযান চালায়। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর ৪২ আরআর এই অভিযান কার্যে নিযুক্ত ছিলেন।

রাজস্থানের জয়পুরে যুবক খুনের ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা, মোতায়েন প্রচুর পুলিশ

জয়পুর,৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স) : রাজস্থানের জয়পুরে এক যুবককে খুনের ঘটনায় পরিস্থিতি উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে, শুক্রবার গভীর রাতে রাজস্থানের জয়পুরের সুভাষ চক এলাকার গঙ্গাপোলে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রশাসন প্রচুর পুলিশ মোতায়েনের পাশাপাশি এসটিএফের একটি দলও মোতায়েন করেছে। উত্তেজিত জনতা ক্ষুব্ধ হয়ে খুনিদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবিতে পারকোটা এলাকার বড়ী মোড় থেকে রামগঞ্জ মোড় পর্যন্ত সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়।

এলাকায় উত্তেজনাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে শনিবার সকালে সুভাষ চক এলাকায় পুলিশ কমিশনার, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, ডিসিপি, এডিসিপি ও অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকদের মোতায়েন করা হয়। কিষাণপোলের বিধায়ক আমিন কাগজি এবং আদর্শ নগরের বিধায়ক রফিক খান এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে ঘটনাস্থলে যান। প্রশাসন ও পুলিশের শীর্ষ কর্মকর্তারা পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন। বর্তমানে পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলে জানা গেছে। পুলিশের মহাপরিচালক (ডিজিপি) উমেশ মিশ্র অপরাধীদের দ্রুত গ্রেফতার করার নির্দেশ দিয়েছেন।

পুলিশ জানায়, জয়পুরের রামগঞ্জের বাসিন্দা ১৮ বছর বয়সী ইকবালের একটি বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু হয়। শুক্রবার রাত ১০টা ৪৫ মিনিট নাগাদ ইকবাল জয়সিংপুরা খোর থেকে বাইকে করে বাড়ি আসছিলেন। তখন গঙ্গাপোলের রাওয়াল জি কা বাগ এলাকায় এক যুবকের সঙ্গে ইকবালের বাইকের ধাক্কা লাগে। দুটি বাইকের সংঘর্ষের পর বাইক আরোহী দুই যুবকের মধ্যে গালিগালাজ হয়। তখন সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা লোকেদের সঙ্গে ইকবালের কথা কাটাকাটিও হয়। ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজন ইকবালকে মারধর শুরু করে। ইকবালকে লাঠি দিয়ে মারতে থাকে কিছু লোক। সংঘর্ষের খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ইকবালকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় এসএমএস হাসপাতালের ট্রমা ওয়ার্ডে ভর্তি করলে ইকবালের মৃত্যু হয়। ইকবালের মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর শনিবার রাস্তায় উত্তেজিত জনতা জড়ো হয়। পরিস্থিতির অবনতি দেখে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

শনিবার রাতেও ম্যাচ দেখে যুবভারতী থেকে থাকছে মেট্রো

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : আবারও ফুটবল সমর্থকদের দুচিন্তা দূর করল মেট্রো রেল। শনিবার আইএসএলে ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ শেষে বাড়ি ফেরা নিয়ে আর ভাবনা নেই। মিলবে অতিরিক্ত মেট্রো।

ইস্টবেঙ্গলের গত ম্যাচেও চলেছিল বিশেষ মেট্রো। শনিবারও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। এদিন হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে লাল-হলুদ ব্রিগেডের ম্যাচ দেখার পর মেট্রো চেপেই শিয়ালদহ পৌঁছে যেতে পারবেন দর্শকরা। সল্টলেক স্টেডিয়াম থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত চলবে অতিরিক্ত মেট্রো।

আইএসএলের শুরুতেই সুখবর দিয়েছিল ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। জানিয়েছিল, যুবভারতীতে ম্যাচ দেখে ফিরতে যাবে ফুটবলপ্রেমীদের কোনও সমস্যা না হয়, তার জন্য অতিরিক্ত দু-একটি মেট্রো চালানো হবে।

শনিবার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে মেট্রো রেল জানিয়েছে, সল্টলেক স্টেডিয়াম স্টেশন থেকে রাত ১০টা ৪০ মিনিটে ছাড়বে এই বিশেষ মেট্রো। যা শিয়ালদহে পৌঁছবে রাত ১০টা ৪৭ মিনিটে। মাঝে ফুলবাগান স্টেশনে থামবে মেট্রো। এই মেট্রোর টিকিটের জন্য সল্টলেক স্টেডিয়াম এবং ফুলবাগান স্টেশনের টিকিট কাউন্টার খোলা থাকবে।

উল্লেখ্য, এবারে যুবভারতীতে আ া হ ্ এ স এ ে ল ব. মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচগুলি শুরু রাত ৮টা থেকে। খেলা শেষ হতে প্রায় রাত ১০টা বেজে যাচ্ছে। ফলে যেসব সমর্থক শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে বাড়ি ফিরবেন, তাঁদের ফিরে যাওয়া বেশ সমস্যার।

সমর্থকদের এই সমস্যা মেটাতেই উদ্যোগ নেয় দুই ক্লাব। আলাদা-আলাদাভাবে তারা চিঠি দেয়। সেই আবেদনে সাড়া দেয় রাজ্য।

তবে মোহনবাগানের ম্যাচের দিন শেষ বিশেষ মেট্রোটি ছাড়ে রাত ১০.১০ মিনিটে। অথচ সেদিন ম্যাচ শেষ হতে রাত সাড়ে দশটা বেজে গিয়েছিল। সেই কারণেই এবার সময় বদলে ১০.৪০ মিনিট করা হল।

উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্লকের জন্য "সংকল্প সপ্তাহ" কর্মসূচি চালু প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার ভারত মন্ডপমে দেশের উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্লকগুলির জন্য "সংকল্প সপ্তাহ" নামে সপ্তাহব্যাপী একটি অনন্য অনুষ্ঠান চালু করেছেন। তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্লক প্রোগ্রাম পোর্টালও চালু করেছেন। এই উপলক্ষে তিনি একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধনও করেন।

সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাধীন ভারতের সেরা ১০টি কর্মসূচির তালিকায় উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলা কর্মসূচি স্বর্ণাক্ষরে খোদাই করা হবে। এই কর্মসূচি দেশের ১১২টি জেলার ২৫ কোটিরও বেশি মানুষের জীবন বদলে দিয়েছে। অনুষ্ঠানটির জন্য বিশ্বব্যাপী প্রশংসার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এখন উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলা কর্মসূচির সাফল্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্লক কর্মসূচির ভিত্তি তৈরি করবে। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, উচ্চাকাঙ্খী ব্লক প্রোগ্রামটি একটি বিশাল সাফল্য নিয়ে আসবে। এর কারণ হল এই প্রকল্পটি নজিরবিহীন, কিন্তু এরজন্য কাজ করা মানুষজনও অসাধারণ। অনুষ্ঠানে ৩ জন ব্লক স্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে কথোপকথনের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তৃণমূল স্তরে যারা কাজ করছেন তাদের মনোবল বহুগুণ বেড়েছে। সামগ্রিক উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের সব অংশ ও অঞ্চলের যত্ন নিতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে উপস্থিত দফতরের সচিবদের রাজ্যের দ্রুত উন্নয়ন এবং পিছিয়ে পড়া জেলাগুলিকে সাহায্য করতে দুটি নতুন নির্দেশ দেন।

ভোপালের আকাশে বীরত্ব প্রদর্শন ভারতীয় বিমান বাহিনীর

ভোপাল, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স) : ভারতীয় বিমান বাহিনী রাজধানী ভোপালের বাদা তালাবের উপর আজ তাদের বীরত্বের প্রদর্শন করেছে। এয়ার শোতে স্টান্ট প্রদর্শন করল ভারতীয় বায়ুসেনা। শনিবার ভারতীয় বিমান বাহিনী ভোপালের বাদা তালাবের উপর তাদের বীরত্বের নির্দশন দেখিয়েছে। ভারতীয় বায়ুসেনার ৯১তম প্রতিষ্ঠা দিবসের স্মরণে বাদা তালাবের বোট ক্লাব এলাকায় আকাশে উড়েছে বিমানবাহিনীর যুদ্ধবিমান। এই উপলক্ষে মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল মাঙ্গুভাই প্যাটেল এবং মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ছাড়াও বিমানবাহিনীর আধিকারিকরা অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন। এয়ার শো দেখতে সকাল থেকেই বোট ক্লাবে বহু মানুষ ভিড় জমেয়েছিল।

শনিবার সকাল সাড়ে নটা নাগাদ অনুষ্ঠান শুরু হয়। এয়ার শোতে, তেজস, আকাশ গঙ্গা, চিনুক, রুদ্র, বাদল, শমসের, ত্রিশূল, সারং, জাগুয়ার, সূর্য্য কিরণের মতো বিমান ও হেলিকপ্টারগুলি তাদের বীরত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে প্রদর্শন করেছে। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে সারাদেশ থেকে প্রায় ৪০০ পাইলট, বিমানবাহিনীর আধিকারিক সহ বহু কর্মচারী উপস্থিত হয়েছিলেন।

ভারতে কোভিড-সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণেই; ২৪ ঘন্টায় দেশে সুস্থ ৬৩ জন, কোনও প্রাণহানি হয়নি

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৪১ জন, যা আগের দিনের তুলনায় কম। শুক্রবার সারাদিনে কোনও প্রাণহানি হয়নি। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৬৩ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে মাত্র ৪৪৪ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৫, ৩২,০৩১।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬৬,৩০৭ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮২ শতাংশ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৯ সেপ্টেম্বর সারা দিনে ভারতে ২৩, ৪২৬ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। টিকা প্রাপকের সংখ্যা বেড়ে ২২০,৬৭,৭১,৫৮৭-তে পৌঁছেছে।

গাঁজা পাচারের চেষ্টা, গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু টোটো চালকের

দিনহাটা, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : গাড়িতে করে গাঁজা পাচারের জন্য নিয়ে যাওয়ার সময় গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে টোটো চালকের। শনিবার ভোরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহারের দিনহাটা ২-এর গোবরাছড়া নয়ারহাট অঞ্চলের করলা এলাকায়।

গাড়িতে করে বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল গাঁজা। সেই গাড়ির ধাক্কায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল টোটোচালকের। মৃতের নাম, সইদুল মিয়াঁ। স্থানীয়দের দাবি, ওই গাড়িতে গাঁজা পাচারের উদ্দেশ্যে সীমান্তে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পথে গাড়িটি টোটোতে ধাক্কা মারে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

টক দইয়ের বিভিন্ন উপকারিতা

শেষপাতে টক দই খাওয়ার অভ্যাস রয়েছে অনেকেরই। গ্রীষ্ম কিংবা বর্ষা অনেকেরই ফ্রিজে সারা বছরই টক দই থাকে। দইয়ের মতো স্বাস্থ্যকর খাবার খুব কমই আছে। টক দইয়ের গুণের শেষ নেই। রান্নায় স্বাদ আনা থেকে শরীর ঠান্ডা রাখা সবেতেই টক দই জনপ্রিয়। অনেক সময় খাওয়ার পরেও অনেকটা টক দই বেঁচে যায়। বাসি হয়ে গেলে টক দইয়ের কোনও গুণ থাকে না। ফলে বেঁচে যাওয়া টক দই দিয়ে কী করবেন, অনেকেই তা বুঝতে পারেন না। ফেলে না দিয়ে বরং বাড়তি টক দই ব্যবহার করতে পারেন অন্য ভাবে।

স্মুদি

বর্ষাকালেও গ্রীষ্মের অস্বস্তি বজায় আছে। শরীর ঠান্ডা করতে দই দিয়ে বানাতে পারেন সুস্বাদু স্মুদি। বাড়িতে ফল থাকলে টুকরো করে কেটে নিন। দই আর ফল একসঙ্গে মিক্সিতে ঘুরিয়ে নিলেই তৈরি স্মুদি। উপর থেকে বরফকুচি ছড়িয়ে দিলে খেতে মন্দ লাগবে না। মন-প্রাণও জুড়িয়ে যাবে।

ম্যারিনেশন- মাংসের স্বাদ কেমন হবে তা অনেকটাই নির্ভর করে ম্যারিনেশনের উপর। মাছ হোক কিংবা মাংস, টক দই হল ম্যারিনেশনের অপরিহার্য উপাদান। ফ্রিজে মাংস থাকলে বেঁচে যাওয়া টক দই দিয়ে ম্যারিনেশন করে রাখতে পারেন।

স্যালাড- স্বাস্থ্যকর স্যালাড সুস্বাদু করে তুলতে দই ব্যবহার করতে পারেন। লেবুর রস, রসুন কুচি, নানা ধরনের মশলা এবং দই দিয়ে স্যালাড বানালে সুন্দর খেতে হবে। স্যালাড খাইয়েই অতিথির মন জয় করে নিতে পারেন।

ফেস মাস্ক- টক দই শুধু শরীরের যত্ন নেয় না। রূপচর্চাতে কাজে লাগাতে পারেন টক দই। বেঁচে যাওয়া টক দিয়ে বানাতে পারেন ঘরোয়া ফেস মাস্ক। টক দইয়ের সঙ্গে এক চিমটে হলুদ, বেসন আর অ্যালো ভেরা মিশিয়ে প্যাক বানান। পুজোর আগে সপ্তাহে তিন দিন মাখলেই ট্যান চলে যাবে।

মুরগির মাংসের ‘ঘি রোস্ট’

ছুটির দিনে বাড়িতে মটন আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। উৎসব-অনুষ্ঠানে, ভাল-মন্দে, রোগীর পথ্যে মুরগি খেয়ে এমন অবস্থা হয়েছে যে কিছু খাচ্ছেন বলে মনেই হয় না। এমন অবস্থায় মুরগির সেই ঝোল, কষা না রেঁধে স্বাদ বদলাতে বানিয়ে ফেলতেই পারেন দক্ষিণী পদ চিকেন ঘি রোস্ট। সপ্তাহান্তে বাড়িতে অতিথি এলে তাঁদেরও রেঁধে খাওয়াতে পারেন। কেমন ভাবে বানাতে হয় চিকেনের এই পদ? রইল রেসিপি।

উপকরণ:

মুরগির মাংস: ১ কেজি
জল ঝরানো দই: আধ কাপ
হলুদ গুঁড়ো: আধ চা চামচ
লঙ্কা গুঁড়ো: আধ চা চামচ
পেঁয়াজ কুচি: ৩০০ গ্রাম
লেবুর রস: এক টেবিল চামচ
নুন ও চিনি: স্বাদ মতো
কারিপাতা: আট থেকে ১০টি
ঘি: ৫ টেবিল চামচ
শুকনো লঙ্কা: ৬ থেকে ৮টি
গোটা গোলমরিচ: ১ টেবিল চামচ
লবঙ্গ: ৪টি
মৌরি: ১ চা চামচ
গোটা ধনে: ১ চা চামচ
গোটা জিরে: আধ চা চামচ
রসুন বাটা: ২ টেবিল চামচ
তেঁতুলের ক্বাথ: ২ টেবিল চামচ

প্রণালী:

১) মুরগির মাংসে দই, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, লেবুর রস আর নুন দিয়ে মাখিয়ে ঘণ্টা দুয়েক ফ্রিজে রাখুন।

২) কড়াইতে শুকনো লঙ্কা, মৌরি, জিরে, ধনে, লবঙ্গ ও গোটা গোলমরিচ একদম অল্প আঁচে মিনিট দুয়েক ভেজে নামিয়ে ঠান্ডা করে মিক্সিতে গুঁড়ো করে নিন।

৩) এ বার কড়াইতে ঘি গরম করে কারি পাতা ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজ কুচি লাল করে ভেজে নিন।

৪) এ বার রসুন বাটা দিয়ে কষিয়ে নিন। মাংস দিয়ে ভাল করে নাড়তে থাকুন।

৫) মুরগির মাংস সেদ্ধ হয়ে এলে তেঁতুলের ক্বাথ, চিনি এবং ভাজা মশলা ছড়িয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন।

৬) ঝোল একদম শুকিয়ে এলে এবং রান্না থেকে ঘি আলাদা করে ছেড়ে এলেই তৈরি চিকেন ঘি রোস্ট।

৭) পরোটা কিংবা রুটির সঙ্গে পরিবেশন করুন মুরগির এই সুস্বাদু পদ।

যোগাসন: রোজ করলে গ্যাস-অম্বল হবে না

খাদ্যরসিক বাঙালির গ্যাস-অম্বল যেন নিত্যদিনের সমস্যা হয়ে উঠছে। তার অন্যতম কারণ অত্যধিক পরিমাণে বাইরের খাবার খাওয়া। এ ছাড়া, জল না খাওয়া, সঠিক সময়ে খাওয়াদাওয়া না করার কারণে গ্যাসের সমস্যায় নাজেহাল হয়ে পড়েন অনেকেই। দিনের পর দিন এই ধরনের খাবার খাওয়ার ফলে বদহজম, গ্যাস-অম্বল পিছু ছাড়ে না। খাওয়াদাওয়ার অনিয়ম গ্যাস-অম্বলের সমস্যা বাড়িয়ে দেয় ঠিকই। সামনেই উতব। আর উতব মানেই ভূরিভোজ, বাইরের মুখরোচক খাবারের স্বাদ নেওয়া। পুজোর আগেই পেট গ্যাস-অম্বলের সমস্যা জাঁকিয়ে বসলে, আনন্দটাই মাটি হয়ে যেতে পারে। তাই খাওয়াদাওয়ায় বদল আনার পাশাপাশি নিয়ম করে কয়েকটি যোগাসনও করতে হবে। সুস্থ থাকতে শরীরচর্চার কোনও বিকল্প নেই। কিন্তু গ্যাস-অম্বল থেকে বাঁচতে কোন যোগাসনগুলি নিয়ম করে করবেন?

নৌকাসন

এই আসনটি করতে প্রথমে চিত হয়ে শুয়ে পড়ুন। এর পর শ্বাস নিতে নিতে নিতম্ব ও কোমরে ভর দিয়ে দেহের উপরের অংশ ও পা একসঙ্গেই উপরের দিকে তুলুন। আপনার বাহু ও পায়ের পাতা একই দিকে থাকবে। নৌকা বা ইংরেজির এল আকৃতির মতো অবস্থায় থাকুন ১০ থেকে ৩০ সেকেন্ড। ধীরে ধীরে নিশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে প্রথম অবস্থায় ফিরে আসুন। প্রতি দিন ৩-৪ বার এই আসনটি করবেন।

পশ্চিমোত্তানাসন

এই আসনটি করতে প্রথমে চিত হয়ে শুয়ে দু’’হাত মাথার দু’’পাশে উপরের দিকে রাখুন। পা দু’টি একসঙ্গে জোড়া রাখুন। এ বার আস্তে আস্তে উঠে বসে সামনে ঝুঁকে দু’হাত দিয়ে দুই পায়ের বুড়ো আঙুল স্পর্শ করুন। কপাল দু’পায়ে ঠেকান। হাঁটু ভাঁজ না করে পেট ও বুক উরুতে ঠেকান। কিছু ক্ষণ এই ভঙ্গিতে থাকার পর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। গ্যাসের সমস্যা নিশ্চিত ভাবে কমবে।

বালাসন

সবচেয়ে আরামদায়ক একটি যোগাসন। এই আসনটি করতে প্রথমে বজ্রাসনে বসুন। হাত দু’’টি প্রণাম করার ভঙ্গিতে একসঙ্গে জড়ো করে সামনের দিকে ঝুঁকে বসুন। এ বার ধীরে ধীরে শ্বাস নিন, আর ছাড়ুন। কিছু ক্ষণ এই ভঙ্গিতে বসার পর ধীরে ধীরে উঠে বসুন। প্রতি দিন এটা করলে গ্যাসের সমস্যা কমবে।

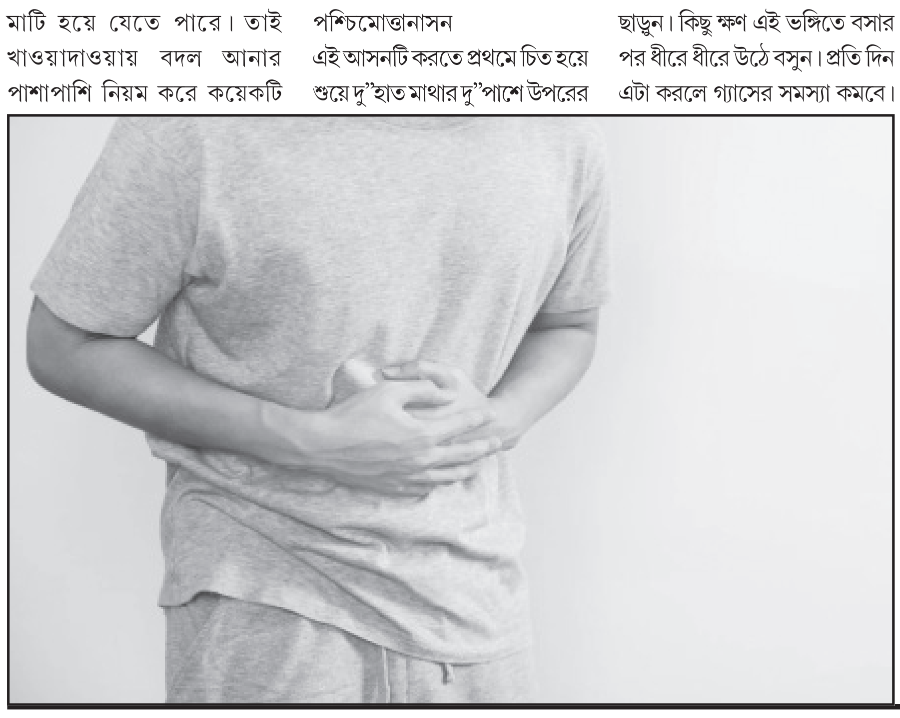

বৃষ্টি পড়লে মনটা কেমন চপ-চপ করে

চপ। বৃষ্টি দিনের আদর্শ সান্ধ্য খাবার। বাড়িতে বানিয়ে নেওয়ার সহজ প্রণালী। পুজোয় ভাসালে মন খারাপ না করে, বাড়িতেই বানিয়ে নিন। নিরামিষ চপ তৈরির যাবতীয় সন্ধান দিচ্ছে আনন্দবাজার অনলাইন।

মোচার চপ- (৪ পিস বানানোর জন্য) উপকরণ- খোলা মোচা ২০০ গ্রাম অথবা ছোট সাইজের একটা মোচা চন্দ্রমুখী আলু ১টা মাঝারি সাইজের আদা কুঁচি চায়ের চামচের ১ চামচ লঙ্কা কুঁচি চায়ের চামচের ১ চামচ ভাজা জিরে গুঁড়ো চায়ের চামচের হাফ চামচ নুন পরিমাণ মতো বিস্কুটের গুঁড়ো ৪-টে টোস্ট বিস্কুট গুড়ো সরষের তেল চায়ের চামচের ৮ চামচ

রন্ধন প্রণালী- প্রথমে খোলা মোচা বড় বড় করে কেটে, পরিষ্কার জলে ধুয়ে, সামান্য নুন দিয়ে, গরম জলে হালকা সেদ্ধ করে জল ঝেড়ে শুকনো পাত্রে রাখুন। এ বার আলু সেদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে সেদ্ধ মোচার মধ্যে মেশান। ওর ভেতর একে একে আদা কুঁচি, লঙ্কা কুঁচি, ভাজা জিরে গুঁড়ো, নুন দিয়ে সব খুব ভাল করে মাখুন। এবং সেটাকে সমান চার ভাগে ভাগ করুন। এ বার হাতের পাতায় শুকনো বেসন লাগিয়ে মোচা-আলুর প্রত্যেকটা বল-কে দু’হাতে চাপ দিয়ে লম্বা-চ্যাপ্টা আকারে এনে সেগুলোর দু’পিঠ বিস্কুটের গুঁড়োর মধ্যে ফেলে ভালো করে বিস্কুটের গুঁড়ো লাগান। কড়াইয়ে তেল গরম করুন। গরম তেলে এবার ওই বিস্কুটের গুঁড়ো মাখানো মোচার চপ ভাজুন মুচমুচে করে। আলুর চপ (৪ পিস বানানোর জন্য)

উপকরণ চন্দ্রমুখী আলু ১টা বড় রসুন ৪ কোয়া শুকনো লঙ্কা ১টা আদা ১ টুকরো বেসন চায়ের চামচের ৮ চামচ চালের গুঁড়ো চায়ের চামচের ২ চামচ খাবার সোডা আঙুলের এক চিমটে নুন পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো চায়ের চামচের অর্ধেক চামচ লঙ্কা গুঁড়ো চায়ের চামচের অর্ধেক চামচ জল চায়ের কাপের অর্ধেক কাপ সরষের তেল চায়ের চামচের ৮ চামচ রন্ধন প্রণালী একটা বড় সাইজের গোটা আলু গরম জলে সেদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে একটা পাত্রে রেখে দিন। এ বার একটা প্যানে সামান্যতম সরষের তেলের ওপর চার কোয়া রসুন, একটা শুকনো লঙ্কা, এক টুকরো আদা ফেলে একটুক্ষণ সেগুলি নাড়িয়ে নিয়ে সেদ্ধ আলুর সঙ্গে ভাল করে মেখে নিন। আলু মাখাটা চার ভাগ করুন। একটা পাত্রে রেখে দিন। এ বার অন্য একটা পাত্রে ব্যাটার বানান। বেসন, চালের গুঁড়ো, খাবার সোডা, নুন, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, জল সব দিয়ে খুব ভাল করে ফেটান, যতক্ষণ না পর্যন্ত ব্যাটারটা ঘন হয়। এর পর হাতের দু’পাতায় সামান্য শুকনো বেসন লাগিয়ে মাখা-আলুর প্রতিটি ভাগকে গোলাকার চ্যাপ্টা সাইজ বানান। এবং সেগুলিকে ব্যাটারের বাটিতে চুবিয়ে দু’পিঠে ভাল করে ব্যাটার লাগানো পর কড়াইয়ের গরম তেলে ফেলে কড়া করে ভেজে নিন। ব্যাস, আলুর চপ তৈরি।

মেদ ঝরাতে চান? তা হলে রাতে মোবাইল ঘাঁটা বন্ধ করুন

রাতে খাওয়াদাওয়া শেষ করতেই ১১টা বেজে যায়। তার পর চলে ঘণ্টা দুয়েক ওয়েব সিরিজ দেখার পর্ব। সেখানেই শেষ নয়, তার পর চলে ইনস্টাগ্রাম কিংবা ফেসবুকে ঘাঁটাঘাঁটি। ঘড়ির কাটা ২টো পেরিয়ে ৩টে হলেও চোখে ঘুমের নামমাত্র নেই। এই ঘটনা এক দিনের নয়, রাতের পর রাত এ ভাবেই কাটছে। সকালে আবার অফিসের ঠেলায় তাড়াতাড়ি উঠে পড়া।

এই অভ্যাস শরীরের মারাত্মক ক্ষতি করছে। ইতিমধ্যেই শরীরে বাসা বাঁধা শুরু করে দিয়েছে একাধিক রোগ। জেনে নিন, চিকিতকেরা কেন রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ার পরামর্শ দেন।

মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ে

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যাঁদের ঘুম অনিয়মিত ও যাঁদের পর্যাপ্ত ঘুমের অভাব রয়েছে, তাঁদের মৃত্যুর হার, যাঁরা নিয়মিত পর্যাপ্ত ঘুমান তাঁদের তুলনায় বেশি। ঘুমের অভাবে সংবহনতন্ত্রের রোগ হওয়ার ঝুঁকিও বেড়ে যায়।

স্মৃতিশক্তি কমে যায়

অনিদ্রা আর মানসিক অবসাদ পরস্পর এতটাই নিবিড় সম্পর্কযুক্ত যে, একটি আক্রান্তকে অন্যটির দিকে টেনে নিয়ে যায়। অবসাদের লক্ষণগুলি রোগীর ঘুমিয়ে পড়ার ক্ষমতাকেও প্রভাবিত করতে পারে। আর মানসিক অবসাদে ভুগলে স্মৃতিশক্তির উপরেও প্রভাব পড়ে।

যৌন ইচ্ছে কমে যায়

পর্যাপ্ত ঘুম না হলে বা সঠিক সময়ে ঘুমাতে না যাওয়ার ফলে যৌন জীবনেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। বিশেষত পুরুষদের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, যাঁরা দেরি করে শুতে যান ও পর্যাপ্ত ঘুম থেকে বঞ্চিত হন তাঁদের শরীরে টেস্টোস্টেরনের মাত্রা কম থাকে, যা কমিয়ে দেয় যৌন মিলনের ইচ্ছা। এ ছাড়া ঘুমে ব্যাঘাত ঘটলে ক্লান্তিও আসে, তাই মিলনের ইচ্ছে কমে যায়।

ওজন বেড়ে যায়: রাতে ঠিকঠাক ঘুম না হলে শরীরে হরমোনের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়, খিদেও বাড়ে। কম ঘুমোলে বিপাপক্রিয়া ও পাচনক্রিয়ার উপরেও প্রভাব পড়ে। এই সমস্যা শেষমেশ ওবিসিটি ডেকে আনে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় অনিদ্রার সমস্যা শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। ফলে ভাইরাস ও ব্যাক্টেরিয়া শরীরে বাসা বাঁধলে শরীর তাদের সঙ্গে লড়াই করতে পারে না। রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলে শরীরের অ্যান্টিবডি উৎপাদন ক্ষমতাও কমে যায়।

ত্বকের বেহাল দশা

ছোটবেলায় মাথার ত্বকের সংক্রমণ রুখতে ঈষদুষ্ণ তেলের মধ্যে ভিটামিন ই ক্যাপসুল ভেঙে মাথায় মাখতেন। তাতে খুশকির সমস্যা দূর হয়েছিল। চুলের জেল্লাও বেড়েছিল। কিন্তু ত্বকে ব্রণের দাগ বা ক্ষত দূর করতে সেই একই নিদান কী ভাবে কাজ করবে? চিকিতকেরা বলছেন, ভিটামিন ই-র অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টই ত্বকের ব্রণের দাগ, মেচেতার দাগ দূর করতে, ক্ষত সারাতে কাজ করে। তবে জানতে হবে সঠিক ব্যবহার। ১) ব্রণের দাগ মেটাতে- অ্যালো ভেরা জেলের সঙ্গে ভিটামিন ই জেল মিশিয়ে নিন। পুজোর আগে যে ক’টা দিন সময় আছে, রাতে শোয়ার আগে এই মিশ্রণ মুখে মেখে রাখুন। ধীরে ধীরে দাগ হালকা হতে শুরু করবে। যদি ক্ষত গভীর হয় সে ক্ষেত্রে ক্যাপসুল ভেঙে দাগের উপর সরাসরি মেখে রাখতে পারেন। কিন্তু পুরো ত্বকে মাখা যাবে না।- ২) চোখের তলার কালি দূর করতে রাত জেগে চোখের তলায় কালি পড়েছে। বাজারে একাধিক সংস্থার আন্ডারআই ক্রিম রয়েছে। তবে তার থেকেও দ্রুত কাজ করে ভিটামিন ই ক্যাপসুল। রাতে শোয়ার আগে অ্যালো ভেরা জেলের সঙ্গে এই ক্যাপসুল মিশিয়ে চোখের তলায় মেখে রাখুন। দাগ দূর হবে সহজেই। ৩) বলিরেখা প্রতিরোধে- অকাল বার্ধক্য ঠেকাতে ভিটামিন ই ক্যাপসুল বেশ কার্যকরী। অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টে ভরপুর ভিটামিন ই ত্বকের বলিরেখা দূর করতে এবং রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে। নিয়মিত ভিটামিন ই ক্যাপসুল ত্বকে মালিশ করলে ত্বক টানটান হয়। ৪) শুষ্ক ত্বকের যত্নে- এক চা চামচ মধুর সঙ্গে দুই টেবিল চামচ দুধের সঙ্গে একটি ভিটমিন ই ক্যাপসুলের ভেঙে তার মধ্যে থাকা জেলটি মিশিয়ে নিন। কাজ থেকে ফিরে বা স্নানের মিনিট ১৫ আগে এই মিশ্রণ মুখে নিয়মিত মাখার চেষ্টা করুন। তার পর ঠান্ডা জলে ধুয়ে ফেলুন। শুষ্ক ত্বকের সমস্যায় দামি ক্রিম মাখার প্রয়োজন পড়বে না। ৫) ওপেন পোর্সের সমস্যায়- গোলাপ জলের সঙ্গে দু’’টি ভিটামিন ই ক্যাপসুল ভেঙে মিশিয়ে নিন। মাইল্ড ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ধুয়ে রাতে এই টোনার স্প্রে করে শুয়ে, ত্বকের ধরন অনুযায়ী ময়েশ্চারাইজার মেখে শুয়ে পড়ুন। নিয়মিত ব্যবহার করলে ওপেন পোর্সের সমস্যা ধীরে ধীরে দূর হবে।

চুল ঝরার সমস্যা

চুল ঝরার সমস্যা একান্তই মহিলাদের, সেটা বললে খানিক ভুলই বলা হয়। চিরুনি চালালেই চুল উঠে আসছে গাদা খানেক, এমন অভিজ্ঞতা কিন্তু ছেলেদেরও আছে। স্ট্রেটনার, ড্রায়ারের ব্যবহার ছেলেরা কম করে, সেটা ঠিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও চুল পড়ার সমস্যা আটকানো যাচ্ছে না। অনেকেই চুল পড়া বন্ধ করতে নানা প্রসাধনী ব্যবহার করেন।

বিভিন্ন ওষুধও খান। তবে তাতে যে বিশেষ কোনও লাভ হয়, তা নয়। সে ক্ষেত্রে রোজের খাবারে বদল এনে দেখতে পারেন, সমস্যা থেকে নিষ্কৃতি পাবেন অচিরেই। চুল ঝরার পরিমাণ কমাতে কোন খাবারগুলি বেশি করে খেতে পারেন ছেলেরা?

গাজর- গাজরে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ থাকে। চুলের গোড়া শক্ত করতে ভিটামিন এ-এর জুড়ি মেলা ভার। মাথার তালুতে পুষ্টি জোগায় গাজর। মাথার ত্বকে সংক্রমণের ঝুঁকি কমাতে গাজর দারুণ কার্যকরী। সঠিক পুষ্টি উপাদানের অভাবেই চুলের স্বাস্থ্য খারাপ হতে থাকে। গাজর চুলে পুষ্টির ঘাটতি পূরণ করে।

কড়াইশুঁটি-চুল পড়ার সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে নিয়মিত কড়াইশুঁটি খেতে পারেন। এতে নানা রকমের ভিটামিন তো আছেই, তার সঙ্গে আছে চুলের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু খনিজও। আয়রন, জিঙ্ক, মিনারেলস সমৃদ্ধ কড়াইশুঁটি চুলের গোড়া মজবুত করে। শত অবহেলাতেও চুলের গোড়া দুর্বল হতে দেয় না। ফলে চুল পড়ে যাওয়ার পরিমাণও অনেকটাই কমে।

ওট- ওজন কমাতে ওটের জুড়ি মেলা ভার। তবে চুল ঝরার সমস্যা থেকেও ছেলেদের মুক্তি দিতে পারে ওট। এতে রয়েছে ফাইবার, আয়রন, জিঙ্কের মতো খনিজ। সেই সঙ্গে রয়েছে ওমেগা-৩। এই ফ্যাটি অ্যাসিড মাথার ত্বকে এবং চুলে পুষ্টি জোগায়। মাথার ত্বকের রক্ত সঞ্চালনও সচল রাখে। ফলে চুল পড়া কমে।

মুখ ব্রণতে ভরে গিয়েছে?

দোরগোড়ায় পুজো। উতব শুরু হতে হাতে গোনা আর কয়েক দিনের অপেক্ষা। উতব-উদ্যাপনের প্রস্তুতিও প্রায় শেষের দিকে। পুজোর কেনাকাটা থেকে রূপচর্চা সব কিছুই চলছে জোরকদমে। কিন্তু অনেকেই ব্রণ নিয়ে চিন্তিত। পুজোর আগে ব্রণ না কমলে কী করবেন, তা নিয়ে একটা আশঙ্কাও কাজ করছে। রূপটান করে ব্রণ আড়াল করার পরিকল্পনা থাকলেও ত্বকের কথা ভেবে তা বাতিল করাই ভাল। কারণ প্রসাধনীর সংস্পর্শে ব্রণ আরও বাড়াবাড়ি আকার ধারণ করতে পারে। তা হলে উপায়? পুজোর আগে ব্রণ দূর করতে ভরসা রাখা যায় কয়েকটি পানীয়ের উপর।

আপেলের রস- ভিটামিন এ, বি, সি, পটাশিয়ামের মতো স্বাস্থ্যকর কিছু উপাদান রয়েছে এই ফলে। ত্বকের ঔজ্জ্বল্য ফেরাতে আপেল দারুণ কার্যকরী। আপেল ত্বকে আনে একটা বাড়তি জেল্লা। যা সকলের মাঝে আলাদা করবে আপনাকে। এ ছাড়াও আপেল ব্রণ প্রতিরোধেও দারুণ কার্যকরী। আপেলে ফাইবার রয়েছে প্রচুর পরিমাণে। যা ত্বকে আলাদা করে পুষ্টি জোগায়।

বিট এবং গাজরের রস- বিট, গাজরে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট। যা শরীরের নানা সমস্যা দূর করা ছাড়াও ত্বকের জেল্লা ফেরায়। ব্রণ কমায়। বলিরেখা, মেচেতা, অকাল বার্ধক্যের মতো সমস্যা এড়াতে এই দুই সব্জি দিয়ে বানিয়ে নিতে পারেন স্বাস্থ্যকর এই পানীয়।

লেবু এবং মধুর জল- সকালে উঠে ঈষদুষ্ণ জলে লেবু এবং মধু মিশিয়ে খাওয়ার অভ্যাস রয়েছে অনেকেরই। বলিপাড়ার অনেকেই সকাল শুরু করেন এই পানীয় দিয়ে। ওজন ঝরানো ছাড়াও এই পানীয় ত্বকের জেল্লা ফেরাতেও দারুণ কার্যকরী। লেবু এবং মধুর জল পেটের স্বাস্থ্য ভাল রাখে। হজমশক্তি উন্নত করে। পরিপাক ক্রিয়া উন্নত হলে তার প্রভাব পড়ে ত্বকেও। শরীরের যাবতীয় টক্সিন বাইরে বার করে দিয়ে ত্বক পরিষ্কার রাখে এবং সেই সঙ্গে ব্রণর ঝুঁকি কমায়।

শুষ্ক ত্বকের সমস্যায় নাজেহাল?

অনেক সময় বাজার থেকে কিনে আনা দই থেকে দিন দুয়েকের মধ্যেই অল্প গন্ধ বেরোতে শুরু করে। অনেক সময় ঘরে পাতা দইও বেশি টক হয়ে গেলে খাওয়া যায় না। রান্নায় ব্যবহার করলেও স্বাদ বিগড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই বলে কি এক বাটি দই ফেলে দেবেন?

পুজোর আগে মুখের জেল্লা ফিরিয়ে আনতে চান? তা হলে দই নষ্ট না করে রূপচর্চায় ব্যবহার করে ফেলতে পারেন। টক দই মাখলে ত্বকের জেল্লা বাড়বে। ত্বকের বিভিন্ন সমস্যা দূর করতেও দইয়ের জুড়ি মেলা ভার। কী করে ব্যবহার করবেন টক হয়ে যাওয়া দই?

শুষ্ক ত্বকের সমস্যা দূর করতে: শুষ্ক ত্বকের সমস্যায় দই দারুণ কাজ করে। ত্বকে আর্দ্রতা ও জেল্লা আনতে দইয়ের সঙ্গে গোলাপজল মিশিয়ে সারা মুখে লাগিয়ে নিন। মিনিট দশেক রেখে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। দই প্রাকৃতিক ময়েশ্চারাইজার হিসাবে কাজ করে ত্বক আর্দ আর কোমল করে তুলবে। ব্রণ দূর করতে: এক টেবিল চামচ টক দই নিয়ে তুলো দিয়ে ব্রণর উপরে লাগিয়ে সারা রাত রেখে দিন। সকালে ঘুম থেকে উঠে ঠান্ডা জলে ধুয়ে ফেলুন। দিনে লাগালে ঘণ্টা দুয়েক লাগিয়ে রাখুন, তার পর ধুয়ে নিন। দইয়ে থাকা ল্যাকটিক অ্যাসিড ত্বকের সংক্রমণ দূর করে। ব্রণর সমস্যা দূর হয় সহজেই। তবে নিয়মিত ব্যবহার করলে তবেই কাজ হবে।

পর্যটনে ভারতসেরার ট্রফি নিয়ে ফিরেই কিরীটেশ্বরী মন্দিরের সম্পাদকের মৃত্যু

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : খবরটা ছিল প্রায় আচমকা। কদিন আগে দিল্লির এই খবরে যুগপৎ অবাক এবং আনন্দিত হয়েছিল তামাম বঙ্গবাসী। পর্যটনে ভারতসেরা গ্রামের পুরস্কার বলে কথা। মুর্শিদাবাদের কিরীটেশ্বরী মন্দির কমিটির এ রাজ্যের সিংহভাগ। তা হোক, সাফল্য তো! কিন্তু ওই মন্দিরের সম্পাদক প্রভাতচন্দ্র দাস পুরস্কার নিয়ে ফেরার ক'ঘন্টার মধ্যেই চলে গেলেন সবাইকে ছেড়ে। বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর। পেশায় শিক্ষক প্রভাতচন্দ্রের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ গোটা গ্রাম।

খুশিতে ডগমগ করছিল গোটা গ্রাম। কেন্দ্রের কাছ থেকে ওই পুরস্কার নিয়ে শুক্রবার দুপুরে প্রভাতচন্দ্র পৌঁছে গিয়েছিলেন বাড়ি। আর তারপরেই মৃত্যু হল তাঁর। স্থানীয় সূত্রে খবর, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে সম্পাদকের।

ভাগীরথীর পশ্চিম পারে মন্দির অধ্যুষিত একটি গ্রাম কিরীটকণা। সেখানে অন্যতম প্রাচীন মন্দির হল কিরীটেশ্বরী। তাই লোকমুখে এই গ্রামও কিরীটেশ্বরী নামে পরিচিত। কিরীটেশ্বরী মন্দিরের পরিচালন কমিটিতেও রয়েছেন একাধিক মুসলিম সদস্য। এমন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য এই গ্রামের মুকুটে এসেছে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা। ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রকের তরফ থেকে মেলে 'বেস্ট ট্যুরিজম ভিলেজ অফ ইন্ডিয়া' খেতাব।

দেশের ৭৯৫টি আবেদনের মধ্য থেকে ভারত সেরার শিরোপা ছিনিয়ে নেয় মুর্শিদাবাদের এই প্রান্তিক গ্রাম। গত ২১ সেপ্টেম্বর এ নিয়ে সমাজমাধ্যমে ওই গ্রামবাসীকে শুভেচ্ছা জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লেখেন, "মুর্শিদাবাদের কিরীটেশ্বরী গ্রাম দেশের সেরা পর্যটন গ্রাম হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। আগামী ২৭ তারিখ দিল্লি থেকে পুরস্কার প্রদান করা হবে।"

ওই পুরস্কার নিতে সোমবার বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন কিরীটেশ্বরী মন্দির কমিটির সম্পাদক প্রভাতচন্দ্র। বুধবার মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে পর্যটন মন্ত্রকের দেওয়া সেরা পর্যটন গ্রামের খেতাব গ্রহণ করেন তিনি। আনুষ্ঠানিক পর্ব সেরে শুক্রবার দুপুরে দিল্লি থেকে গ্রামে পৌঁছান প্রভাতচন্দ্র।

রুশ নির্বাচন কমিশনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল ইংল্যান্ড

লন্ডন, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ইউক্রেনের দখল করা অঞ্চলগুলোতে রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে আয়োজিত গণভোটের সঙ্গে জড়িত রুশ কর্মকর্তা ও নির্বাচন কমিশনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল ইংল্যান্ড। শুক্রবার এই নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দেয় লন্ডন।

ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর থেকে হাজারেরও বেশি রুশ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে নিষেধাজ্ঞা দিল দেশটি। ইংল্যান্ডের অভিযোগ ইউক্রেনের আঞ্চলিক অখণ্ডতা হুমকির মুখে ফেলতে এবং দখল করা অঞ্চলগুলো রাশিয়ার অংশ বানাতেই ওই গণভোটের আয়োজন করা হয়েছিল যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাশিয়ার ১১ কর্মকর্তা ও দেশটির কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের (সিইসি) ওপর নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করা হয়েছে।

নতুন নিষেধাজ্ঞায় রয়েছেন, সিইসির প্রধান মারিনা জাখারোভা, জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা নাতালিয়া বুদারিনা এবং খেরসন আঞ্চলিক প্রশাসনের প্রধান আন্দ্রেই আলেকশেঙ্কো। এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় ১১ জনের সবার বিদেশে থাকা সম্পদ জব্দ করা হবে।

ইউক্রেনের খেরসন, জাপোরিঝঝিয়া, দোনেৎস্ক ও লুহানস্ক অঞ্চল নিজেদের দখলে আসার পর গত বছর অক্টোবরে সেখানে গণভোটের আয়োজন করে রাশিয়া। এর আগে ২০১৪ সালে দখল করা ক্রিমিয়ায় সম্প্রতি আবারও ভোটের আয়োজন করে দেশটি।

১০ সেপ্টেম্বর ওই ভোট শেষ হয়েছে। এসব গণভোটের জয় পাওয়ার দাবি করেছে ক্রেমলিন।

ইন্দোরে মেট্রো ট্রেনের ট্রায়াল রান আজ, উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রীসহ বিশিষ্টরা

ইন্দোর, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স) : ইন্দোরে মেট্রো ট্রেনের ট্রায়াল রান হবে আজ। সেই উপলক্ষে শনিবার ইন্দোরে উপস্থিত থাকবেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। দেশের সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন শহর ইন্দোর এখন মেট্রো সিটিতে পরিণত হতে চলেছে। শনিবার এখানে মেট্রো ট্রেনের ট্রায়াল রান হবে। মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বিকেল ৫টা নাগাদ শহরের গান্ধীনগর মেট্রো ডিপোতে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে ইন্দোর মেট্রো ট্রায়াল রানের পতাকা যাত্রা শুরু করবেন। এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন নগরোন্নয়ন ও আবাসন মন্ত্রী ভূপেন্দ্র সিং। জনসংযোগ আধিকারিক মহিপাল অজয় জানিয়েছেন, ইন্দোরে মেট্রো ট্রেনের ট্রায়াল রান হবে ৬ কিলোমিটার। মুখ্যমন্ত্রী চৌহান ট্রেনটিকে ফ্ল্যাগ অফ করবেন এবং ট্রায়াল রানের জন্য ট্রেনে ভ্রমণও করবেন।

গান্ধীনগর ডিপোতে তৈরি গম্বুজে ছয় হাজার সাধারণ মানুষের পাশাপাশি বিভিন্ন সংগঠন, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য মানুষ অংশ নেবেন। মেট্রো ট্রেনে তিনটি কোচ থাকবে। এই ট্রেনের মোট যাত্রী ধারণক্ষমতা হবে ৯০০ জন। ভবিষ্যতে, ইন্দোরে ২৫টি মেট্রো ট্রেন চলবে, যা প্রায় সাত লক্ষ যাত্রী বহন করার ক্ষমতাসম্পন্ন।

স্থানীয় সাংসদ শঙ্কর লালওয়ানি ইন্দোরের জনগণকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানটি দেখার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি ইন্দোরবাসীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেন, এটি আমাদের জন্য গর্বের বিষয় যে রাজ্যের মধ্যে প্রথম আমাদের শহরে মেট্রো চালু হতে চলেছে। এটা ইতিহাস হয়ে থাকবে।

ইন্দোরে অনেক কর্মসূচিতে অংশ নেবেন মুখ্যমন্ত্রী চৌহান। শনিবার বিকেল ৫টা থেকে রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত ইন্দোরে আয়োজিত অনেক কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। মুখ্যমন্ত্রী এখানে মেট্রো ট্রায়াল রানের পতাকা উন্মোচন করবেন। এরপর তিনি লাভকুশ মোড়ে আয়োজিত উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন ও ভূমিপূজা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন।

ব্যতিক্রমী সকাল নেতাজি ইণ্ডোরের আশপাশ

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বছরের আর পাঁচটা দিন সাতসকালে শহরের কেন্দ্রে এই অংশটা অনেকটা নির্জন, শুনশান থাকে। এই অংশ বলতে নেতাজি ইণ্ডোরের আশপাশ। শনিবার ছিল অনেকটাই ব্যতিক্রমী। কেউ কেউ ঘুরে ঘুরে দেখছেন হাইকোর্ট, বিধানসভা ভবন, আকাশবানী ভবন, গঙ্গার ধার। কেউ কেউ তক্কে তক্কে আছেন, খাবার দিতে শুরু করলেই প্রথমদিকে তার ভাগ পাওয়ার।

রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে তৃণমূল সমর্থকরা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিল্লি চলো ডাকে শুক্রবার এসে জড়ো হয়েছেন এখানে। ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকার দাবিতে তৃণমূলের এই অভিযান। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে ২ ও ৩ অক্টোবর দিল্লিতে ধর্নায় বসবে তৃণমূল। বাংলার ১০০ দিনের কাজের শ্রমিকরা এই কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। আছেন ১০০ দিনের কাজের টাকা না পাওয়া জবকার্ড হোল্ডার, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর না-পাওয়া মানুষ।

তৃণমূলের লক্ষ্য, দিল্লিতে অন্তত ৩-৪ হাজার মানুষের জমায়েত। পাওয়া যাচ্ছে না ট্রেন, তাই প্রস্তুত বাস। সূত্রের খবর প্রায় ১০০টি বাস তৈরি হয়েছে তাঁদের জন্য। জেলায় জেলা থেকে তৃণমূল কর্মীরা এদিন রওনা দেবেন দিল্লির উদ্দেশে। নেতাজি ইন্ডোরে সকাল সকাল প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে কর্মীদের। বিভিন্ন জেলা অনুযায়ী বাস বরাদ্দ করা হয়েছে। যে কোন সময় আসতে পারে বাস। তাই সকাল সকাল প্রস্তুত হয়েছেন কর্মীরা। সারা রাত ধরে রান্না হয়েছে নেতাজি ইন্ডোরে। মেনুতে ছিল, ভাত-ডাল-তরকারি, ডিম। সকাল ৭টা থেকেই শুরু হয়েছে তোড়জোড়। খাওয়াদাওয়া সেরে তড়িঘড়ি তৈরি হচ্ছেন তৃণমূল কর্মীরা। দলীয় নেতৃত্বের সবুজ সঙ্কেত পেলেই বাস চেপে রওনা দিচ্ছেন দিল্লির উদ্দেশে।

মাটির দেওয়াল ধসে চাপা পড়ে মৃত্যু ৩ শিশুর

বাঁকুড়া, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : মাটির দেওয়াল ধসে মৃত্যু হল তিন শিশুর। শনিবার বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের বাঁকাদহের বোড়ামারায় নেমেছে শোকের ছায়া। মৃতরা প্রত্যেকে একই পরিবারের সন্তান। শনিবার সকালে তিনটি শিশু বাড়ির সামনে খেলা করছিল। সেই সময় আচমকাই মাটির দেওয়াল ধসে পড়ে। চাপা পড়ে যায় তিনজনেই। তাদের তড়িঘড়ি উদ্ধার করা হয়। বিষ্ণুপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা তাদের মৃত বলে জানান।

মৃতেরা হল বছর পাঁচেকের রোহন সর্দার, মাত্র চার বছর বয়সি নিশা সর্দার এবং বছর তিনেকের অঙ্কুশ সর্দার। তাদের দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। রাতভর বৃষ্টির জেরে মাটির দেওয়ালে ধস নামে বলেই জানান পরিবারের লোকজন। সাতসকালে এমন ঘটনায় এলাকায় নেমেছে কান্নার রোল। তিন খুদের প্রাণহানি যেন মানতে পারছেন না কেউ।

জাতপাত ও বঙ্গীয় অস্মিতায় একমত নন রঞ্জন-সুদীপ্ত

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : জাতপাত এবং দিল্লীর বিরোধীতা প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক তথা সদ্য প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ রঞ্জন চক্রবর্তীর মন্তব্যের বিরোধিতা করলেন বিজেপি-র রাজ্য কমিটির সদস্য সুদীপ্ত গুহ।

রঞ্জনবাবুর মতে, "অষ্টাদশ শতকের যুগসন্ধিকাল, বাংলার সমাজে তখন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অধিষ্ঠান। জাতপাতের মায়ানিগড় রক্ষার দায় নিয়ে জাতিচ্যুতির দণ্ড হাতে সমাজ শাসন করছেন তিনি। তাঁর স্বৈরাচারী সমাজপতিত্বের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, তৎকালীন বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক। ন্যায়ধর্ম ও রাজধর্মের বিরোধে ন্যায়ের পক্ষাবলম্বনের কাজ বাঙালি পণ্ডিতেরা অতীতে বহু বার করেছেন; আধুনিক বুদ্ধিজীবিত্বের বহু আগে থেকেই, রাষ্ট্রের ন্যায়গত অসংলগ্নতার বিরুদ্ধে, সমাজরক্ষার দায় হিসাবে। কিন্তু ন্যায়ের ঔজ্জ্বল্যের কাছে রাজসিকতা চিরকাল মাথা নুইয়েছে।"

অন্যদিকে সুদীপ্তবাবু শনিবার এই প্রসঙ্গে জানান, "বাংলায় জাতপাত অনেকদিন আগে থেকেই বিলীন, যবে থেকে পর্তুগিজরা এখানে ব্যবসা করতে আসে এবং গ্রামের গরিবদের সঙ্গে নেয়। সেই আদি সপ্তগ্রাম যুগ থেকে। এখানে বামুন কায়েত বৈদ্যদের থেকে মল্লিক, রায়মল্লিক, শীল, নস্কর, বসাকগায়েনদের অর্থ এবং সমাজে প্রতিপত্তি বেশী ছিল সে ইতিহাসের অধ্যায়ক ইতিহাসের থেকে গনশক্তি এবং জাগো বাংলা বেশী পড়লে কিভাবে বুঝবে?"

রঞ্জনবাবু এদিন জানিয়েছেন, "জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্র ধরেই বলা যায়, সর্বভারতীয় আন্দোলনের মধ্যে থেকেও বঙ্গীয় অস্মিতার রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক স্বকীয়তা বজায় রেখেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু। বিদেশি প্রশাসনের রক্তচক্ষুর সামনে ধুলিধূসরিত শুভ্রম তুলে-ধরা বিদ্যাসাগরের প্রজ্ঞাগত দায় তাঁরা অস্বীকার করেননি।"

ভিন্নমত পোষণ করে সুদীপ্তবাবু এই প্রতিবেদককে বলেন "বাংলা কোনও দিন ট্রেড ইউনিয়ন লিডারের মত দিল্লীর বিরোধিতা করেনি। নেতৃত্ব দিয়েছে চিত্তরঞ্জন, সুভাষ বোসরা। স্বাধীনতার পরও দিল্লীতে দাপটে কাজ করেছে অতুল্য ঘোষ, সিদ্ধার্থ রায়, প্রণব মুখার্জী এমনকি প্রিয় দাশমুন্সী। এঁরা কেউই টেড ইউনিয়ন লিডার বা বিচ্ছিন্নতাবাদী নন। পিছনের দরজা দিয়ে চাকরি পেয়ে সরকারি অনকুল্য পেতে অঞ্চলিকতার উস্কানি দিলে আগামী দিনে অনেক বেশী দাম দিতে হবে।"

ছত্তিশগড়ের বিলাসপুরে প্রধানমন্ত্রী মোদীর জনসভা আজ

রায়পুর, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স) : ছত্তিশগড়ের বিলাসপুরে শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনসভা রয়েছে। শনিবার ছত্তিশগড়ের বিলাসপুরে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রার সমাপ্তি ঘটিয়ে জনসভায় ভাষণ দেওয়ার কর্মসূচি রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। তিন মাসে এটি ছত্তিশগড়ে প্রধানমন্ত্রীর তৃতীয় সফর। এর আগে তিনি রায়পুর ও রায়গড়ে জনসভা করেন। তাঁর সফরকে ঘিরে বিলাসপুরে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিলাসপুরের সিপাট রোডের সায়েন্স কলেজ মাঠে ২০১৮ সালের পর দ্বিতীয়বার জনসভায় ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের জন্য সায়েন্স কলেজ মাঠ সেজে উঠেছে। শনিবার সকাল ১০টা থেকে ৬টা পর্যন্ত ভারী যানচলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। শনিবার বিকেলের দিকে জনসভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। দান্তেওয়াড়া এবং যশপুর থেকে শুরু হওয়া বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা শনিবার বিলাসপুরে শেষ হবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, সাংসদ এবং অন্যান্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা ১২ সেপ্টেম্বর দান্তেওয়াড়া এবং ১৫ সেপ্টেম্বর যশপুর থেকে শুরু হওয়া পরিবর্তন যাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন। এসময়ে বিজেপির সদস্যপদ নিয়েছিলেন প্রায় পাঁচ হাজারেরও বেশি মানুষ। শনিবার দুপুর ২টো ২০ মিনিট নাগাদ প্রধানমন্ত্রী রায়পুর থেকে সেনা বিমানে চেপে বিলাসপুরের সায়েন্স কলেজের মাঠে পৌঁছাবেন। বিলাসপুর থেকে রায়পুরের উদ্দেশে রওনা হবেন বিকাল ৩টে ৫০ মিনিট নাগাদ। তারপর বিকাল ৪টে ৫০ নাগাদ বিশেষ বিমানে করে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেবেন প্রধানমন্ত্রী।

ঝাড়খণ্ডে ক্রমাগত বাড়ছে ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা, উদ্বিগ্ন প্রশাসন

রাঁচি, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স) : ঝাড়খণ্ডে ক্রমাগত বাড়ছে ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা। যার জেরে উদ্বিগ্ন প্রশাসন। ইতিমধ্যে, রাজ্যের পূর্ব সিংভূম জেলা ডেঙ্গুর হটস্পট হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে রাঁচি চিকুনগুনিয়ার হটস্পট। জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত, রাজ্য জুড়ে ১৫৪৩ জন ডেঙ্গু রোগী এবং ২৪০ জন চিকুনগুনিয়া রোগী পাওয়া গেছে।

পূর্ব সিংভূম জেলায় এখনও পর্যন্ত ৭৭৩৫ জন সন্দেহভাজন ডেঙ্গু রোগী পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ৮৯১ জনের ডেঙ্গু শনাক্ত হয়েছে। এই জেলায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। যেখানে সাহেবগঞ্জে ২০২, সেরাইকেলায় ১০৯, রাঁচিতে ৬৯, হাজারিবাগে ৪৩, দুমকায় ৫১, ধানবাদে ৪০, দেওঘরে ২৭, চাতরায় ১৪, পাকুড়ে ১৬, পশ্চিম সিংভূমে ১৭, সিমডেগায় ৪, খুন্টি-গিরিডিতে ১৯ জন এবং বোকারো জেলায় ৫ জন রোগী পাওয়া গেছে। এখনও পর্যন্ত রাজ্য জুড়ে ১৯৮৩৭টি বাড়িতে সমীক্ষা করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৩৯৩টি বাড়িতে ডেঙ্গুর লার্ভা পাওয়া গেছে।

জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত রাজ্য জুড়ে ৫২০২ সন্দেহভাজন চিকুনগুনিয়া রোগী পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ২৪০ জনের চিকুনগুনিয়া নিশ্চিত হয়েছে। রাঁচিতে ১২৮১ সন্দেহভাজন রোগী পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ১৬২ জনের চিকুনগুনিয়া নিশ্চিত হয়েছে। যেখানে পূর্ব সিংভূমে ২১৯০ সন্দেহভাজন রোগী পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ৫৬ জনের চিকুনগুনিয়া নিশ্চিত হয়েছে। দেওঘরে ১০ জন, গোড্ডায় ৮ এবং লোহারদাগায় ৮ জন রোগী পাওয়া গেছে।

শুক্রবার রাত পর্যন্ত রাজ্য জুড়ে ৪১ জন ডেঙ্গু রোগী পাওয়া গেছে। এর মধ্যে পূর্ব সিংভূমে ১৯ জন, পাকুড়ে পাঁচজন, চাতরা, সাহেবগঞ্জ, ধানবাদে চারজন, দুমকায় তিনজন, হাজারীবাগে একজন এবং সিমডেগায় দুজন রোগী পাওয়া গেছে। স্বাস্থ্য দফতরের তথ্য অনুসারে, রাজ্যে ৬০ জন সক্রিয় ডেঙ্গু রোগী রয়েছে।

এশিয়ান গেমসে সোনা জিতলেন বোপান্না-ঋতুজা

হানঝাউ, ৩০ সেপ্টেম্বর(হি.স.): এশিয়ান গেমসে ভারতীয় টেনিস প্লেয়াররা সবসময়ই প্রত্যাশা পূরণ করে এসেছেন। এবারও করলেন বোপান্না। এবার বোপান্নার হাত ধরেই সোনা এল টেনিসে। ৪৩ বছর বয়সেও বোপান্না করে দেখালেন। এই বয়সে সাফল্য, ভাবা যায়! বোপান্না দৃষ্টান্ত হয়ে থাকলেন!

একের পর এক অঘটন ঘটিয়ে এশিয়ান গেমসের টেনিসের ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছিলেন চিনা তাইপের জুটি। ফাইনালের শুরুতেও সাং হাও হুয়াং-এন শাও লিয়াং জুটি ঝলক দেখাচ্ছিলেন। মনে হচ্ছিল ভারতীয় জুটির হয়তো সোনা জেতা হবে না। শেষ পর্যন্ত তা হল না। প্রথম সেটে পিছিয়ে পড়েও শেষ পর্যন্ত টেনিসের মিক্সড ডাবলসে সোনা জিতলেন রোহন বোপান্না-ঋতুজা ভোঁসলে। ২-৬,৬-৩ ও ১০-৪ সেটে জিতে নেন ম্যাচ। এই জয়ে এশিয়ান গেমসের টেনিস থেকে ভারতের প্রথম সোনা। এশিয়ান গেমস থেকে সব মিলিয়ে নবম সোনা।

ছাড়তে শুরু করল একের পর এক তৃণমূলের দিল্লিগামী বাস

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ট্রেন না পেয়ে সড়কপথেই দিল্লি অভিযানে যেতে চলেছে তৃণমূল। শনিবার দিনের প্রথমার্ধেই নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের সামনে একের পর এক দূরপাল্লার স্লিপার ক্লাসের বাস ছাড়তে শুরু করে। তৃণমূল সূত্রে খবর, পর্যায়ক্রমে মোট ৫০টি বাসে করে দলের জনপ্রতিনিধি এবং একশো দিনের কাজের জব কার্ড হোল্ডাররা দিল্লি পৌঁছবেন। তবে প্রয়োজনে আরও বাস আনা হতে পারে বলে জানিয়েছে ওই সূত্রটি।

ট্রেনে অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি দিল্লি পৌঁছানোর সম্ভাবনা থাকলেও, সড়কপথে তা যে সম্ভব নয়, তা অজানা নয় তৃণমূল নেতৃত্বের। তবে মনে করা হচ্ছে, রবিবার রাতের মধ্যেই দিল্লি পৌঁছে যাবে বাসগুলি।

বাক স্বাধীনতা আমাদের অন্য কোনও দেশের কাছ থেকে শেখার প্রয়োজন নেই : কানাডাকে আক্রমণ বিদেশমন্ত্রীর

ওয়াশিংটন, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স) : "বাক স্বাধীনতা কী, আমাদের অন্য কোনও দেশের কাছ থেকে শেখার প্রয়োজন নেই।" পাঁচদিনের মার্কিন সফরে গিয়ে বিদেশের মাটি থেকে শনিবার কানাডাকে এভাবেই আক্রমণ করেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। তিনি বলেন, "আমরা গণতন্ত্রে বাস করি। বাক স্বাধীনতা কী, তা আমাদের অন্য কোনও দেশের কাছ থেকে শেখার প্রয়োজন নেই। আমাদের মনে হয় না বাক স্বাধীনতা কোনও ধরনের হিংসায় উসকানি দিতে পারে না। আমাদের কাছে তা স্বাধীনতার অপব্যবহার, স্বাধীনতা রক্ষা নয়।" সান ফ্রান্সিসকোয় ভারতীয় কনসুলেটে বসে বিদেশমন্ত্রী কানাডায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূতদের খালিস্তানি হুমকি দেওয়া প্রসঙ্গেও কথা বলেন। তিনি বলেন, "আপনারা যদি আমার জায়গায় থাকতেন, তবে কী করতেন? যদি আপনাদের দূতাবাসে, আপনাদের রাষ্ট্রদূতদের

দার্জিলিং যাওয়ার পথে লাইনচ্যুত টয় ট্রেন, আতঙ্কিত যাত্রীরা

শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : দার্জিলিংয়ের কাছে ফের লাইনচ্যুত হল টয়ট্রেন। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাত্রীরা। শনিবার সকালে ঘুম স্টেশন থেকে দার্জিলিংয়ের দিকে যাচ্ছিল জয়রাইড। মাঝপথে সেটি লাইনচ্যুত হয়ে পড়ে। টয়ট্রেনে বেশ কয়েকজন পর্যটক ছিলেন। যদিও ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই। যাত্রীরা সবাই সুরক্ষিত রয়েছেন। তবে এদিন ট্রেন লাইনচ্যুত হয়ে পড়ায় সমস্যায় পড়েন তাঁরা।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের (ডিএইচআর) আধিকারিকরা। এরপর লাইনচ্যুত টয় ট্রেনটিকে আবার লাইনে রেখে যাত্রা শুরু করানো হয়। এদিকে এদিন সকাল থেকে উত্তরবঙ্গের সমতল এলাকার পাশাপাশি পাহাড়ি এলাকাও বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন, রবিবার থেকে হালকা বৃষ্টিপাত বাড়তে পারে উত্তরের জেলাগুলিতে। মঙ্গলবার থেকে ফের একবার ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে পার্বত্য এলাকায়।

মহারাজা অগ্রসেনের জন্মবার্ষিকী উদযাপিত হবে ১৫ অক্টোবর

রাঁচি, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স) : মহারাজা অগ্রসেনের জন্মবার্ষিকী পালিত হবে ১৫ অক্টোবর। আগরওয়াল সভা ওইদিন মহারাজা অগ্রসেনের জন্মবার্ষিকী ও বার্ষিক উৎসব উদযাপন করবে। আগরওয়াল সভার সভাপতি নন্দ কিশোর পাটোদিয়া শনিবার জানিয়েছেন, উৎসবটি পয়লা অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে ১৫ অক্টোবর সমাপ্ত হবে। মহারাজা অগ্রসেন ভবনে পয়লা অক্টোবর প্রশ্ন মঞ্চ, একক নৃত্য, যুগল নৃত্য, দলগত নৃত্য ও অভিনব পোশাক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

২ অক্টোবর, আগরওয়াল সভার প্রতিষ্ঠা দিবস। এছাড়াও জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী এবং লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর জন্মবার্ষিকীও রয়েছে। সেইসব উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র করে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এবং প্রাক্তন মন্ত্রীদের সঙ্গে সমাজের প্রবীণদেরও সম্মানিত করা হবে।

বিয়ে না করায় যুবতীর ছবি ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে ধৃত যুবক

পূর্ব মেদিনীপুর, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : প্রেমিকা বিয়ে না করায় তাঁর ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে ছবি সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার হল এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদলের মালুবসান গ্রামে। ধৃত যুবকের নাম স্বরূপ ঘাঁটি। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, নিজের কাজের ফাঁকে অনলাইনে লুডো খেলার অভ্যাস ছিল ধৃত স্বরূপ ঘাঁটির। সেই লুডো খলতে গিয়েই একশো কিলোমিটার দূরে পটাশপুরের অমর্ষি এলাকায় এক যুবতীর সঙ্গে আলাপ হয় তার। বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ধীরে ধীরে ওই যুবতীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে স্বরূপ। সেই থেকে দু'জনের মধ্যে মেলামেশা ও ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। গত তিন বছর ধরে দু'জনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক ছিল।

ওই যুবতী তাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বলে দাবি স্বরূপের। সেই থেকে স্বরূপের নিজের সংসারে অশান্তি তৈরি হয়। পটাশপুরের যুবতীকে বিয়ে করার পরিকল্পনায় নিজের স্ত্রীর সঙ্গে আইনিভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বরূপ এরপর স্বরূপ ওই যুবতীকে বিয়ে করতে চাইলে, সম্পর্কের কথা অস্বীকার করেন যুবতী। গোপনে ওই যুবতীর অন্যত্র বিয়েও হয়ে যায়। এই খবর শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে স্বরূপ। এরপরেই প্রতিশোধ নিতে যুবতীর অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ছবি সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয় ওই সে।

এদিকে যুবতীর নতুন সংসারে এই ঘটনা জানাজানি হতেই অশান্তি তৈরি। ঘটনায় যুবতীর মা স্বরূপ ঘাঁটির বিরুদ্ধে পটাশপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ।তদন্ত নেমে বৃহস্পতিবার রাতে মহিষাদলের বাড়ি থেকে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে সমাজ মাধ্যমে ছবি ছড়িয়ে দেওয়ার কথা অভিযুক্ত স্বরূপ ঘাঁটি স্বীকার করেছে বলে দাবি পুলিশের।

'এক তারিখ, এক ঘন্টা, এক সাথ' প্রচারাভিযানের ঘোষণা মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স) : মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক স্বচ্ছতা হি সেবার অধীনে 'এক তারিখ, এক ঘন্টা, এক সাথ' প্রচারাভিযানের ঘোষণা করেছে। পয়লা অক্টোবর স্বচ্ছ ভারত মিশনের নয় বছর পূর্তি উদযাপন করতেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক।

এক ঘন্টায় ২৯,০০০-এরও বেশি অনুষ্ঠান পরিবেশিত হওয়ার কথা। এই অনুষ্ঠানগুলি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, ওয়ান স্টপ সেন্টার এবং এনআইপিসিসিডি - এর অফিসগুলির মাধ্যমে সংগঠিত হবে। মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক জানিয়েছে, এই ইভেন্টে ১৫ লক্ষেরও বেশি মানুষ অংশগ্রহণ করবে। পরিচ্ছন্নতা অভিযানটি প্রধানত রাজ্য, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির গ্রামীণ এবং শহর উভয় অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হবে। যেমন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, বাস স্ট্যান্ড, রেলস্টেশন, সমুদ্র সৈকত, পর্যটন স্থান, নদীর ধারের কাছাকাছি, প্রভৃতি স্থানে। এটি উল্লেখযোগ্য যে স্বচ্ছ ভারত মিশন আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রকের একটি বড় উদ্যোগ। এটির নাম দেওয়া হয়েছে "স্বচ্ছতা হি সেবা", ২০২৩। অভিযানটি শুরু হয়েছে ১৫ সেপ্টেম্বর। সমাপ্ত হওয়ার কথা হবে ২ অক্টোবর। মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক পরিচ্ছন্নতার প্রতি অঙ্গীকার ব্যক্ত করা ফলেই এই অভিযান অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।

সৌরভকে লেখা সন্ময়ের খোলা চিঠিতে সারা নেটনাগরিকদের

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বিজেপি রাজ্য কমিটির সদস্য সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌরভ গাঙ্গুলিকে লেখা খোলা চিঠি খোলা চিঠিতে আলোড়ন তৈরি হয়েছে নেটনাগরিকদের একাংশে। এই চিঠি সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশের এক দিনের মধ্যে, শনিবার বেলা সওয়া দশটায় লাইক, মন্তব্য ও শেয়ারের সংখ্যা হয়েছে যথাক্রমে ৪ হাজার ৩০০, ৬৬০ ও ৭৪২। মন্তব্যের প্রায় সবই সৌরভের বিপক্ষে।

সন্ময় লিখেছেন, "যে ঔদ্ধত্য দেখিয়ে যে স্টাইলে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন সেই ঔদ্ধত্য কার সঙ্গে দেখালেন ? ভেবে দেখেছেন ?

ভেবে দেখেছেন কার প্রতি দেখালেন ? কার প্রতি অবিচার করলেন ভেবে দেখেছেন ? নিজের নামের প্রতি ? বাঙালি মননে, চিন্তনে যে লার্জার দ্যান লাইফ পোর্টেট আপনি নিজের ব্যক্তিত্ব দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন সেটাই ভাঙলেন না কি ? যে অসংখ্য বাঙালি উত্তম কুমারের পর আপনাকে শ্রেষ্ঠ আইকন বলে মনে করেন তাঁদের কাছে নিজেকে কতটা ছোট করলেন ? ভেবে দেখেছেন ?

কখনও ভেবে দেখেছেন শিল্প তাড্ডয়া, টাটা তাড্ডয়া এক প্রতারক মহিলা অত্যন্ত শঠতায় ব্যক্তিগত ইমেজ গড়তে আপনাকে কি নিপুণ ভাবে ব্যবহার করল? স্পেনের একটি বিফল সফরকে চমকপ্রদ করতে কি সুন্দর আপনাকে ঢাল হিসেবে তিনি ব্যবহার করলেন? আর আপনি কি সুন্দর ব্যবহৃত হলেন দিল্লিকে সবক শেখাতে?

ভুলে গেলেন এই প্রতারক মহিলা শাহরুখ খানকে বাংলার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর করেছিলেন, আপনাকে হারের সামনে পেয়েও করেননি। নাইট রাইডার্স যখন আপনাকে তাড়ালো তখন এই মহিলা একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি। মনে পড়ে এসব? নাকি মনে পড়ে না?

স্পেনে বললেন ৬ মাসের মধ্যে ৬ হাজার লোক নিয়ে শুরু হয়ে যাবে কারখানা। এয়ারপোর্টে নেমেই ৬ মাসটা ১৬ থেকে ২০ মাস হয়ে গেল। কেন? কি কারণে? ওয়াআপনি তো আবার উত্তর দিতে বাধ্য নন ! আপনি তো আবার স্বাধীন মানুষ!

আপনি বলেছেন, আমি যেখানে ইচ্ছে যাব। স্পেনে গিয়ে শিল্পপতি হওয়ার প্রসঙ্গেই কথাগুলো বলেছেন। বেশ করেছেন বলেছেন। একবার যান তো, একবার একটু কষ্ট করে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে, মাতঙ্গিনী মূর্তির পাদদেশে, ৯৫০ দিনের ওপর চাকরি প্রতারিত ছেলে মেয়েগুলো কি অসম্ভব যন্ত্রণা নিয়ে গ্রাম বাংলা থেকে এসে দিনের পর দিন শুকনো মুখে বসে রয়েছে, সেই ছেলে মেয়ে গুলোর কাছে। এই ঔদ্ধত্য নিয়ে একবার বলুন তো দেখি তোমাদের কাউকে এখানে বসতে হবে না, আমি আছি তোমাদের পাশে, আমি সৌরভ গাঙ্গুলি, বাঙালির আইকন।

পারবেন যেতে? পারবেন বলতে? সৌরভ? ওহসৌরভ? চুপ কেন? উত্তর দেবে না? একটা ছোট্ট প্রত্যাশার ? কোথায় বাধছে? একটা ছোট্ট ইন সুইঙ্গার নিতে পারলে না ? কি রকম ব্যাটসম্যান গো তুমি ! স্পেনে গিয়ে শিল্পপতি সাজতে গিয়েছিলে রাজ্যে ফিরে ময়দানে, যেখানে তোমার বড় হওয়া সেই ময়দানে শুকনো মুখের হাজার হাজার ছেলে মেয়ের সামনে দাঁড়াতে পারবে না ? এই তোমার কলজে ! আজ আপনি বলেছেন যতদিন আমি জানব আমি ঠিক কাজ করেছি ততদিন যেখানে ইচ্ছে আমি যাব। যা ইচ্ছে করব।

সৌরভ, শুধু বলবো মনে রাখবেন, আপনার এই ঔদ্ধত্য, লর্ডসের ব্যালকনির ঐশ্বর্যের ঔদ্ধত্য নয়। এক প্রতারকের ধান্দাবাজির ঔদ্ধত্য। নিজেই যেটার জন্ম দিলেন আজ গর্বের চাউনিতে। সযত্নে। পারলে আয়নায় মুখটা দেখবেন। কি কুৎসিত লাগলো নিজেই হয়তো বুঝবেন। নিজেরই চোখেই হয়তো ধরা পড়বে নায়ক থেকে খলনায়ক হওয়ার এই ট্র্যাজিক সমাপতন। ভালো থাকবেন, সুখে থাকবেন আমার একজন অচেনা, অন্য এক আপনি, সৌরভ।"

পুজোয় যান নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৮ হাজার গেঞ্জি এবং টুপির বরাত

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : পুজোর দিন যত এগোচ্ছে, তত রাস্তায় ভিড় বাড়ছে। তাই ব্যস্ত হয়ে পড়ছে ট্রাফিক বিভাগ। এই পরিস্থিতি বলে দিচ্ছে পুজোর ক'দিন ভিড় আরও বাড়বে। তাই চিন্তা বাড়ছে লালবাজারের বড়কর্তাদের। যান নিয়ন্ত্রণের জন্য এবার স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য ১৮ হাজার গেঞ্জি এবং টুপির বরাত দেওয়া হল।

গত কয়েক বছরে লালবাজারের ট্রাফিক পুলিশের সংখ্যা ক্রমশই কমছে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

আয়োজন করেছে। এই সেবা পক্ষকালে আয়ুষ্মান আপকে দুয়ার, আয়ুষ্মান মেলা এবং আয়ুষ্মান সভা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।
অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব ড. দেবাশিস বসু বলেন, রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় আমূল পরিবর্তন আনা হচ্ছে। জেলা ও মহকুমাস্তরের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে উন্নত পরিষেবা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের ইএমআর অধিকর্তা ও অতিরিক্ত ডিডিজি ড. এল স্বস্তিচরন, হেলথ সার্ভিস ডিরেক্টর ডাঃ সুপ্রিয় মল্লিক। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা স্বাস্থ্য সুরক্ষা সমিতির এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি ডি কে চাকমা। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা স্বাস্থ্য সুরক্ষা সমিতির মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক ডাঃ শুভেন্দু দেববর্মা। অনুষ্ঠানে আয়ুষ্মান ভারত - প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা এবং আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশনের উপর নির্মিত একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠানে আয়ুষ্মান ভারত - প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় পরিষেবা প্রাপ্ত সুবিধাভোগীদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়। শুভেচ্ছা স্বরূপ সুবিধাভোগীদের ফলের ঝুড়ি দিয়ে ও রিসা পরিয়ে শুভেচ্ছা জানান মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ।
অনুষ্ঠানে আয়ুষ্মান ভারত - প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার সফল রূপায়ণ এবং আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশনে আভা ক্রিয়েশন এবং হেলথ রেকর্ড সংযোগে উৎকৃষ্ট কাজের জন্য দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাকে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে আয়ুষ্মান ভারত - প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় ভালো কাজের জন্য সেরা আরোগ্য মিত্র হিসেবে পুরস্কার পেয়েছেন উত্তর ত্রিপুরা জেলার শনিছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আরোগ্য মিত্র সুরজিৎ দেবনাথ। তাছাড়া আয়ুষ্মান ভারত - প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার কাজের নিরিখে খোয়াই জেলা হাসপাতাল, বিমল সিনহা মেমোরিয়াল মহকুমা হাসপাতাল এবং নীহারনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে পুরস্কৃত করা হয়েছে।

বিক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

সদস্যারা। এখন দেখার টি এস আর পঞ্চম বাহিনীর সি ই ও- র নির্দেশ ঘিরে বাহিনীতে কর্মরত জওয়ানদের পরিবারের সদস্যাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কি ধরনের ব্যবস্থা নেয় ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ। তবে বর্তমান সি ই ও- বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে বিষয়টি আরো জটিল করল আবাসিকরা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও এই বিষয় দেখার আবেদন জানান তারা।

সরাসরি মুম্বাই

● প্রথম পাতার পর

সাংবাদিক সম্মেলনে পরিবহনমন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় দেশের বিভিন্ন রাজ্যের ৫০৮টি রেল স্টেশনকে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় এনে নতুন করে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ১১টি রেল স্টেশন এই প্রকল্পের আওতায় রয়েছে। যার জন্য ব্যয় হবে ৫,১০০ কোটি টাকা। রাজ্যের তিনটি রেল স্টেশনও অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় রয়েছে। এগুলি হল ধর্মনগর, কুমারঘাট এবং উদয়পুর রেল স্টেশন। এই তিনটি স্টেশনের উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হবে ৯৬ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা।

অনুষ্ঠান

● প্রথম পাতার পর

অতিথিগণ গান্ধী শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবেন। বিকেলে সর্বধর্ম প্রার্থনা হবে ভজন ও রামধুন। তাছাড়াও গান্ধীজীর লেখা, গীতা, কোরান, বাইবেল ও বুদ্ধ জাতক থেকে পাঠ করা হবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

নবাদল

● আটের পাতার পর

মধ্যে দক্ষতা তৈরির জন্য নতুন স্কিমও চালু করেছে। এই প্রকল্পের অধীনে, প্রতিটি জেলা থেকে ১০০ জন যুবককে শিল্প ইউনিট স্থাপনের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। কারখানাগুলি কীভাবে কাজ করে এবং ক্রেডিট লিঙ্কেজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে প্রথম হাতের এক্সপোজার পাবে। টিআইডিসি তাদের ১ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জামানতমুক্ত ঋণ প্রদান করবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

উন্নয়নের পরামর্শ

● প্রথম পাতার পর

শ্রী মোদী বলেন, এই অনুষ্ঠানটি টিম ভারতের সাফল্য এবং সবকা প্রয়াসের ভাবনার উদাহরণ। দেশের ভবিষ্যতের জন্য এই ধরনের কর্মসূচি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যার মাধ্যমে সংকল্পের সাহায্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হবে।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'স্বাধীন ভারতের প্রথম ১০টি কর্মসূচির তালিকা তৈরি করতে হলে সেই তালিকায় উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলা কর্মসূচির কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে'। উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলা কর্মসূচি ১১২টি জেলার ২৫ কোটি মানুষের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন নিয়ে আসবে। এই কর্মসূচির সাফল্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্লকের কর্মসূচি সংক্রান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে সাহায্য করেছে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্লক কর্মসূচি সফল হতে বাধ্য, কারণ অভূতপূর্ব এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নে জনসাধারণ একযোগে কাজ করবেন।
ব্লক স্তরের তিন আধিকারিকের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তৃণমূল স্তরে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তাঁর আত্মপ্রত্যয় বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এই সব আধিকারিকদের সঙ্গে একযোগে তিনিও কাজ করতে আগ্রহী। তিনি আশা করেন নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলির কাজ শেষ হবে। এই ধরনের প্রকল্পের কাজ কতটা হচ্ছে সেটি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তাঁর নজরে থাকে। 'উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলা কর্মসূচির সাফল্যের খতিয়ান আমার কাছে অনুপ্রেরণার উৎস'।
উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলা কর্মসূচির পঞ্চম বার্ষিকী উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী জানান, বর্তমানে এই কর্মসূচির মূল্যায়ন থার্ড পার্টি বা বাইরের নিরপেক্ষ সংস্থার মাধ্যমে করা হচ্ছে। প্রশাসনিক কাজে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে এই কর্মসূচি থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতা সহায়ক হয়। সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের গুরুত্বের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের প্রতিটি অঞ্চলকে সমদৃষ্টিতে গুরুত্ব দিতে হবে। 'সার্বিক উন্নয়ন না ঘটলে তার প্রভাব সকলের ওপর এসে পড়ে। গাণিতিক সূত্র ব্যবহার করে বিভিন্ন উন্নয়নের সুফল হয়তো অনেকেই দেখতে পান, কিন্তু তা কখনোই প্রকৃত উন্নয়ন হয় না। আর তাই তৃণমূল স্তরে প্রত্যেকটি জিনিসের দিকে আমাদের নজর রাখতে হবে।'
প্রধানমন্ত্রী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিভিন্ন দপ্তরের সচিবদের বলেন, দুটি বিষয়ে বিবেচনা করে তাঁদের কাজ করতে হবে। প্রত্যেক রাজ্যের দ্রুত উন্নয়ন আর পিছিয়ে পড়া জেলাগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া। তিনি দেশের পিছিয়ে পড়া ১০০টি ব্লক চিহ্নিত করার পরামর্শ দেন, যাতে ওই ব্লকগুলির উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়। ১০০টি ব্লক চিহ্নিত করার পর সেখানে উন্নয়নের কাজ যাতে দেশের উন্নয়নের বিভিন্ন মাপকাঠির তুলনায় বেশি হয় সেটি নিশ্চিত করতে হবে। এর জন্য প্রত্যেক দপ্তরকে একযোগে কাজ করতে হবে। রাজ্য সরকারগুলির ভূমিকার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, সব থেকে পিছিয়ে পড়া ১০০টি গ্রাম চিহ্নিত করে সেখানে উন্নয়ন ঘটাতে হবে। এই উন্নয়নকে আদর্শ করে আরও ১০০০ গ্রামের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে।
২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে যে সংকল্প নেওয়া হয়েছে সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, উন্নয়ন শুধুমাত্র মহানগর বা পিছিয়ে পড়া গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। 'আমরা এই মডেলকে অনুসরণ করি না। আমরা ১৪০ কোটি দেশবাসীর সঙ্গে চলতে চাই।' উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলা কর্মসূচি বাস্তবায়নের সময় স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, একসময় গুজরাটের কচ্ছ জেলাকে বিবেচনা করা হত অনুন্নত অঞ্চল হিসেবে। সেখানে কাউকে বদলি করা হলে সেটি শাস্তিমূলক বদলি বলে বিবেচিত হত। কিন্তু ভূমিকম্পের পর ওই অঞ্চলে কর্তব্যরত আধিকারিকদের অধ্যাবসায়ের কারণে আজ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলটিতে যাঁরা বদলি হন, তাঁরা অত্যন্ত অগ্রহের সঙ্গে সেখানে যান। তাঁদের কাছে এই বদলি সম্মানের। দেশের উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলা সংক্রান্ত প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত তরুণ আধিকারিকদের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকারগুলিকে ব্লক স্তরে কাজ করা সফল তরুণ আধিকারিকদের পদোন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকারের বাজেটে এখন শুধু প্রকল্পের কথাই উল্লেখ থাকে না, এই প্রকল্পের মাধ্যমে কী কী গুণগত পরিবর্তন ঘটবে, সেই বিষয়টিও স্থান পায়। প্রশাসনিক কাজে তাঁর বিপুল অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নয়ন নিশ্চিত হয়'।
শ্রী মোদী বলেন, বিভিন্ন প্রকল্পের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য সম্পদের সঠিক ব্যবহারের প্রয়োজন। 'সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে সেটি অপচয় হতে পারে। কিন্তু যে অঞ্চলে সেই সম্পদেরই চাহিদা রয়েছে, সেখানে তা ব্যবহার করা হলে, সম্পদকে সঠিক ভাবে কাজ লাগানো যায়। চাহিদাসম্পন্ন অঞ্চলগুলিতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সর্বত্র সম্পদের সমবন্টন করা উচিত'।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকারের প্রতি নির্ভরশীলতার ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। এক্ষেত্রে সমাজের শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। জনভাগিদারীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রত্যেক ক্ষেত্রে কাজের জন্য একজন নেতার প্রয়োজন। সংকল্প সপ্তাহ কর্মসূচিতে দলগত কাজের ধারণাকে বাস্তবায়িত করতে হবে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় দেখা যায় সমাজের একজন আরেকজনের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। ব্লকস্তরে একজোট হয়ে কাজ করার ওপর গুরুত্ব দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সকলকে একসঙ্গে পালন করতে হবে। এই ধরনের অনুষ্ঠানে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি পালন করতে হবে। যার সাহায্যে অপুষ্টি দূর করা সম্ভব হয়। 'সর্বসাধারণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে কোন সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়'।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি জনগোষ্ঠীর মানুষ কোন দেশের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার পরিচিতি বাড়াতে পারে। এক্ষেত্রে তাঁদের সেই উদ্যোগগুলি সরকারের কূটনৈতিক উদ্যোগের সহায়ক হয়। সংকল্প সপ্তাহের যথাযথ উদযাপনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, এক্ষেত্রে সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। একক ভাবে কোন কর্মসূচি পালন না করে সার্বিক ভাবে তা কার্যকর করা প্রয়োজন। যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ভূমিকার কথা উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, ব্যক্তিগত উপস্থিতির কোন বিকল্প নেই। কোন জায়গা সফর করার সময় সেই জায়গা সম্পর্কে আমাদের খোঁজ-খবর নিতে হবে। সংকল্প সপ্তাহ উদযাপনের সময় সহকর্মীদের একসঙ্গে বসে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে অন্যের চাহিদা সম্পর্কে ধারণা পেতে হবে। একই সঙ্গে কে কোন বিষয়ে শক্তিশালী সেবিষয়েও খোঁজ-খবর রাখতে হবে। শ্রী মোদী অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রতিনিধিদের পাঁচটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিতে বলেন, তাহলে যথাযথ সাফল্য পাওয়া যাবে। এর ফলে তাঁদের মধ্যে আস্থা বৃদ্ধি হবে। ব্লকের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে ওই ব্লক অন্য ব্লকের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে উঠবে। '১১২টি উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলা আজ অনুপ্রেরণাদায়ক জেলায় পরিণত হয়েছে। আমি নিশ্চিত এক বছরের মধ্যে ১০০টি উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্লক অনুপ্রেরণাদায়ক ব্লকে পরিণত হবে।'অনুষ্ঠানে নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান শ্রী সুমন বেরি সহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।প্রেক্ষাপটঃ-উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্লক কর্মসূচির কার্যকরী রূপায়ণের সঙ্গে এই 'সঙ্কল্প সপ্তাহ' যুক্ত। ২০২৩-এর ৭ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী দেশব্যাপী এই কর্মসূচি চালু করেছিলেন। নাগরিকদের জীবনধারণের মানোন্নয়নে ব্লকস্তরে পরিচালন ব্যবস্থাকে উন্নত করাই এর লক্ষ্য। দেশের ৩২৯টি জেলার ৫০০টি উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্লকে এই কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্লক কর্মসূচি রূপায়ণ এবং কার্যকরী ব্লক উন্নয়ন কৌশল তৈরিতে দেশজুড়ে ব্লক ও গ্রামস্তরে চিন্তন শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই চিন্তন শিবিরের চূড়ান্ত রূপ হল 'সঙ্কল্প সপ্তাহ'।৫০০টি উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলার সর্বত্র এই 'সঙ্কল্প সপ্তাহ' উদযাপিত হবে। ২০২৩-এর ৩ অক্টোবর থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত 'সঙ্কল্প সপ্তাহ'-এর এক একটি দিনকে একটা সুনির্দিষ্ট উন্নয়নমূলক বিষয়ের ওপর উৎসর্গ করা হবে এবং সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলাই ঐ বিষয় নিয়ে সেদিন কাজ করবে।

কেন্দ্রের দেওয়া কত টাকা ফেরত পাঠিয়েছেন তার তালিকা নিয়ে যেতে বার্তা অভিষেককে

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি স)। দিল্লি যাওয়ার আগে কেন্দ্রের দেওয়া কত টাকা ফেরত পাঠিয়েছেন, তার ২ শতাংশের এর তালিকা নিয়ে যান যুবরাজ। উত্তরবঙ্গের একটা তালিকা নিন প্রথমে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে শনিবার এই বার্তা দিলেন বিজেপি-র রাজ্য কমিটির সদস্য সুদীপ্ত গুহ।সুদীপ্তবাবু সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, "উত্তরবঙ্গে শিল্প বিনিয়োগ না হাওয়ার মূল কারণ বন্দরে যাওয়ার রাস্তার অভাব। ছয় দশক আগে মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন মহাশয় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীজির সহায়তায় হলদিয়া বন্দর তুলে দেন পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে। প্রচুর বরাদ্ধ করেন ফারাক্কা ব্যারেজ প্রকল্পে। কিন্তু উত্তরবঙ্গ থেকে হলদিয়া যাওয়ার জন্য না তৈরি হয় কোন সরাসরি এক্সপ্রেসওয়ে না কোন রেলপথ। সেইজন্যই, উত্তরবঙ্গ বিনিয়োগকারীদের কাছে উত্তরপূর্বের একটা রাজ্যের মতই কম গুরুত্ব পেত।অথচ পশ্চিমবঙ্গর অংশ বলে উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলি কেন্দ্র থেকে যে সুবিধা পেত, তা উত্তরবঙ্গ পেত না। এরমধ্যে ভূমি সংস্কার, তিস্তা প্রকল্পে ব্যর্থতা কৃষিকে শেষ করে দেয় এবং হিন্দু বাঙালী আবার গৃহহীন হয়। চা বাগান চলে যায় কিছু অসৎ ব্যাবসায়ীদের হাতে যারা কলকাতার মন্ত্রীদের পকেটে রেখে দেশের সব শ্রমিক আইন ভেঙে চা বাগানের কর্মীদের দারিদ্রের শেষ সীমায় নিয়ে যায়।২০১১ তে কেন্দ্রীয় অর্থনীতি বিষয়ক শাখার সহায়তায় রাজ্যকে ৩০০০ কোটি লোন দেওয়া হয় মোড়গ্রাম থেকে মেছোগ্রাম বন্দর সংযোগকারী রাস্তা তৈরির জন্য। তৃণমূল সরকার পুরো টাকা ফিরিয়ে দেয়। সঙ্গে ডালখোলা থেকে মোড়গ্রাম রাস্তার দায়িত্বও নেয় কেন্দ্র। সেখানেই ঠিকাদার পালা।তিস্তা প্রকল্পে ৯০ শতাংশ টাকা দেওয়ার অঙ্গীকার করে কেন্দ্র। জমির অভাবে কোন কাজ হয় না। ৯৯ শতাংশ টাকা ফেরত যায়। রাজ্য মাত্র কয়েক কাঠা জমি না দেওয়ায় ১৪ বছর আটকে থাকে জিয়াগঞ্জ আজিমগঞ্জ রেল ব্রিজ। সবই উত্তরবঙ্গের মানুষকে তৃণমূলকে প্রত্যাখ্যান করার শাস্তি।কেন্দ্র আবার মোড়গ্রাম থেকে খড়্গপুর তৈরির জন্য ৬০০০ কোটির টেন্ডার ডেকেছে। যদি রাজ্য সহযোগিতা করে, আগামীদিনে উত্তরবঙ্গ বিনিয়োগের কেন্দ্র হয়ে উঠবে। হলদিয়া শিলিগুড়ি যাওয়ার সময় এক তৃতীয়াংশ হয়ে যাবে।আজ যখন যুবরাজ দিল্লি যাচ্ছে বকেয়া টাকার দাবীতে, তখন তাঁকে উত্তর দিতে হবে কেন্দ্রের দেওয়া কত টাকা তারা ফেরৎ পাঠিয়েছে।"

করিমগঞ্জে ষষ্ঠ রাষ্ট্রীয় পোষণ মাস ২০২৩ এর সমাপনী অনুষ্ঠান

করিমগঞ্জ (অসম) ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : সমগ্র দেশ ও রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে করিমগঞ্জেও সেপ্টেম্বর মাস ব্যাপী চলা রাষ্ট্রীয় পোষণ মাসের সমাপনী অনুষ্ঠান শনিবার করিমগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার করিমগঞ্জের জেলা আয়ুক্ত মৃদুল যাদবের পৌরোহিত্যে তার কার্যালয় সভাকক্ষে রাষ্ট্রীয় পোষণ মাসের সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। 'সুপোষিত ভারত, স্বাক্ষর ভারত, সশক্ত ভারত' এই থিম নিয়ে সেপ্টেম্বর মাস ব্যাপী চলা করিমগঞ্জ জেলার প্রতিটি আইসিডিএস প্রজেক্টের অধীনে গ্রহণ করা কর্মসূচি নিয়ে ব্যাখ্যা করেন সহকারি আয়ুক্ত ও ভারপ্রাপ্ত জেলা সমাজ কল্যাণ আধিকারিক রূপক মজুমদার। অনুষ্ঠানে জেলাশাসক মাসব্যাপী চলা রাষ্ট্রীয় পোষণ অভিযানে অংশগ্রহণ করা আঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা, সুপারভাইজার, আইসিডিএস প্রজেক্ট অফিসারদের তাদের নিরলস প্রয়াসের জন্য কৃতজ্ঞতা জানান। পাশাপাশি জেলা আয়ুক্ত অতি অপুষ্টি গ্রস্ত শিশুদের শনাক্তকরণে আরও বেশি কাজ করে যেতে পরামর্শ দেন। তিনি আঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদেরকে পোষণ মাসের কর্মসূচিগুলি থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রতিনিয়ত এই প্রয়াসকে জারি রাখতে বলেন। এছাড়া তিনি সুপারভাইজারদের কর্মদক্ষতা আরও বৃদ্ধি করতে নির্দেশ দেন। এতে অংশগ্রহণ করে সমাজকল্যাণ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত এডিসি মিনার্ভা দেবী আরামবাম সমাজকল্যাণ বিভাগের তৃণমূল স্তরের কর্মী থেকে শুরু করে সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের পোষণ অভিযানকে একটি মাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে নিয়মিত কাজ চালিয়ে যেতে পরামর্শ দেন। অনুষ্ঠানে ডায়েটিশিয়ান ডা. মমতা পাল সাহা শিশুদের স্বাস্থ্য ও পোষণের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে স্বাস্থ্যবান শিশুর জন্য মায়ের পুষ্টিকর আহার গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অনুষ্ঠানে সমগ্র জেলায় মাসব্যাপী চলা কার্যসূচির বিবরণী সম্বলিত একটি ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। পাশাপাশি, স্বাস্থ্য বালক স্পর্ধা, পোষণ ভি পড়াই ভি, পোষণ ভাটিকা, পুষ্টির জন্য যোগা ও আয়ুষ, টেস্ট ট্রিট অ্যান্ড টক অ্যানিমিয়া অর্থাৎ টি থ্রি ক্যাম্প ও মাতৃদুগ্ধ পান করানোর উপকারিতার বিষয়গুলি নিয়ে মাস ব্যাপী জেলার বিভিন্ন স্থানে গ্রহণ করা কার্যসূচী সম্বলিত তথ্য পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তুলে ধরেন ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর সৈয়দ মেহেবুবুর রহমান। এদিন করিমগঞ্জের স্বাস্থ্য বিভাগের মুখ্য চিকিৎসা আধিকারিক (সিডি) ডা. রঞ্জিত বৈদ্য, জেলার সব সিডিপিও, সুপারভাইজার, আঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা, ব্লক কোডিনেটরদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে পোষণ মাস ব্যাপী শ্রেষ্ঠ সেবা প্রদানের জন্য আঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা এবং সুপারভাইজারদের শংসাপত্র এবং ট্রফি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়।

নাম না করে পঃবঙ্গ'র বিরুদ্ধে রাজভবনে নজরদারির অভিযোগ রাজ্যপালের

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : রাজভবনের অন্দরমহলে নজরদারির অভিযোগে কলকাতা পুলিশকে নিরাপত্তার দায়িত্ব থেকে সরিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এ বার নাম না করে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে নজরদারির অভিযোগ আনলেন তিনি। শনিবার বিকেলে রাজভবনে ধূপগুড়ির বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায়ের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান। রাজ্যপালই তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান। সেই অনুষ্ঠান শেষে নিজে সংবাদমাধ্যমের দিকে এগিয়ে আসেন বোস।রাজভবনের অন্দরমহল থেকে কলকাতা পুলিশকে সরিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর হাতে নিরাপত্তার দায়িত্ব কেন তুলে দেওয়া হয়েছে? এমন প্রশ্নের অল্প কথায় জবাব দেন রাজ্যপাল। তিনি বলেন, "আউটসাইড রাজভবন দেয়ার ইজ ভায়োলেন্স। ইনসাইড রাজভবন বাই লেন্স।" আনন্দ বোসের এমন কৌশলী মন্তব্যে উপস্থিত কারও বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, রাজভবনের নিশানা একেবারে নবান্নের দিকেই।রাজ্যপালের এই মন্তব্যের পর তার উত্তরে বরাহনগরের বিধায়ক তাপস বলেন, 'এটা নিয়ে আমার কিছু বলার নেই। তবে এ টুকু বলতে পারি তিনি পশ্চিমবঙ্গের সাংবিধানিক প্রধান। এবং পশ্চিমবঙ্গের যে সরকার, সংবিধান মতে এটা তাঁরই সরকার। সুতরাং আমরা আশা করব, আমাদের রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান তাঁর সরকারের প্রতি সাংবিধানিক কর্তব্য এবং দায়িত্ব সম্পাদন করবেন।'প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার রাজ্যপালের দফতর ও বসবাসের জায়গার নিরাপত্তার দায়িত্ব থেকে কলকাতা পুলিশকে সরিয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীকে। তবে রাজভবন চত্বর ও রাজভবনের নীচের অংশের দায়িত্বে থাকবে কলকাতা পুলিশই।

তাজা বোমা

● প্রথম পাতার পর

ছড়িয়ে পড়তেই টি এস আর সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী গোটা এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, একটি বোমা উদ্ধার হয়েছে, তবে এর বেশি কিছুই জানানো সম্ভব নয়।
গোটা ঘটনার তদন্ত চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ। জেলা পুলিশ সুপার বিজয় দেববর্মা জানান সিআরপিএফ জওয়ানরা গাড়িতে করে বোমা নিয়ে আসার কথা নয়। তারপরও যেহেতু তিপ্রা মথা দলের কর্মীরা অভিযোগ করেছে, তাই ঘটনার তদন্ত করা হবে। তিনি আরও জানান একটি তাজা বোমা উদ্ধার হয়েছে। আরও একটি বোমা ফেটেছে বলে জানতে পেরেছেন। এইদিন তিপ্রা মথা দলের কর্মী সমর্থকরা উত্তেজিত হয়ে একটা সময় সিআরপিএফ জওয়ানদের গাড়ি ভাংচুর করার চেষ্টা চালায়।
এদিকে স্থানীয়দের দাবী এর আগে আরও একটি বোমা ফাটার শব্দ শুনেছেন এলাকাবাসী। যদিও পুলিশের তরফে এই বিষয়ে কোনো স্পষ্টীকরণ দেওয়া হয়নি। তিপ্রা মথার কর্মীদের দাবী টিএসআর জওয়ানরা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। কারণ তিপ্রা মথার কর্মীরা শান্তিপূর্ণভাবে বনধ - এর পিকেটিং করছিলেন। সেই শান্তিপূর্ণ পিকেটিং এ অশান্তি নিয়ে আসার জন্যই এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। তিপ্রা মথার কর্মীদের তরফে জানানো হয়, নিজেদের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার জন্য এডিসি এলাকার ৩৬ টি জায়গায় তারা বনধের সমর্থনে পিকেটিং করেছে। সব জায়গায় তারা শান্তিপূর্ণভাবেই এই আন্দোলন চলছিল। তবে টিএসআর বাহিনী প্রথমে বড়মুড়া পাহাড়ে একটি বোমা ফাটায়, তারপর অপর বোমা উদ্ধার হয়। গোটা ঘটনায় টি এস আর জওয়ানদের উপর অভিযোগ এনে তাদের গাড়ি ভাংচুর করার চেষ্টার অভিযোগও উঠেছে তিপ্রা মথার কর্মীদের উপর। গোটা ঘটনা ঘিরে গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বনধের শেষ মুহূর্তে। এখন পুলিশের তদন্তে কি বেরিয়ে আসে সেটাই দেখার।
এদিকে, ছোট্ট একটি পাহাড়ি রাজ্যে আমাদের এই ত্রিপুরা।জাতি উপজাতির মেলবন্ধনে গড়ে উঠা এই সুন্দরী ত্রিপুরাকে বিভক্ত করে গ্রেটার ত্রিপ্রাল্যান্ডের গড়তে শনিবার রাজ্যে পালিত হল ১২ ঘন্টার বনধ ত্রিপ্রা মথা দলের এই গ্রেটার ত্রিপ্রাল্যান্ডের দাবিকে কেন্দ্রীয় সরকারের সামনে তুলে ধরতে ১২ ঘন্টা বনধপালন করল ত্রিপ্রা মথা। শনিবার সকাল ছয়টা থেকে রাস্তা অবরোধ করতে বিশ্রামগঞ্জের দেওয়ান বাজার জাতীয় সড়কে এবং বিশ্রামগঞ্জ তক্সপাড়া রাজা চৌমুহনিতে সড়ক অবরোধে বসেন ত্রিপ্রা মথা দলের বিধায়ক সহ নেতাকর্মীরা। ত্রিপ্রা মথা দলের নেতা কর্মীরা তাদের দাবি-দাওয়া গলায় ঝুলিয়ে, মাঝসড়কে গাছের লগ রেখে তাদের দাবিতে স্লোগান দিতে থাকে। তাদের দাবি না মানলে আগামী দিনে ৭২ ঘণ্টার জন্য বনধডেকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত সড়ক পথ গুলো স্তব্ধ করে দেবে।আর তাতেও যদি না হয় তাহলে আগামী দিনে অনির্দিষ্টকালের জন্য ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকাগুলোতে বনধঘোষণা করা হবে এমনটাই জানালেন তিপ্রা মথা দলের কর্মীরা। বিশ্রামগঞ্জ রাজা চৌমুহনিতে সড়ক অবরোধে উপস্থিত ছিলেন চড়িলাম বিধানসভার ত্রিপ্রা মথা বিধায়ক সুবোধ দেববর্মা, সহ ত্রিপ্রা মথার অন্যান্য নেতৃত্বরা অন্যদিকে দেওয়ান বাজার আগরতলা উদয়পুর সড়ক অবরোধে উপস্থিত ছিলেন গোলাঘাটি বিধানসভা কেন্দ্রের ত্রিপ্রা মথা বিধায়ক মানব দেববর্মা,এমডিসি উমাশঙ্কর দেববর্মা,ত্রিপ্রা পলিটিক্যাল পার্টির সেক্রেটারি রাজেশ্বর দেববর্মা, ত্রিপ্রা মথার স্টেট অবজারভার বুদ্ধ দেববর্মা, টাকারজলা ত্রিপ্রা মথা ব্লক প্রেসিডেন্ট অমৃত দেববর্মা, সহ ত্রিপ্রা ওমেন ফেডারেশনের সমস্ত নেতৃত্বরা। পূর্ব নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী সকাল ছয়টা থেকে বিকাল ৪ঃ২৫ পর্যন্ত চলে এই অবরোধ। ত্রিপ্রা মথা দলের সব বিধায়কগণ এই বনধে অংশগ্রহণ করেন।ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকা গুলোতে ত্রিপ্রা মথা দলের ডাকা এই ১২ ঘন্টা বনধের ফলে স্তব্ধ হয়ে পড়ে রাজ্যের সড়ক পথ। এই বনধকে সমর্থন জানিয়ে সম্পূর্ণ দোকানপাট অফিস স্কুল কলেজ বন্ধ রেখেছে পাহাড়ি এলাকায়। এখন দেখার বিষয় রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের বিরোধী দল ত্রিপ্রা মথা দলের এই দাবি কে কতটুকু মান্যতা দেয় সেদিকে তাকিয়ে আছেন রাজ্যবাসী। সিপাহীজলা জেলার হাতাইকরত,লুংথাং,হারিয়া কুবরা, বিশালগড় চেলিখলা সহ বিভিন্ন এলাকায় ত্রিপ্রা মথা তাদের বনধ সফল করার লক্ষ্যে সড়ক অবরোধ করেন।এই বনধে রাজ্যের সমস্ত অফিস আদালত খোলা থাকলেও, দূরপাল্লার বাস সহ অন্যান্য যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল।এতে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে সাধারণ জনসাধারণকে।

হাফলঙে অসম গ্রন্থমেলা

হাফলং (অসম), ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলার শৈল শহর হাফলঙে প্রথমবারের মতো অসম গ্রন্থমেলার প্রস্তুতি চূড়ান্ত। রবিবার থেকে হাফলং সাংস্কৃতিক ভবন প্রাঙ্গণে এই অসম গ্রন্থমেলা অনুষ্ঠিত হবে। রবিবার দুপুর ১২টায় অসম গ্রন্থমেলার উদ্বোধন হবে। ইতিমধ্যে কলকাতা, দিল্লি সহ অসমের শিলচর, গুয়াহাটি থেকে বিভিন্ন প্রকাশনা গোষ্ঠী বিভিন্ন বইয়ের সমাহার নিয়ে হাফলঙে উপস্থিত হয়েছেন।রাজ্য সরকারের অধীনস্থ অসম প্রকাশন পরিষদ এবং সারা অসম বই প্রকাশন ও বিক্রেতা সংস্থার উদ্যোগে ১ অক্টোবর থেকে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত সাত দিন ব্যাপী এই অসম গ্রন্থ মেলা অনুষ্ঠিত হবে হাফলঙে। এদিকে এই গ্রন্থমেলায় অংশগ্রহঁ করতে নয়াদিল্লি থেকে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া ও বুক ফোর্ড পাবলিকেশন কলকাতা থেকে উডপেকার ও নিউ ডলফিন প্রাকশন, শিলচরের বাতায়ন, গুয়াহাটি থেকে অসম প্রকাশন পরিষদ, গুডবুক ডিস্ট্রিবিউটর্স, আঙ্গিক প্রকাশন, ইউনিক বুকস, ন্যাশনাল লাইব্রেরি বিভিন্ন বইয়ের সংকলন নিয়ে অসম গ্রন্থমেলায় উপস্থিত হয়েছেন।এদিকে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই অসম গ্রন্থ মেলায় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ের উপর আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

মারধর

● আটের পাতার পর

দ্বারা আক্রান্ত। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, মালতি মালাকার নাকি নিজ বাড়িতে মটর বসিয়ে সমস্ত পানীয় জল টেনে নিচ্ছে তাই গ্রামের প্রতিবেশীরা জলের সংযোগ থাকা সত্ত্বেও সঠিকভাবে পানীয় জল পাচ্ছে না। এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে মালতি মালাকার কে ডেকে নিয়ে যায় পার্শ্ববর্তী অনন্ত মালাকার। ডেকে নিয়ে অনন্ত মালাকার , তার স্ত্রী সুনিতি মালাকার এবং তাদের ছেলে অমিত মালাকার এই তিনজন মিলে মালতি মালাকারকে মারধর করে। পরবর্তী সময়ে মালতি মালাকার ধর্মনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ এলাকায় যাবেন বলে আশ্বস্ত করে মালতি মালাকার কে বাড়িতে পাঠায়।

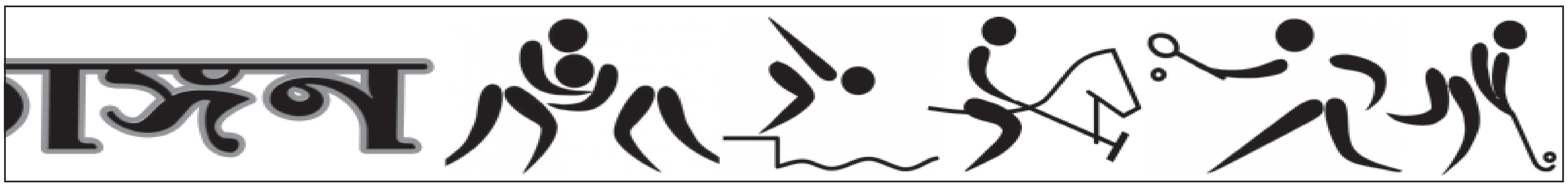

সুপার লীগের ১ম ম্যাচে আগামীকাল ফরোয়ার্ড, লাল বাহাদুর মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর।। ফরোয়ার্ড ক্লাব খেলবে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের বিরুদ্ধে। সুপার লিগের প্রথম ম্যাচ। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত টেকনো ইন্ডিয়া চন্দ্র মেমোরিয়াল সিনিয়র ডিভিশন লীগের সুপার ফোর এর উদ্বোধনী ম্যাচ আগামী দুই অক্টোবর অনুষ্ঠিত হচ্ছে, ফরওয়ার্ড ক্লাব ও লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের মধ্যে। বিকেল তিনটায় স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে।

চলতি মরশুমে ফরওয়ার্ড, লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের এটি তৃতীয় সাক্ষাৎকার। রাখাল মেমোরিয়াল নকআউট ফুটবল আসরে ১৬ আগস্ট প্রথম সাক্ষাতে ফরোয়ার্ড ক্লাব ন্যূনতম গোলে লাল বাহাদুর কে পরাজিত করেছিল। দুদিন আগে ২৮ সেপ্টেম্বর ফরওয়ার্ড ক্লাব চন্দ্র মেমোরিয়াল লিগ পর্যায়ের খেলায় ৪-১ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে লীগ শীর্ষ স্থানটি অটুট রেখেছিল। আগামী দোসরা অক্টোবর সুপারলিগের উদ্বোধনী ম্যাচ তথা ভাইটাল ম্যাচে ফরওয়ার্ডের ইচ্ছে রয়েছে লাল বাহাদুরের বিরুদ্ধে চলতি মরশুমে জয়ের হ্যাটট্রিক করা। অপরদিকে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের ছেলেরাও দু-তিনদিনে নিজেদের আরও একটু শান দিয়ে নিয়েছে, অন্ততপক্ষে চলতি মরশুমে পরপর দুটি হারের জবাব দিতে। আপামর দর্শকের প্রত্যাশা ভালো খেলা দেখা।

সে অনুযায়ী দুই দল ওইদিন মাঠে কেমন খেলা প্রদর্শন করে সেটাই এখন দেখার বিষয়। তেসরা অক্টোবর সুপার লিগের দ্বিতীয় ম্যাচে এগিয়ে চলো সংঘ খেলবে রামকৃষ্ণ ক্লাবের বিরুদ্ধে।

সিনিয়র মহিলা জাতীয় টি-২০ ট্রফির জন্য রাজ্যদল ঘোষিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর।। রাজ্য দল ঘোষিত। নেতৃত্বে অন্নপূর্ণা দাস। সহকারী ঋজু সাহা। বিসিসিআই আয়োজিত সিনিয়র মহিলা টি-টোয়েন্টি ট্রফি ২০২৩-২৪ এবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে কেরালায়। এর জন্য ১৭ সদস্য বিশিষ্ট রাজ্য দল ঘোষণা করা হয়েছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি ইনচার্জ জয়ন্ত দে রাজ্য দল ঘোষণা করেছেন। পাশাপাশি আরো চারজনকে স্ট্যান্ডবাই হিসেবে রাখা হয়েছে। রাজ্য দলটি হল: অন্নপূর্ণা দাস (অধিনায়ক), মৌচৈতি দেবনাথ (উইকেট রক্ষক), প্রিয়াঙ্কা আচার্য, ঋজু সাহা (সহ-অধিনায়ক), নিকিতা দেবনাথ, মামন রবিদাস, মৌটুসী দে, সুইটি সিনহা, ইন্দ্র রানী জমাতিয়া, শিউলি চক্রবর্তী, অম্বিকা দেবনাথ, অন্বেষা দাস, হিনা হটচান্দিনী, রেশমা নায়েক, সুরভী রায়, সুপ্রিয়া দাস (উইকেট রক্ষক), পূজা দাস। সাপোর্ট পার্সোনেল: চীফ কোচ সন্দীপ দাহাদ, কোচ রুমা দাস, স্ট্রেন্থ এন্ড কন্ডিশনিং কোচ হর্ষিতা কৃষ্ণমূর্তি, ফিজিও হিরালি দেববর্মা, ম্যানেজার কাম সিলেক্টর রিতা দেববর্মা। নির্বাচিত ক্রিকেটার এবং সাপোর্ট স্টাফদের আগামীকাল বেলা সাড়ে এগারোটায় এমবিবি স্টেডিয়ামে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, রাজ্য দল আগামী পাঁচ অক্টোবর কেরালার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে। তবে আগরতলা ছাড়ার আগে, সাপোর্ট স্টাফদের সঙ্গে সুখেন্দু দে ট্রেনার হিসেবে যুক্ত থাকবেন। এদিকে স্ট্যান্ডবাই হিসেবে রাখা হয়েছে আরও চারজনকে। তারা হলো: সুলক্ষণা রায়, রুম্পা সিং, পূজা পাল ও প্রিয়া সূত্রধর।

স্বচ্ছ ভারত মিশন (শহরী)
ইন্ডিয়ান স্বচ্ছ লীগ - ২.০

লা অকবর ২০২৩ ইং রাজ্যে স্বেচ্ছায় শ্রমদান কর্মসূচি "স্বচ্ছ ভারত মিশন কর্মসূচি সূচনা হওয়ার পর থেকে প্রতিবছর ২রা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীজীর জন্মদিনকে স্বচ্ছ ভারত দ্বিস হিসাবে পালন করা হয়। মহাত্মা গান্ধীজীকে শ্রদ্ধা জানাতেই স্বচ্ছতার এই আন্দোলন কর্মসূ বিচ্ছ ভারত দিবস-২০২৩ উপলক্ষে পক্ষকালব্যাপী "স্বচ্ছতা হি সেবা" কর্মসূচি রাজে; ১ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ইং থেকে শুরু হয়েছে আগারী ২রা অক্টোবর, ২০২৩ ইং পর্যন্ত তা পালন কর হবে। স্বচ্ছ ভারত মিশন আরবান ও উদয়পুর পৌর পরিষদে এই কর্মসূচি পালন কর্য হচ্ছে উদয়পুর পৌর পরিষদের পক্ষ থেকে আগামী ১লা অক্টোবর, ২০২৩ ইং সকাল ১০ ঘটিকায় সেচ্ছায় শ্রমদান কর্মসূচিতে অংশ নিতে উদয়পুর শহরবাসীর কাছে আবেদন জানানো হচ্ছে: এই কর্মসূচিতে এই বছরের মুল ভাবনা হল "ইউথ বনাম গার্বেজ', ত্রিপুরা বনাম গার্বেজ" ও "উদয়পুর বনাম গার্বেজ"।

উদয়পুর পৌর পরিষদ কর্তৃক গৃহীত এই কর্মসূচিতে ১লা অক্টোবর, ২০২৩ ইং সক ৯৩ ঘট্টিকয় সারা রাজ্যের সঙ্গে উদয়পুর পৌর পরিষদ এলাকার পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি পালন কর হব মহাত গানজীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে "১ তারিখ ১ ঘন্টা ১সাথ" কর্মসুচি পালন কর হবে এই কর্মসূচিতে জনপ্রতিনিধিগন সহ সমস্ত অংশের মানুষ/নাগরীক অংশ নেওয়ার অনুরোধ জানানে হচ্ছে। এই কর্মসূচি দৃষ্টিনন্দন উদয়পুর ও ত্রিপুরা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উদয়পুর পৌর পরিষদের পক্ষ থেকে সমস্ত উদয়পুরবাসীর কাছে এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সাবিক সহযোগিতা কামনা করছে। "

ধন্যবাদান্তে
(মহকুমা শাসক, উদয়পুর)
মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক
উদয়পুর পৌর পরিষদ
উদয়পুর, গোমতী, ত্রিপুরা।

ICA/D-1056/23

জাতীয় সাবজুনিয়র ফুটবল টুর্নামেন্টে বিহারে বিধ্বস্ত ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর।। বিধ্বস্ত ত্রিপুরা। বিহারের বিরুদ্ধে। অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুরমে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ-১৪ সাবজুনিয়র ফুটবলে। 'শিং ভেঙ্গে বাছুর' বানিয়ে বিহার দল এসেছে আসরে অংশ নিতে ওই অভিযোগ ম্যাচের একদিন আগেই লিখিতভাবে ম্যাচ কমিশনারের কাছে জানিয়েছিলেন ত্রিপুরা সহ ৩ রাজ্যের কোচ। কলেজ পড়ুয়া ছাত্রদের অনূর্ধ-১৪ দলে খেলানোর সুবাদে ম্যাচ শুরুর আগেই শক্তিতে এগিয়ে ছিলো প্রতিপক্ষ দল। তার উপর ত্রিপুরা দলের দুই জন নিয়মিত ফুটবলার রণবীর দেববর্মা এবং শতাব্দ দেববর্মা চোট পেয়ে মাঠ ছাড়তেই ত্রিপুরা দলের শক্তি আরও কমে যায়। ওই রাজ্যের আর ডি টি স্পোর্টস কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরা পরাজিত হয় ১১-০ গোলে। প্রথমার্ধে ত্রিপুরা হজম করেছিলো ৪ গোল। খেলা শেষেই আহত দুই ফুটবলারকে নিয়ে হাসপাতালে ছুটে যান ত্রিপুরার কোচ অনিমেষ দেব। পরে অনন্তপুরম থেকে ত্রিপুরার কোচ টেলিফোনে বলেন,'বুড়ো ফুটবলারদের খেলিয়ে সাফল্য পেলো বিহার। এভাবে খেলা সম্ভব নয়। বিপক্ষ দলের ফুটবলারদের গড় বয়স প্রায় ১৮। ফলে শুরু থেকেই শক্তিতে বিপক্ষ দল এগিয়ে ছিলো। তারপরও আমাদের ছেলেরা ভালো খেলার চেষ্টা করেছে'। সোমবাপর ত্রিপুরার তৃতীয় প্রতিপক্ষ উত্তরাখন্ড।

সৈয়দ মুস্তাক আলী টি-২০ ট্রফির জন্য রাজ্যদল ঘোষিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর।। মুস্তাক আলী ক্রিকেট টুর্নামেন্টের জন্যও রাজ্য দল ঘোষিত। নেতৃত্বে ঋদ্ধিমান সাহা। সহকারী মনি শংকর মুরাসিং। বিসিসিআই আয়োজিত সৈয়দ মুস্তাক আলী টি-টোয়েন্টি ট্রফি ২০২৩-২৪ এবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে দেরাদুনে। এর জন্য ২০ সদস্য বিশিষ্ট রাজ্য দল ঘোষণা করা হয়েছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি ইনচার্জ জয়ন্ত দে রাজ্য দল ঘোষণা করেছেন।

রাজ্য দলটি হল: বিক্রম কুমার দাস, ঋদ্ধিমান সাহা (অধিনায়ক, উইকেট রক্ষক), সুদীপ চ্যাটার্জী, গনেশ সতীশ, রজত দে, শংকর পাল, শোভম ঘোষ, মনিশংকর মুরাসিং (সহ-অধিনায়ক) বিক্রম দেবনাথ, অভিজিৎ সরকার, অজয় সরকার, পারভেজ সুলতান, অমিত আলী, অর্কপ্রভ সিনহা (উইকেট রক্ষক), দানবীর সিং, সঞ্জয় মজুমদার, চিরঞ্জিত পাল, নিরুপম সেন চৌধুরী, নিরুপম সেন (উইকেট রক্ষক), ভিকি সাহা। সাপোর্ট স্টাফ : কোচ বিনীত সাক্সেনা ও বিনীত জৈন, অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ কিশোর মুহুরী, ফিজিও রবীন্দ্র কুমার, ট্রেনার পূর্ণেন্দু জানা, থ্রোয়ার জয়ন্ত দেবনাথ, মেসিওর নিলোজ্যোতি সাহা, ভিডিও এনালিস্ট অভিজিৎ চক্রবর্তী। নির্বাচিত ক্রিকেটার এবং সাপোর্ট স্টাফদের তিন অক্টোবর বেলা বারোটায় এমবিবি স্টেডিয়ামে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, দলের অধিনায়ক ঋদ্ধিমান সহ সুদীপ, গনেশ এবং সাপোর্ট স্টাফদের চারজন সরাসরি উত্তরাখন্ডে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন বলে টিসিএ থেকে জানানো হয়েছে।

PRESS NOTICE INVITING TENDER

For and on behalf of the Governor of Tripura, E-tender in Two Bid System is hereby invited by the undersigned From Manufacturer / Authorized supplier and distributers for supply of Mustard Oil Cake (Whole) to different blocks of Mohanpur Sub-Division for implementation of different pisciculture schemes under Department of Fisheries, Government of. Tripura during the F.Y 2023-24, meeting the pre- qualifying criteria for the supply mentioned below through online bidding on the website https.//tripuratenders.cev.in having Digital Signature Certificate (DSC) issued from any agency authorized by controller of certifying Authority (CAA), Govt. of India and which can be traced up to the chain of trust to the root Certificate of CAA.

NIT No.	Item for which e –Tender is invited	Estimated quantity	Estimated Tender Value	Necessary dates & Times
No. F.3(56)-SF/MNP/DEV/2023-24/6188	Mustard Oil Cake (Whole)	20 Ton	7.0 Lakhs	Bidding Document can be downloaded from 29/09/2023 at 14:00 hrs. Last date of online submission of e-tender is upto 30/10/2023 till 15.00 hrs. Time as per clock time of e –procurement websites https://tripuratenders.gov.in

(S. ROY)
SUPERINTENDENT OF FISHERIES
MOHANPUR SUB-DIVISION.

ICA/C-2491/23

সুপার লিগের আগে প্রস্তুতি ম্যাচে জয়ী রামকৃষ্ণ ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর।। প্রস্তুতি ম্যাচে জয় পেলো রামকৃষ্ণ ক্লাব। পরাজিত করলো ত্রিপুরা সন্তোষ ট্রফির দলকে। শনিবার বিকেল উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে হয় ম্যাচটি। বৃষ্টির জন্য পুরো ম্যাচ না হলেও রামকৃষ্ণ-র ফুটবলাররা সারাক্ষণই দাপটের সঙ্গে খেলেছেন। প্রশ্ন উঠেছে সন্তোষ ট্রফির ত্রিপুরার দল নিয়ে। তৃতীয় শ্রেণীর দল কেনও পাঠানো হচ্ছে সন্তোষ ট্রফির মতো বড় আসরে তা নিয়েই মাঠে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল এদিন। ত্রিপুরার সম্মান এবছর কতটা থাকবে তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। এদিকে প্রস্তুতি ম্যাচে রামকৃষ্ণ ক্লাব জয়লাভ করে ২-০ গোলে। দলের হয়ে ওলেন সিং এবং গোবিন্দস সিং গোল করেন।

ঢাকায় ইন্দো-বাংলা মৈত্রী টেনিস কাপ ও মেডিসিন ক্লিনিক শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর।। উৎসবের মেজাজে আজ, শনিবার থেকে ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী কাপ ২০২৩ এবং মেগা স্পোর্টস মেডিসিন ক্লিনিক অনুষ্ঠিত শুরু হয়েছে। দুই দিনব্যাপী এই আন্তর্জাতিক আসর চলবে আগামীকাল পর্যন্ত। ইন্দো বাংলা এই আসর ঘিরে বাংলাদেশের ঢাকায় শেখ জামাল ন্যাশনাল টেনিস কমপ্লেক্স এখন উন্মাদনায় ভরপুর। মূলতঃ এই আসরের আয়োজক বাংলাদেশ টেনিস ফেডারেশন, তবে ভারত বাংলাদেশ স্পোর্টস ফ্রেন্ডশিপ ফোরামের ব্যবস্থাপনার ভূমিকাও অন অস্বীকার্য। ত্রিপুরা রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য তথা যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেছেন বাংলাদেশের নৌ পরিবহন মন্ত্রী মোঃ খালিদ মোহাম্মদ চৌধুরী। উল্লেখ্য তিনি আবার বাংলাদেশ টেনিস ফেডারেশনের সভাপতিও।

টুর্নামেন্টের ডিরেক্টরের ভূমিকা পালন করছেন দেবপ্রিয় ঋষি দাস। অনূর্ধ ১৮ জুনিয়র টিম এবং অ্যামেচার টেনিস টিম উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে প্রথম সারির ১০ সদস্যের একটি দল এতে অংশ নিয়েছে। এদিকে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিওথেরাপি ত্রিপুরা ও শাখা থেকে ৪ সদস্যের একটি দলও সেখানে স্পোর্টস মেডিসিন ক্যাম্পে অংশ নিয়েছে। সংস্থার সম্পাদক সুজিত রায় ঢাকা থেকে দুরাভাষে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন।

ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

তারিখ:৩০/০৯/২০২৩ ইং

শিল্প ও বানিজ্যদপ্তরের অধীনস্থ আই টি আই, গণ্ডাছড়া এ ২০২৩-২৪এবং ২০২৩-২৫ শিক্ষাবর্ষে নিম্নলিখিত ট্রেডে কিছু শূন্য আসনে "First Come First Serve" (আগে এলে আগে পাবে) - ভিত্তিতে Walk in Admission এর মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে ভর্তির জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্রমিক সংখ্যা	ট্রেডের নাম	প্রশিক্ষণের সময়কাল	নূন্যতম শিক্ষাগত যোগ্যতা	মোট আসন সংখ্যা	মোট আসনসংখ্যার মধ্যে PH & Ex-Serviceman এর জন্য সংরক্ষিত আসন
1	Electrician	2 Year	Madhyamik Pass or Equivalent (With Mathematics & Science).	UR-01 ST-05 SC-9	PH-02
2	Draughtsman Civil	2 Year	Madhyamik Pass or Equivalent (With Mathematics & Science).	UR-16 ST-11 SC-05	PH-01
3	Desktop Publishing Operator (DTPO)	1 Year	Madhyamik Pass or Equivalent.	UR-07 ST-05 SC-08	Ex-Serviceman – 01 PH-01
4	Welder	1 Year	Minimun Class 8th Pass or Madhaymik appeared/ pass	UR-09 ST-11 SC-02	PH-02
5	Dress Making	1 Year	Minimun Class 8th Pass or Madhaymik appeared/pass	UR-19 ST-13 SC-06	Ex-Serviceman – 02

আবেদন পত্রের নমুনা আই টি আই, গণ্ডাছড়ার নোটিশ বোর্ডে / Training Section এ পাওয়া যাবে।

ভর্তির নিয়মাবলি-

- ইচ্ছুক প্রার্থীদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্ব-শরীরে তাদের তথ্য ও নথিপত্র (Madhyamik Admit Card /Class VIII pass marksheet/Certificate ,Madhyamik Mark sheet, Caste Certificate, PRTC, Aadhaar Card, Bank Pass Book, Family Ration Card, Medical Fitness Certificate) সমূহের (Original and Photocopy) অবশ্যই সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।আর্থাৎ নগদ ১০০০ টাকা Caution Money (ফেরতযোগ্য) এবং 2 Copy passport size photo নিয়ে আসতে হবে।
- ভর্তির সময়সীমা ০৫/১০/২০২৩ থেকে ০৯/১০/২০২৩ পর্যন্ত (From 11:00 A.M. to 04:00 P.M.in all working days).
- ভর্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য আই টি আই, গণ্ডাছড়ার Training Section এ যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
- Contact No. 9436554195.

Principal
Govt. Industrial Training Institute
Gandacherra ,Dhalai Tripura

ICA/D-1050/23

এশিয়ান গেমসে ভারতীয় কৃতিদের অভিনন্দন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েব

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : এশিয়ান গেমসে ভারতীয় কৃতিদের অভিনন্দন জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার তিনি এক্স হ্যাণ্ডেলে লিখেছেন, "১৯ তম এশিয়ান গেমসের সপ্তম দিনে ভারতের পতাকা ৯ টি স্বর্ণ, ১৩ টি রৌপ্য এবং ১৩ টি ব্রোঞ্জ সহ মোট ৩৫টি পদক নিয়ে উচ্চ উড়তে চলেছে! আজ টেনিস মিক্সড ডাবলসে দেশের জন্য নবম স্বর্ণপদক জেতার জন্য রোহন বোপান্না এবং রুতুজা ভোসলেকে আন্তরিক অভিনন্দন। ১০ মিটার এয়ার পিস্তল মিক্সড টিম ইভেন্টে রৌপ্য জয়ের জন্য ভারতীয় শুটার সরবজোত সিং এবং দিব্যা থাদিগোল সুব্বারাজুকে সাধুবাদ। মহিলাদের শট পুট ইভেন্টে তাঁর ব্রোঞ্জের জন্য কিরণ বালিয়ানকেও শুভেচ্ছা। আপনার নিরলস নিবেদন এবং অটল পরিশ্রম আমাদের হৃদয়কে সীমাহীন গর্বে পূর্ণ করে।"

এশিয়ান গেমস : আজ যাদের দিকে তাকিয়ে ভারত, জেনে নিন শনিবারের বিস্তারিত সূচি

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর(হি.স.) : শুক্রবার থেকে এশিয়ান গেমসে শুরু হয়েছে অ্যাথলেটিক্সের ইভেন্ট। এ বারের এশিয়ান গেমসে অ্যাথলেটিক্সে দেশকে প্রথম পদক এনে দিয়েছেন কিরণ বালিয়া। শনিবার নামছেন ভারোত্তলক মীরাবাঈ চানু। বক্সিংয়ে নজর থাকবে লভলিনা বরগোহাইয়ের দিকে। তেমনই জোড়া ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ। পুরুষদের হকিতে গ্রুপের ম্যাচে নামছে দু-দল। তবে আকর্ষণ স্কোয়াশে গোল্ড মেডেল ম্যাচ। সেখানেও মুখোমুখি ভারত-পাকিস্তান। টেনিসে গোল্ড মেডেলের সুযোগ মিক্সড ডাবলসে। রোহন বোপান্না-রুতুজা ভোসলে জুটি নামছে ফাইনালে। দেখে নিন এশিয়ান গেমসে আজ ভারতের সূচি।

এক নজরে ভারতের সূচি :

৩ ৩ বাস্কেটবল:
পুরুষদের কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়ার ম্যাচ, ভারত বনাম ইরান। কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়ার ম্যাচ, ভারত বনাম মালয়েশিয়া। কোয়ার্টার ফাইনালে যোগ্যতা অর্জন করলে ম্যাচ দুটি বিকেল।

অ্যাথলেটিক্স:
মেয়েদের হেপ্টাথলন (স্বপ্না বর্মণ, নন্দিনী আগাসরা)। পুরুষদের লং জাম্প (মুরলী শ্রীশঙ্কর, জসউইন অলড্রিন)। মেয়েদের ১০০ মিটার হার্ডলস হিট (জ্যোতি ইয়ারাজি, নিত্যা রামরাজ)। পুরুষদের ১৫০০ মিটার হিট (অজয় কুমার সরোজ, জিনসেন জনসন), মেয়েদের ৪০০ মিটার ফাইনাল (ঐশ্বর্য্য কৈলাস মিশ্র)। পুরুষদের ৪০০মিটার ফাইনাল (মহম্মদ আজমল)। পুরুষদের ১০হাজার মিটার ফাইনাল (কার্তিক কুমার, গুলবীর সিং)।

ব্যাডমিন্টন:
পুরুষদের টিম ইভেন্ট সেমিফাইনাল, ভারত বনাম কোরিয়া।

বক্সিং:
মেয়েদের ৫৪ কেজি কোয়ার্টার ফাইনাল (প্রীতি), মেয়েদের ৭৫ কেজি কোয়ার্টার ফাইনাল (লভলিনা বরগোহাই)। পুরুষদের ৫৭ কেজি রাউন্ড অফ ১৬ (সচিন সিবাচ), পুরুষদের ৯২ কেজি কোয়ার্টার ফাইনাল (নরেন্দ্র)। পুরুষদের ৭১ কেজি কোয়ার্টার ফাইনাল (নিশান্ত দেব)।

ব্রিজ (তাস):
পুরুষ, মহিলা, মিক্সড টিম রাউন্ড রবিন।

ক্যানোয়িং:
বেশ কিছু স্প্রিন্ট রেস হিট ও সেমিফাইনাল।

দাবা:
পুরুষদের টিম রাউন্ড ২ (গুকেশ, বিদিত গুজরাটি, অর্জুন এরিগাসি, পেন্টালা হরিকৃষ্ণ, রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ)। মেয়েদের টিম ইভেন্ট রাউন্ড ২ (কোনেরু হাম্পি, হরিকা দ্রোণবল্লী, বৈশালি রমেশবাবু, বন্তিকা আগরওয়াল, সবিতা শ্রী)।

ডাইভিং:
পুরুষদের সিনক্রোনাইজড ৩ মিটার স্প্রিংবোর্ড ফাইনাল (লন্ডন সিং হেমম, সিদ্ধার্থ বজরং পরদেশী)।

ইকুয়েস্ট্রিয়ান:
টিম ও ব্যক্তিগত ইভেন্ট (অপূর্ব কিশোর দাবাড়ে, বিকাশ কুমার, আশিস বিবেক লিমায়ে)।

গল্ফ:
পুরুষদের ব্যক্তিগত ও টিম ইভেন্ট রাউন্ড ৩, অনির্বাণ লাহিরি, এসএসএসপি চৌরাসিয়া, খালিন যোশী, শুভঙ্কর শর্মা।
মেয়েদের ব্যক্তিগত এবং টিম ইভেন্ট:
রাউন্ড ৩, প্রণবী, অবনী প্রশান্ত, অদিতি অশোক।

হ্যান্ডবল:
মেয়েদের প্রাথমিক পর্ব, ভারত বনাম নেপাল।

হকি:
পুরুষদের গ্রুপ পর্ব, ভারত বনাম পাকিস্তান।

রোলার স্কেটিং:
পদকের ইভেন্ট-মেয়েদের স্পিড স্কেটিং ১০হাজার মিটার পয়েন্ট এলিমিনেশন রেস ফাইনাল। পুরুষদের স্পিড স্কেটিং ১০হাজার মিটার পয়েন্ট এলিমিনেশন রেস ফাইনাল।

শুটিং:
পদকের ইভেন্ট- মিক্সড টিম ১০মিটার এয়ার পিস্তল যোগ্যতা অর্জন, টিম মেডাল এবং ব্যক্তিগত ফাইনাল (দিব্যা, সরবজ্যোৎ সিং), পুরুষদের ট্র্যাপ যোগ্যতা অর্জন, টিম এবং ব্যক্তিগত পর্ব। মেয়েদের ট্র্যাপ যোগ্যতা অর্জন, টিম এবং ব্যক্তিগত পর্ব।

স্কোয়াশ:
পুরুষদের গোল্ড মেডেল ম্যাচ, ভারত বনাম পাকিস্তান।

টেবল টেনিস:
পুরুষদের ডাবলস কোয়ার্টার ফাইনাল, (মানুষ শাহ/ মানব ঠাক্কর)। মেয়েদের সিঙ্গলস কোয়ার্টার ফাইনাল (মণিকা বাত্রা), মেয়েদের ডাবলস কোয়ার্টার ফাইনাল, (সৃজা আকুলা/দিয়া চিতালে, সুতীর্থা মুখোপাধ্যায়/ ঐহিকা মুখোপাধ্যায়)।

টেনিস :
পদকের ইভেন্ট- মিক্সড ডাবলস ফাইনাল (রোহন বোপান্না/রুতুজা ভোসলে)।

ভলিবল:
মেয়েদের প্রাথমিক পর্ব পুল এ, ভারত বনাম কোরিয়া।

ভারোত্তোলন:
মেয়েদের ৪৯ কেজি (মীরাবাঈ চানু)। মেয়েদের ৫৫ কেজি (বিন্দিয়ারানী দেবী) ফাইনাল।

PNIeTNo. 168- WS/BLG/2023-24 dated 21/09/2023

The Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh Sepahijala District, Tripura on behalf of the "Governor of Tripura" invites on line percentage rate single bid from eligible bidders up to 15.00 hrs, 12/10/2023 for "(i).Constn. of 13 Nos. Boosting station with pump house, along with installation of pump set, distribution of pipe line system & other allied works in Mohanbhog & Nalchar RD Block. (ii). Constn. of 10 Nos. Under Ground Reservoir with pump house, along with installation of pump set, distribution of pipe line system & other allied works in/e constn. of 4 Nos. SBDTW at every UGR under Boxanagar, Kathalia, Mohanbhog & Nalchar Block". For details please visit https:// tripuratenders_.gov.in and _https://etenders.gov.in / eprocure / app. or contact with at the O/O the Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarhfor clarifications. if any.

(Er.Subir Das)
Executive Engineer
DWS Division, Bishalgarh

ICA/C-2497/23

শনিবার আগরতলায় মণিপুর সাহিত্য পরিষদ ত্রিপুরার পক্ষ থেকে হিজাম ইরাবৎ সিংয়ের ১২৭ তম জন্মদিবস পালিত। ছবি নিজস্ব।

জনগণ ছত্তিশগড়ে কংগ্রেস সরকারকে সরিয়ে বিজেপিকে আনতে প্রস্তুত : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স) : ছত্তিশগড়ের বিলাসপুরে বিজেপির পরিবর্তন মহাসঙ্কল্প সমাবেশে রাজ্যের কংগ্রেস সরকারকে নিশানা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময় মোদী বলেন, দেশের মানুষ দুর্নীতিতে অতিষ্ঠ। প্রতিটি প্রকল্পেই দুর্নীতি রয়েছে। ছত্তিশগড়ের মানুষ কংগ্রেসের ওপর রেগে আছে। কর্মস্থানের নামে কেলেঙ্কারি লেগেই আছে এই রাজ্যে। তাই জনগণ ছত্তিশগড়ে কংগ্রেস সরকারকে সরিয়ে বিজেপিকে আনতে প্রস্তুত। রাজ্যে পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জনগণ। বিজেপি সরকার রাজ্যের উন্নয়নে সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত বলেও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, আজ আমি আপনাদের গ্যারান্টি দিতে এসেছি যে মোদী আপনাদের প্রতিটি স্বপ্নকে সত্যি করতে কোন দ্বিধা করবেন না। আপনার স্বপ্ন মোদীর সংকল্প। সমাবেশে জড়ো হওয়া জনতার উৎসাহকে পরিবর্তনের চিহ্ন হিসেবে বর্ণনা করে মোদী বলেন, ছত্তিশগড়ে পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দিল্লি থেকে যতই চেষ্টা করা হোক না কেন, এখানকার কংগ্রেস সরকার তা ব্যর্থ করতে ব্যস্ত। গত পাঁচ বছরে কেন্দ্র থেকে হাজার হাজার টাকা পেয়েছে ছত্তিশগড়। রাস্তা হোক, রেল হোক বা বিদ্যুত, আমি এই জায়গার উন্নয়নের জন্য অর্থের কোনও অভাব হতে দিইনি এবং এটা আমার কথা নয়, এখানকার কংগ্রেস সরকারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন। তাই এখানে বিজেপি সরকার দরকার।

ডিসেম্বরের মধ্যেই আগরতলা-আখাউড়া রেল লাইনের কাজ শেষ হচ্ছে ঃ সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৩০ সেপ্টেম্বর।। খুব তাড়াতাড়ি সংযোজন হতে চলেছে ভারত বাংলাদেশের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা। শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে পরিবহনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের দিকের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশের দিকের ট্রায়াল রানও সম্পন্ন হয়েছে। শুধুমাত্র বাধারঘাট থেকে নিশ্চিন্তপুর পর্যন্ত এই রেল লাইনের কাজ কিছুটা বাকি রয়েছে। এই কাজ আগামী নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় শেষ হয়ে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন পরিবহন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। পাশাপাশি এই সময়ের মধ্যেই আগরতলা বাধারঘাট রেল স্টেশনে আধুনিক চলমান সিঁড়ির উদ্বোধন হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী।

এদিকে আগরতলা- আখাউড়া নতুন রেল লাইন স্থাপনের জন্য যানবাহন চলাচলে নিশেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে। এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে আগরতলা (ভারত) আখাউড়া (বাংলাদেশ) অংশে নতুন রেললাইন - স্থাপনের কাজের সুবিধার জন্য আগামীকাল ১ অক্টোবর রাত ১১টা থেকে ২ অক্টোবর সকাল ৫টা পর্যন্ত এবং ২ অক্টোবর রাত ১১টা থেকে ৩ অক্টোবর সকাল ৫টা পর্যন্ত নিম্নলিখিত এলাকাগুলিতে যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করে নো-এন্টি জোন ঘোষণা করা হয়েছে। এই নো-এন্টি জোনগুলি হচ্ছে ১ নং পয়েন্ট- বাধারঘাট, ২ নং পয়েন্ট- টিভি টাওয়ার ক্রসিং, ৩ নং পয়েন্ট- সিদ্ধিআশ্রম ক্রসিং। তাছাড়াও ৪ নং পয়েন্ট- আমতলি বাইপাস দিয়ে ভারী যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রেও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

মোটর ভেহিক্যাল অ্যাক্ট, ১৯৮৮-র ১১৫ ও ১১৬ নং ধারা অনুযায়ী পশ্চিম জেলার জেলাশাসক এক বিজ্ঞপ্তিতে এই বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, জরুরি যানবাহন এই বিধিনিষেধের আওতার বাইরে থাকবে।

সব মিলিয়ে বলা চলে, দ্রুত গতিতে রাজ্য সরকার ভারত বাংলাদেশের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার কাজ অব্যাহত রয়েছে। ২০২৪ সালের শুরুতেই রাজ্যবাসী এই উপহার পেতে চলেছে বলে আশা করা যাচ্ছে।

৭ অক্টোবর পর্যন্ত ২ হাজারের নোট বদলের সময়সীমা বাড়াল আরবিআই

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আজই শেষ হচ্ছে না ২০০০ টাকা নোট ব্যাংকে জমা দেওয়ার মেয়াদ। ২০০০ টাকা নোট ব্যাংকে জমা দেওয়ার মেয়াদ বাড়ানো হল আরও এক সপ্তাহ। মেয়াদ বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)।৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ২০০০ টাকা নোট ব্যাংকে জমা করা যাবে বলে আগে জানিয়ে দিয়েছিল আরবিআই। গত ১৯ মে ভারতের রিজার্ভ ব্যাংকের তরফে এই মর্মে জারি করা হয়েছিল বিজ্ঞপ্তি।তবে আজই শেষ হচ্ছে দুই হাজার নোট জমা করার শেষ দিন। সেই টাকা জমা দেওয়ার মেয়াদ বাড়ানো হল আরও এক সপ্তাহ। মেয়াদ বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। গত মাসে আরবিআই জানিয়েছিল, ৯৩ শতাংশ ২০০০ টাকার নোট জমা পড়েছে ব্যাংকে। বাকি ৭ শতাংশ নোট জমা নোট জমা পড়েনি। এখনও বাজারে কয়েক হাজার কোটির নোট রয়ে গিয়েছে বাজারে। তবে ৩০ সেপ্টেম্বরের পরও ২০০০ টাকার নোট 'অবৈধ' হচ্ছে না। ২,০০০ টাকা নোট জমা দেওয়ার মেয়াদ বাড়ল। আজ যে মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল, সেটা এক সপ্তাহ বাড়ানো হচ্ছে বলে ঘোষণা করল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)। অর্থাৎ যদি কারও কাছে আজকের পরও ২,০০০ টাকার নোট থাকে, তাহলেও তাঁকে চিন্তা করতে হবে না। সেই ২,০০০ টাকার নোট জমা দেওয়ার জন্য আরও এক সপ্তাহ বেশি সময় পাবেন। আরবিআইয়ের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ৭ অক্টোবরের মধ্যে ২,০০০ টাকার নোট জমা দিতে হবে বা পালটে নিতে হবে।

বিষ পানে মৃত্যু এক তরুণী বধূর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর।। চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হল বিষ পান করা তরুণী গৃহবধূর। মৃত তরুণী গৃহবধূর নাম পূজা দেবনাথ। পাইখোলাস্থিত খোকন দেবনাথের সাথে গত চার বছর আগে বিয়ে হয়েছিল পূজার। বিয়ের পর স্বামীর অত্যাচারে গত তিন বছর আগে বাপের বাড়িতে চলে আসে পূজা।

তারপর স্বামীর বাড়ি থেকে মিথ্যা মামলা দেওয়া হয় পূজার বিরুদ্ধে বলে অভিযোগ। তারপর পূজা তার পিতা নির্মল দেবনাথ এর বাড়িতেই থাকতে শুরু করে। এরই মধ্যে শুক্রবার ইঁদুরের ঔষধ খেয়ে ঘরে অসুস্থ হয়ে পড়ে পূজা। সাথে সাথে বাড়ির লোকজনেরা তাকে নিয়ে যায় শান্তির বাজার হাসপাতালে। অবস্থা গুরুতর দেখে কর্তব্যরত চিকিৎসক পূজাকে রেফার করে জিবিপি হাসপাতালে। কিন্তু মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে পূজা। কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবারের লোকজন। পূজার বাপের বাড়ি মহুরিপুরে। পিতার নাম নির্মল দেবনাথ। কিন্তু আচমকা কেন পূজা বিষপান করেছে সে বিষয়টি নিয়ে ধোঁয়াশা পরিবারের লোকজনদের মধ্যে।

আজ দেশ জুড়ে স্বচ্ছতা অভিযানে নানা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর।। আগামী ১ অক্টোবর কেন্দ্রীয় সরকার ও বিজেপি- স্বচ্ছতা অভিযান নামে এক মেগা কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পর নরেন্দ্র মোদী স্বচ্ছতাকে জাতীয় বৈশিষ্ট্য হিসাবে তুলে ধরার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রতিবছর বিভিন্ন সময় , বিভিন্ন মাধ্যমে সমাজকে পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা চলছে। প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট সময়ে মেগা কর্মসূচি নেওয়া হয় স্বচ্ছতাকে কেন্দ্র করে। মন কি বাত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীর কাছে আহ্বান জানিয়েছেন আগামী ১ অক্টোবর শ্রম দান করে স্বচ্ছতা অভিযানকে সফল করার জন্য। তিনি আরো জানান স্বচ্ছতা অভিযান কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে রাজ্য বিজেপি-র বুথ ইউনিট থেকে শুরু করে রাজ্যস্তর পর্যন্ত। পঞ্চায়েত প্রধান থেকে শুরু করে সাংসদ পর্যন্ত সকলে যেন এক ঘণ্টা শ্রমদান করে স্বচ্ছ অভিযানে সামিল হয় তার জন্য বলা হয়েছে। সমস্ত স্থানে স্বচ্ছতা অভিযান করার ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোরব পর্যন্ত সেবাপাক্ষিক পালন করা হচ্ছে। আগামী ২ অক্টোবর জাতীর জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন। তাঁকে কেন্দ্র করে প্রত্যেক নাগরিক যেন খাদি বস্ত্র ক্রয় করেন তার আহ্বান জানান বিজেপি-র রাজ্য সহ-সভাপতি তাপস ভট্টাচার্য।

আগামী দেড় বছরের মধ্যে ১৮ টি শিল্প এলাকা স্থাপন করে রাজ্যের সমস্ত খালি এলাকা পূরন করা হবে : নবাদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর।। আগামী দেড় বছরের মধ্যে ১৮ টি শিল্প এলাকা স্থাপন করে রাজ্যের সমস্ত খালি এলাকা পূরন করা হবে। শনিবার এই কথা জানিয়েছেন ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান নবাদল বণিক। তিনি আরো বলেন, গত ছয় মাসে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ২৩ জন বিনিয়োগকারীকে রাজ্যে শিল্প স্থাপনের জন্য জমি বরাদ্দ করা হয়েছে যা রাজ্যের মানুষের জন্য বিশাল কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে। .

শিল্প ইউনিটের জন্য জমি বরাদ্দও দ্রুত সম্পন্ন করা হয়েছে যাতে বিনিয়োগকারীরা নির্মাণ কাজ শুরু করতে পারে। আগামী দু-এক মাসের মধ্যে ওইসব কারখানায় পণ্য উৎপাদন শুরু হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। যুবা ত্রিপুরা, নতুন ত্রিপুরা, আত্মনির্ভর ত্রিপুরার স্কিম সম্পর্কে বণিক বলেন, "রাজ্যের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ আনার পাশাপাশি, টিআইডিসি তাদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বন্‌ধে ব্যাহত স্বাভাবিক কাজকর্ম

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৩০ সেপ্টেম্বর।। আমাদের রাজনৈতিক দল ও দলের নেতৃত্বরা ভুলে যায় তাঁদের সিদ্ধান্তে কষ্ট পায় এবং দুর্ভোগের স্বীকার হয় সাধারণ আমজনতা, স্কুল কলেজ অফিস আদালত সবকিছুর স্বাভাবিক কাজ কর্ম ব্যাহত হয় , স্বাভাবিক জনজীবন হয়ে পড়ে অচল,আজকের বাস্তব চিত্রটা তাই, আজকের এই বন্ধ মূলত এডিসি এলাকাগুলি নিয়ে, সেখানে তিপ্রামথা দল তাঁদের গ্রেটার তিপ্রা ল্যান্ডের দাবিতে ৩০ শে সেপ্টেম্বর আজ বন্ধের ডাক দেয়,এই বন্ধের প্রভাব পরেছে পুরো দক্ষিণ জেলায় কম বেশি বিভিন্ন প্রান্তে,কেননা এ ডি সি এলাকার যে ভৌগলিক চিত্র সেখানে রাস্তা গুলোর যে অবস্থান রয়েছে রাজ্যের সর্বত্র সেখানে পাহাড়ি এলাকায় যে কোনো দল বন্ধ ডাকলে রাজ্যের পরিবহণ ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে বাধ্য হচ্ছে , তাই দূরপাল্লার যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে, সমতল এলাকায় দোকান ,হাট, বাজার, সব কিছু ছিল খোলা, বন্ধের বেশি প্রভাব পড়েছে এডিসি এলাকায়, এখানে যান চলাচল প্রায় স্তব্দ বলা চলে, স্বাভাবিক জনজীবন ও অচল, এডিসি এলাকায় দোকান , হাট বাজার সবই ছিল বন্ধ, বিলোনিয়া মহকুমাধীন ঋষ্যমুখ ব্লকের এডিসি এলাকাগুলিতে বন্ধের প্রভাব পড়েছে , তিপ্রা মথা দলের নেতা কর্মী সমর্থকরা বিভিন্ন এলাকায় পিকেটিং করে স্লোগান তুললো গ্রেটার তিপ্রা ল্যান্ডের দাবিতে , এই বন্ধকে কেন্দ্র করে আজ সকাল ছয়টা থেকে ঋষ্যমুখ ব্লকের রতনপুর এডিসি সাব জোনাল অফিসের সামনে বাঁশের বেরিকেড ও দলীয় পতাকা মুড়িয়ে বিলোনিয়া ভায়া জোলাইবাড়ি জাতীয় সড়ক অবরোধ করে রাখে তিপ্রা মথার নেতা কর্মী সমর্থকরা, বন্ধকে কেন্দ্র করে অপ্রিতিকর ঘটনা এড়াতে আরক্ষা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নামানো হয়েছে পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী। চলছে পুলিশের টহলদারি ও নজরদারি ব্যাবস্থা, এই দিনের বন্ধের সমর্থনে পিকেটিং এ তিপ্রা মথা দলের কর্মী সমর্থকদের পাশাপাশি ছিলেন, তিপ্রা মথা দলের সাব্রুম পলিটিক্যাল জোনের ভাইস প্রেসিডেন্ট সুবিন ত্রিপুরা , রতনপুর সাব জোনাল চেয়ারম্যান এলভাট ত্রিপুরা, ওয়াই টিএফ ভাইস প্রেসিডেন্ট সঞ্জয় ত্রিপুরা সহ অন্যান্য কর্মী সমর্থকরা।

যান দুর্ঘটনা আহত মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর।। স্কুটি ও ট্রিপার গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছেন এক মহিলা। বাগবাসা থানার গঙ্গানগর স্কুল সংলগ্ন এলাকায় সানীয় মানুষ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেন দমকলবাহিনীকে খবর পাঠিয়েছেন। দমকলকর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। জানা যায় ,আজ সকালে বাগবাসা থানার গঙ্গানগর স্কুল সংলগ্ন এলাকায় একটি ট্রিপার গাড়ি সাথে টিআর০৫এ৯২৪৬ নম্বরের স্কুটির মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। তাতে একজন মহিলা গুরুতর আহত হয়েছে।সানীয় মানুষ বিকট শব্দ শুনতে পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন।সঙ্গে সঙ্গে তারাই দমকলবাহিনীকে খবর পাঠিয়েছেন।দমকলকর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন। এদিকে বাগবাসা থানার পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাসলে ছুটে গিয়ে ট্রিপারের চালককে আটক করেছে।

রাজ্যে বিশেষ লোক আদালত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর।। আগামী ৮ অক্টোবর, ২০২৩ রবিবার সকাল ১০টা থেকে সমস্ত জেলা ও মহকুমা আদালত প্রাঙ্গণে বিশেষ লোক আদালতের আয়োজন করা হয়েছে। এই লোক আদালতে ৩৩টি বে' বসবে। নিপত্তির জন্য তোলা হবে আনুমানিক ২২ হাজার ৮৮৯টি মামলা। বিশেষ লোক আদালতে এমভি অ্যাক্টে ১১ হাজার ৬৪৫টি মামলা, ত্রিপুরা গ্যাম্বলিং অ্যাক্টে ২০২৩টি মামলা, ত্রিপুরা এ'াইস অ্যাক্টে ৬৮৬টি মামলা, গার্হস্থ হিংসা থেকে মহিলাদের সুরক্ষা সংক্রান্ত আইনে ৯টি মামলা, ত্রিপুরা পুলিশ অ্যাক্টে ৮০৮৭টি মামলা, ইণ্ডিয়ান ইলেকট্রিসিটি অ্যাক্টে ১টি মামলা, ক্রুয়েল্টি টু অ্যানিমেল অ্যাক্টে ৬টি মামলা, চেক বাউন্স (এনআইঅ্যাক্ট) সংক্রান্ত ৮৩টি মামলা, বৈবাহিক বিরোধ সংক্রান্ত ৩৪টি মামলা এবং মীমাংসাযোগ্য ফৌজদারি ধারার ৩১৫টি মামলা নিপত্তির জন্য তোলা হবে। এই লোক আদালতের কাজ আগামী ৩ অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে যাবে। এমভি অ্যাক্ট, ত্রিপুরা গ্যাম্বলিং অ্যাক্ট, ত্রিপুরা এ'াইস অ্যাক্ট, ত্রিপুরা পুলিশ অ্যাক্ট, ইণ্ডিয়ান ইলেকট্রিসিটি অ্যাক্ট এবং ক্রুয়েল্টি টু অ্যানিমেল অ্যাক্ট সংক্রান্ত মামলাগুলির নোটিশ প্রাপ্ত ব্যক্তিরা ৮ অক্টোবর, ২০২৩ ছাড়াও ৩ অক্টোবর থেকে ৭ অক্টোবর, ২০২৩ সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিকাল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত যে কোনও সময়ে আদালত চত্বরে অবস্থিত সংশ্লিষ্ট জেলা বা মহকুমা আইনী সেবা কর্ত'পক্ষের অফিসে যোগাযোগ করে ওই মামলাগুলি নিপত্তির সুবিধা নিতে পারবেন। কম খরচে মামলা নিপত্তির জন্য ত্রিপুরা রাজ্য সরকার নির্দিষ্ট ধারার- এমভি অ্যাক্টের মামলা ন্যূনতম জরিমানার অর্ধেক জরিমানায়, ত্রিপুরা পুলিশ অ্যাক্টের মামলা ন্যূনতম ২০০ টাকায়, ত্রিপুরা গ্যাম্বলিং অ্যাক্টের মামলা ন্যূনতম ৫০টাকা থেকে ৬০০ টাকা এবং ত্রিপুরা এ'াইস অ্যাক্টের মামলা ন্যূনতম ১০০ টাকা থেকে ২,০০০ টাকার মধ্যে নিপত্তির জন্য বি'প্তি জারি করেছেন। কম খরচে ও দ্রত মামলা নিপত্তির সুযোগ নিতে উক্ত লোক আদালতে উপস্থিত থেকে মামলা নিপত্তি করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনুরোধ করা যাচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্য আইনসেবা কর্ত'পক্ষের সদস্যসচিব সব্যসাচী দত্ত পুরকায়স্থ এক প্রেস বি'প্তিতে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

পানীয় জলকে কেন্দ্র করে গৃহবধূকে মারধর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর।। জল নিয়ে প্রতিবেশীদের মধ্যে বিবাদ তীব্র আকার ধারণ করেছে। এখন আর বাকবিতণ্ডা নয়, সরাসরি বিভিন্ন এলাকা থেকে শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ আসছে।শনিবার ভাগ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭ নং ওয়ার্ড নাগপাড়ায় গৃহবধূ মালতি মালাকার প্রতিবেশী অনন্ত মালাকার, তাঁর স্ত্রী সুনিতি মালাকার এবং ছেলে অমিত মালাকারের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাইবার অপরাধীর খপ্পরে করিমগঞ্জের শিক্ষক, গ্রেফতার মহিলা সহ দুই কুখ্যাত

করিমগঞ্জ (অসম), ৩০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : রাজ্য জুড়ে ব্যাপক হারে বেড়েছে সাইবার অপরাধ। অসম পুলিশের কঠোর অবস্থানের পরও সাইবার অপরাধীরা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। গত কয়েকদিনের মধ্যে অসম সহ বহিঃ রাজ্য থেকে ৫৬ জনকে সাইবার অপরাধের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে গ্রেফতার করেছে রাজ্য পুলিশ। আজ শনিবার করিমগঞ্জেও প্রকাশ্যে এসেছে ভয়ংকর এক সাইবার অপরাধের ঘটনা। করিমগঞ্জ পুলিশ সাইবার অপরাধে জড়িত প্রতারক চক্রের সক্রিয় দুই সদস্য মহিলা সহ দুই চাঁইকে গ্রেফতার করেছে নগাঁও জেলা থেকে। ধৃতদের জামাল উদ্দিন এবং নাজমিন সুলতানা বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

আজ শনিবার করিমগঞ্জের পুলিশ সুপার কার্যালয়ে সাংবাদিকদের এই তথ্য তুলে ধরে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রতাপ দাস জানান, গত ৯ সেপ্টেম্বর প্রতারক চক্রের খপ্পরে পড়েছেন পাথারকান্দির অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক আব্দুল হামিদ। শিক্ষকের দায়েরকৃত এজাহারের ভিত্তিতে মামলা রুজু করে তদন্তে নামে পুলিশ। করিমগঞ্জ পুলিশ নগাঁও থেকে গ্রেফতার করেছে মহিলা সহ দুই সাইবার অপরাধীকে। পাশাপাশি উদ্ধার হয় বহু আপত্তিকর নথি, এটিএম কার্ড, নগদ টাকা।

তিনি জানান, সিম পোর্ট করে প্রতারক চক্রটি তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে হাতিয়ে নিয়েছে প্রায় ১.৫ লক্ষ টাকা। এ মর্মে তিনি এজাহার দায়ের করেন থানায়। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানান, গত জুলাই মাসের ২২ তারিখ কারস্টার কেয়ার থেকে পরিচয় দিয়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তি। এর পর প্রতারক চক্রটি তাঁর ঠিকানায় পৌঁছে মোবাইলের সিম কার্ড আপডেট করার কথা বলে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ওই ব্যক্তির কথায় সায় দিয়ে মোবাইল হ্যান্ডসেট তাদের হাতে দিলে তখনই চক্রটি তাদের কাজ হাসিল করে নেয়। মোবাইল নম্বর পোর্টাবিলিটি মাধ্যমে এসএমএস দিয়ে তার পোর্টিং কোর্ড হাতিয়ে নেয় তারা। এর পর ১৫ দিনের মাথায় সিম কার্ডটি বন্ধ হয়ে যায়। প্রতারক চক্রটি তাঁর ওটিপি শেয়ার করে ইউপিআই লেনদেনের মাধ্যমে হাতিয়ে নেয় প্রায় ১.৫ লক্ষ টাকা।ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষক আব্দুল হামিদ পাথারকান্দি থানায় লিখিত এফআইআর দায়ের করলে ২৭০/২০২৩ নম্বরে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪২০/৩৭৯ ধারায় মামলা রুজু করে করিমগঞ্জ সাইবার সেল বিভাগের সহযোগিতায় তদন্ত শুরু করে নগাঁওয়ে এই চক্রের অবস্থান সম্পর্কে সন্ধান লাভ করে। এর পর করিমগঞ্জ পুলিশ সহযোগিতা নেয় নগাঁও পুলিশের। চক্রের সন্ধানে করিমগঞ্জ পুলিশের একটি বিশেষ দল রওয়ানা দেয় নগাঁও-এর উদ্দেশ্যে। সেখানে স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে হানা দেয় নগাঁও জেলান্তর্গত কামপুর থানা এলাকার সিমলাপথার গ্রামে।সিমলাপথার গ্রামে চক্রের ঘাঁটিতে হানা দিয়ে পুলিশের যৌথ দল গ্রেফতার করে অপরাধ চক্রের সঙ্গে জড়িত মহিলা সহ দুই প্রতারক জামাল উদ্দিন এবং নাজমিন সুলতানাকে। তাদের হেফাজত থেকে উদ্ধার করা হয় সিমকার্ডহীন ৫২টি ভোডাফোনের প্যাকেট, ১০টি ইউবিআই এটিএম কার্ড, দুটি এসবিআই-এর এটিএম কার্ড, চারটি আধার কার্ড, এটিএম সহ ১৬টি ব্যাংক অব বরোদার পাসবুক, ১৮টি সেন্ট্রাল ব্যাংকের এটিএম কার্ড, আটটি এসবিআই পাসবুক, ১৪টি ফিনো পেমেন্টস ব্যাংকের এটিএম কার্ড, একটি ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানিং মেশিন, একটি জিও ফাইবার ডিভাইস, বিভিন্ন ব্যক্তির অসংখ্য পাসপোর্ট সাইজের ফটো, জমির খাজনা রেকর্ডের একাধিক জেরক্স কপি, নগদ ৫৪,৭০০ টাকা সহ বেশ কিছু আপত্তিকর নথিপত্র।অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রতাপ দাস বলেন, পুলিশের তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। এর সঙ্গে জড়িত আরও ধরপাকড়ের সম্ভাবনা আছে। পাশাপাশি মোবাইল নম্বর পোর্ট করার ক্ষেত্রে জনসাধারণকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রতাপ দাস।

একাধিক দাবিতে মেয়রের কাছে ডেপুটেশন বাম ছাত্র সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর।। পুর নিগমের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগে তুলে আজ সিটি সেক্টরের সামনে সরব হয়েছে এসইউসিআই। পরবর্তী সময়ে পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদারের নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন সংগঠনের সর্মথকরা।

তাঁদের অভিযোগ, আগরতলা পুর নিগম এলাকা সহ সারা রাজ্যে ডেঙ্গু জ্বর মহামারীর ন্যায় ছড়িয়ে পড়েছে। দুই শতাধিক ডেঙ্গু রোগী হাসাপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে রক্ত সংগ্রহ করে সরকারীভাবে জ্বর নির্নয়ের কোন ব্যবস্থা নেই। মশার উপদ্রপে জনসাধারণ দিশেহারা। মশা নির্মলীকরণের যেসব আধুনিক ব্যবস্থা আছে তা প্রয়োগ করা হচ্ছে না। বর্ধিত এলাকা থেকে পৌর কর আদায় করা হলেও সেখানে পরিষেবা যথা স্ট্রিট লাইট, রাস্তা ও পাক্কা ড্রেইন, ডাস্টবিনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেই।

তাদের আরও অভিযোগ, পুরানো এলাকা সহ বর্ধিত এলাকায় পরিশোধিত ও পর্যাপ্ত পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে না। ভেঙ্গে যাওয়া রাস্তা ও ডেইনগুলি মেরামত করা হচ্ছে না। কর্পোরেশনের উদ্যোগে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রক্ষার উদ্যোগ নেই। অধিকন্তু পৌরকর্তৃপক্ষ রাস্তার পাশের দোকান ও অস্থায়ী দোকান সহ হকারদের জীবন-জীবীকা উপার্জনের বিকল্প ব্যবস্থা তথা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করেই উচ্ছেদ করে দিচ্ছে। তাতে হাজার হাজার গরীব মানুষ অসহায় হয়ে পড়ছে এমনিতেই আকাশছোয়া মূল্যবৃদ্ধি, রোজগারহীনতা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবায় ব্যয় বৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষ দিশেহারা। এমতাবস্থায় সম্পদ কর পুনর্বিন্নাসের যে পরিকল্পনা চলছে তাতে জনগণের উপর বাড়তি কর চাঁপানোর উদ্যোগ কিনা এই নিয়ে নাগরিকদের মধ্যে সংশয় দেখা দিয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।